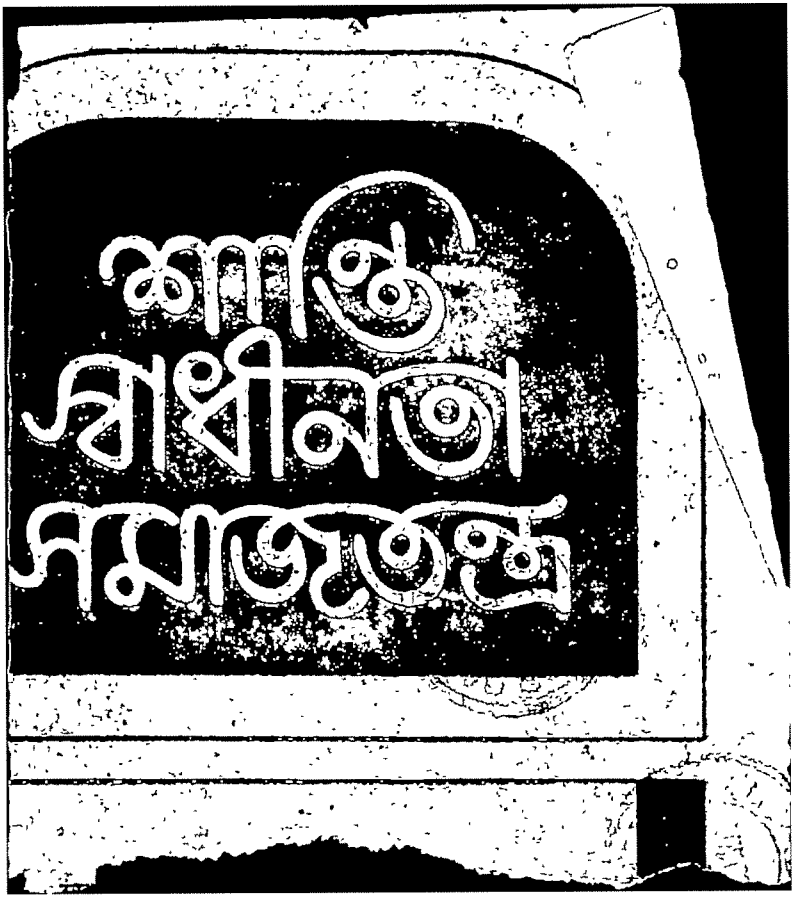
শান্তি
স্বাধীনতা
গণতন্ত্র

CUK-H05283-19-P36253

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৮ম বর্ষ | জুলাই, ১৯৮০ | ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

গাস হল : ইতিহাসের গতি অপরিবর্তনীয় ৩

Gus Hall : The Course of History is Irreversible, W. M. R

রোডনি অ্যারিসমেণ্ডি : লেনিনবাদের সঙ্গে কোন্‌টা মেলে আর কোন্‌টা মেলে না ১৪

R. Arismendi : What is and What is not Consistent with Leninism W. M. R

মত-বিনিময়, আলোচনা

: লাতিন আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তার মিত্রেরা ৩৫

: Latin American Proletariat and its Allies in the Anti-Imperialist Struggle, W. M. R

মাসিয়েজ পারজিনস্কি : একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা সম্পর্কে ৬২

M. Perezynski : On the Conceptions of a New Economic Order, W. M. R

পার্টি

ইব নরল্যাণ্ড : মূল বিষয়—নবীকরণ ৭৬

Ib Norlund : Keynote—Renewal, W. M. R

হো সি বান : দক্ষিণ ভিয়েতনামের পার্টি সংগঠন ৮৪

Ho Si Ban : Party Organisations in the South of Vietnam, W. M. R

পত্র-পত্রিকা

: পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত ৯৮

: The Most Widely Read in the World, W. M. R

সমীক্ষা, তথ্য

: পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া দলগুলো ১০৩

: Bourgeois Parties in Western Europe, W. M. R

P 36253

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান	সম্পাদকীয় দপ্তর
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড	৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,	কলকাতা-১৭
কলকাতা-৭৩	৪৪-৮৭৬৬

মূল্য : ১·০০ [এক টাকা]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬, কাউতলা রোড, কলকাতা-১৭, অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

ইতিহাসের গতি অপরিবর্তনীয়

গাস হল
সাধারণ সম্পাদক, সি পি ইউ এস এ

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সময়ের খাত ধরে চলে না। সত্তরের দশকের যেমন একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, আশির দশকের ঠিক তাই। কিন্তু যেসব মৌল প্রক্রিয়া ১৯৭০-র দশকের ইতিহাসকে মেলে ধরে, তার বস্তুগত ঘটনাবলীর গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে তা' ৮০-র দশকেও অব্যাহত থাকবে। অবশ্য এক নব পর্যায়ে এই ঘটনাবলী ঘটবে। ইতিহাসের ফল আরো পরিণত হয়ে উঠবে। আশির দশকে এই মৌল প্রবণতাসমূহ শুধু অব্যাহত থাকবে তাই নয় তা' আরো শক্তিশালী হবে কেননা সমাজতন্ত্র ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অন্যদিকে ধনতন্ত্র তার অবক্ষয়ী সাধারণ সঙ্কটের বেড়াজাল থেকে কোনো অবস্থাতেই মুক্ত হবে না।

বাস্তব ঘটনাবলীর ওপর প্রভাব-সৃষ্টিকারী নিয়মগুলো এমনই যা' থেকে যে-কেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে আগামী দিনে শ্রেণী-সংগ্রাম আরো তীব্র হবে এবং তার কক্ষপথে আরো বেশি বেশি মানুষের সমাবেশ ঘটবে। জাতীয় মুক্তির প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় জ্বালানি সরবরাহের কাজ বাস্তবে প্রক্রিয়াগুলো চালিয়ে যাবে। আশির দশকই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি অধ্যায় তৈরি করবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত অগ্রগতি এই দশকেই ঘটবে।

বহু দেশই ১৯৭০-র দশকে প্রকৃত সমাজতন্ত্র গঠনের পথে অগ্রসর হয়েছে। নতুন নতুন দেশ ও জনগণ আশির দশকে তাদের জীবনযাত্রা সমাজতান্ত্রিক পথে পুনর্গঠিত করার কাজে অগ্রসর হবে। এছাড়া যে সব দেশ ইতিমধ্যেই এই স্তর পার হয়ে এসেছে তারা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকল্পে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটানোর কাজ চালিয়ে যাবে।

সত্তরের দশকে যে সব দ্বন্দ্ব ছিল আশির দশকে সেই বিরোধ আরো তীব্র হতে থাকবে। শ্রমিকশ্রেণী এবং শোষক শ্রেণীর মধ্যেকার মীমাংসাতীত দ্বন্দ্বের দ্বারা পুষ্ট হয়ে প্রধান বিরোধটি আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। অন্যান্য প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বিরোধ মেটাতে

তো পারবেই না বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে এই বিরোধ আরো বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী দেশ এবং প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের (যাদের প্রাকৃতিক সম্পদে টান ধরেছে) মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলো আরো কার্যকর হয়ে উঠবে। আশির দশকের প্রবণতাগুলোও এই বিরোধসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

এই সব ঘটনার যোগফল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-শক্তিসমূহের ভারসাম্য পরিবর্তনে সাহায্য করে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় দেঁতাত এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধ্যান ধারণা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা রূপে প্রতিভাত হবে কেননা বর্তমান দুনিয়ায় দেঁতাতের চিন্তা ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় আশির দশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর আলোড়ন দেখা দেবে। বস্তুতপক্ষে বিশ্ব ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের সময় এর পিছনে রয়েছে। এই স্থায়িত্বের সময়ের পরিবর্তে উপস্থিত রোগমুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সংকট এবং অস্থিতির উপাদানসমূহ এ সময়ে প্রকট থেকে যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়া নতুন অর্থনৈতিক সংকটের জালে জড়িয়ে পড়ছে। এই সংকটের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থনীতি সংকট থেকে গভীরতর সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে। আর মুদ্রাস্ফীতি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হচ্ছে এবং সামরিক উৎপাদন দারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃত আয় দিনের পর দিন কমে গেলেও যৌথ কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধি আগের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। পরিস্থিতি যে আরো খারাপ হবে এ-সব কিছুই তার প্রমাণ।

দ্রুত গতিতে ঘটনাবলী ঘটে চলেছে। সত্তরের দশকের দশটি বছরেই বিশ্বের বাস্তবতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, নিকারাগুয়া, ইরান, কাম্পুচিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, লাওস এবং আফগানিস্তানের জনগণ নিজ দেশের মালিক হয়েছে এবং বর্তমানে তারাই স্ব স্ব দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে। কয়েক দশকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে জয়লাভ করার পর ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম আজ সমাজতান্ত্রিক পথে নিজেদের জীবনযাত্রা পুনর্গঠিত করার কাজে হাত দিয়েছে। এই একই সময়ে তেল উৎপাদনকারী উপনিবেশগুলোর বেশ কয়েকটি নিজেদের তেল-

সম্পদের মালিক হয়েছে। ইতিহাসের গতিপথ ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

আশির দশকে ঢোকার মুখে অনেক চিন্তাশীল পর্যবেক্ষককে এই আশঙ্কা প্রকাশ করতে শোনা গিয়েছে যে এই দশকের সামগ্রিক প্রবণতা সদর্থক ও প্রগতিশীল দিকে যাবে কিনা। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন আরো শক্তিশালী হবে কি না, তাঁরা এই প্রশ্নও করেছেন। একটি জোরালো ধারণা হিসেবে দেঁতাত অব্যাহত থাকবে কিনা, বিশ্বে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবে কি না ইত্যাদি নানান প্রশ্ন তাঁরা উপস্থিত করেছেন। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—হ্যাঁ, সমস্ত রণাঙ্গনেই প্রগতির জয় হবে।

অধিকাংশ বুর্জোয়া প্রচারক এই চিন্তা জনমনে ধরানোর চেষ্টা করছে যে জীবনযাত্রার মানের এই অধোগতিই সকলকে স্বীকার করে নিতে হবে, কেননা মানব সমাজ অনেক দিন আগেই উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। সুতরাং এখন অবনতি ঘটবে। তারা বলে সেই কারণেই জীবনযাত্রার মানে এই অধোগতি নিয়ে কিছু করার নেই। শ্রমিকশ্রেণী তথা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণ এই প্রচারে সমর্থন করা হয়েছে এবং তার সঙ্গেই সঙ্গত বিধান করে এই প্রচার চালানো হচ্ছে। ধনতন্ত্রের ঠুলি চোখে দিয়ে কেউ যদি ভবিষ্যৎকে দেখার চেষ্টা করে এবং এইভাবে একটা ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিজের দৃষ্টিশক্তি আবদ্ধ করে রাখে তাহলে তার কাছে ভবিষ্যৎ নিষ্প্রভই মনে হবে। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির একটি লক্ষ্য এবং ব্যাপক দৃষ্টি বর্তমানে এক অন্তহীন আশা সৃষ্টি করেছে।

দেঁতাতের চিন্তা সমর্থনকারী নীতিসমূহই আশির দশকের প্রবণতাসমূহ প্রভাবিত করার প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করবে। দেঁতাতের পক্ষে এবং বিপক্ষে সংগ্রামই—বিরুদ্ধ দু'টি শ্রেণী শক্তির মধ্যে সংগ্রামের প্রধান রণক্ষেত্র রয়ে যাবে। বিশ্ব-শান্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে এবং সমস্ত অশুভ ঘটনাবলীর প্রধান সূত্র হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কাজ করে চলেছে। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং কার্টার প্রশাসন

অনুসৃত বর্তমান নীতিসমূহের যথার্থ মূল্যায়ণ—সুদূরপ্রসারী প্রবণতার সঠিক উপস্থাপনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

দেঁতাতের জন্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্দিষ্ট নির্ধারক উপাদানটি হচ্ছে সামরিক ভারসাম্যের—বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের একটা মোটামুটি ভারসাম্য আনতে পারার-নীতি মেনে নেওয়া। বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করার ক্ষেত্রে (দেঁতাতের নীতি-সমূহ মেলে ধরার ক্ষেত্রে যা' এক প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত) এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক দীর্ঘ, তিক্ত অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চলার পর এক-চেটিয়া চক্রের মধ্যে একটা শক্তি সামরিক ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতা স্বীকার করে নেয় এবং তারাই সত্তরের দশকে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। বিশ্ব শক্তিসমূহের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের পরিবর্তন এবং ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় এই ঘটনা ঘটাতে খুব সাহায্য করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সামরিক ভারসাম্যের নীতি মেনে নেওয়ার অর্থ তার নীতির ক্ষেত্রে একটি মৌলিক, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। তার পক্ষে এটা খুবই বেদনাদায়ক পরিবর্তন হবে। এর অর্থ পরমাণু অস্ত্রের বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের এবং পরমাণু অস্ত্র দিয়ে প্রথম আঘাতের আকাঙ্ক্ষা তাকে ত্যাগ করতে হবে। সাধারণভাবে এর অর্থ পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করার মার্কিনী দর্শন পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া। এর অর্থ প্রকৃত বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা।

ওয়াশিংটন সামরিক ভারসাম্য মেনে নেওয়ায় দেঁতাতের নীতি কিছুকাল এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ একচেটিয়া পুঁজির কিছু কিছু অংশের কাছে দেঁতাতের নীতি আরো লাভজনক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির অন্যান্য অংশ এবং পেন্টাগনের শীর্ষস্থানীয় সামরিক শক্তি কখনই সামরিক ভারসাম্য এবং দেঁতাতের চিন্তা মেনে নেয় নি। সুতরাং গত কয়েক বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতাশালী চক্রের মধ্যে এই মূল বিষয়টি নিয়ে একটি তীব্র তীক্ষ্ণ লড়াই চলছে।

১৯৭৯ সাল থেকে শুরু করে যে শক্তি সামরিক ভারসাম্য চায় না, সমস্ত

পৃথিবীর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছড়ি ঘোরাবে এই স্বপ্ন যারা আজো দেখে সেই দেঁতাত-বিরোধী শক্তি কার্টার প্রশাসন এবং মার্কিন সিনেটে ক্ষমতাশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সংগ্রাম চলছে। উপস্থিত এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বৃহত্তর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এই কারণেই, বিশেষ করে গত বছরে কার্টার প্রশাসন বিশ্ব জুড়ে মার্কিন আধিপত্য বিস্তার এবং সামরিক ও পরমাণু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্যে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ঘিরে রাখার ষাট বছরের পুরানো মার্কিনী নীতিতে এক নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে তাহল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশকে পরমাণু অস্ত্রের দ্বারা ঘিরে ফেলা। পশ্চিম ইউরোপে ক্রুজ এবং পার্শিং-২ ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর লক্ষ্য এটাই, এম-এক্স ক্ষেপণাস্ত্র এবং পরমাণু শক্তি-চালিত ত্রিমুখী সাবমেরিনের লক্ষ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ। 'হঠাৎ আক্রমণের ক্ষমতা' সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এগুলো তৈরি করা হয়েছে।

ইরানে বৈপ্লবিক ঘটনাবলী এবং তেল সাম্রাজ্যের পুতুল সম্রাট 'শাহের' অপসারণ তেলের প্রধান প্রধান উৎসের ওপর আধিপত্য বজায় রাখার মার্কিনী পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে। কার্টার প্রশাসন এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে পারস্য উপসাগরীয় এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করার জন্যে একের পর এক ঘাঁটি বানিয়ে চলেছে। ডজন ডজন যুদ্ধ জাহাজের এক বিরাট বহর দ্রুত ঐ অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধকালীন জরুরী ভিত্তিতে দিয়েগো গার্সিয়ার সামরিক ঘাঁটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। চীন ও পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ১৯৭৮ সালের আফগান বিপ্লব ধ্বংস করার সর্ববিধ উদ্যোগ নিয়েছে যাতে 'বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ' বজায় রাখার কার্যসূচী রূপায়ণ করতে সে এই অঞ্চলকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

কার্টার প্রশাসন ন্যাটো সদস্যদের দৃঢ়হাতে বাঁধার ব্যবস্থা করেছে যাতে মার্কিন প্রভাবিত দুনিয়ায় তারা ছোট অংশীদার হিসেবে কাজ করে। ওমানে সামরিক ঘাঁটিসমূহ নির্মাণের কাজ শেষ করে কেনিয়া এবং সোমালিয়ায় জরুরী অবস্থাকালীন ভিত্তিতে কাজ চলছে। এ ছাড়া দুনিয়া জুড়ে 'দ্রুত সামরিক বাহিনী ছড়িয়ে' দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছে। 'সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী রক্ষক' কায়েম করার জন্যেই এটা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের নীতি সারা দুনিয়ায় এক গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ক্যারিবীয় সাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ওয়াশিংটনের কর্তারা কিউবা, নিকারাগুয়া, গ্রেনেডা এবং এল সালভেডোরকে হুমকি দেখিয়ে সমগ্র অঞ্চলে নিজের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইরানে সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত 'মানবিক কারণে উদ্ধারের প্রয়োজনে' নেওয়া হয় নি (সরকারী প্রচার যন্ত্র এ ব্যাপারে যতই গালগল্প ছড়াক না কেন)। আদতে এটা একটা উন্মত্ত, সামরিক, দুঃসাহসিক অভিযান। ইরানের তেল সম্পদ পুনরায় রকফেলারের একসন এবং শেলের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সে দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকার উৎখাত করার লক্ষ্য নিয়ে এ কাজ করা হয়েছিল। সমস্ত মার্কিন জনগণ ও বিশ্বকে একচেটিয়া পুঁজি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বাঁধা রাখার জন্যে 'কার্টার-নীতি'-তে একটা চমৎকার নক্সা তৈরি করা হয়েছে।

কার্যত আফগানিস্তানের ঘটনাবলীর অনেক আগেই সল্ট-২ চুক্তিকে ফ্রিজে তুলে রাখা হয়েছিল। চীনের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছোট তরফের অংশীদার হওয়ার জন্যে যে কায়দায় তৈল মর্দন করছে তাতে কার্টার প্রশাসন তার অস্ত্রের ঝনঝনানি বৃদ্ধি করতে উৎসাহ পাচ্ছে। গত বছর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রাক্তন উপসচিব এবং বর্তমানে দক্ষিণপন্থী সিনেটর ও কার্টার প্রশাসনের সবচেয়ে প্রভাবশালী উপদেষ্টাদের একজন পল নিৎসে বলেছিলেন, "আমাদের অবশ্যই রুশীদের সঙ্গে কথা বলতে হবে কেননা জনমত তাই চায়। কিন্তু ঐ আলোচনাকে আমাদের অবশ্যই এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে জনসাধারণ আমাদের এ কথা বিশ্বাস করে যে 'শ্রেষ্ঠ-ক্ষমতা বৃদ্ধি' করা ছাড়া মস্কোর সঙ্গে কথা বলার অন্য কোনো শর্ত নাই। আমরা সামরিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলে তবেই রুশীদের শর্ত মানতে বাধ্য করতে পারবো।"

ইউরোপে উত্তেজনা প্রশমন এবং নিরস্ত্রীকরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমতা বিশেষ করে পরমাণু অস্ত্রের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে এই কাজ করা হচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক উন্মাদের কাছে এটা পছন্দের

নয়। এই সমতা নষ্ট করার জন্যে তারা পশ্চিম ইউরোপে নিউট্রন বোমা সরবরাহ করেছে এবং পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিন পাল্লার ছু-শ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে দুনিয়া জুড়ে 'পরমাণু সুযোগ সুবিধা' সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই তারা এই কাজ করে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে এই পরিবর্তনই আফগানিস্তানের ঘটনাবলীর মূলে। স্বাধীন, জোট নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে আফগানিস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সোভিয়েত-বিরোধী পরিকল্পনা কার্যকর করার এবং ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী কাজের কেন্দ্র হিসেবে আফগানিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি বানানোর জন্যে সি আই-এর অপকর্ম এর মধ্যে যুক্ত।

প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়া জুড়ে তার সামরিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমত পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা-গুলোতে মার্কিন সামরিক নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটি স্থাপন করা, যাতে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদ তার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে এবং প্রয়োজন পড়লে বিশেষ করে তেল উৎপাদক দেশগুলোর শাসন ক্ষমতা বল প্রয়োগে অধিগ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশের যে সম্পদ নেই) দেশগুলোকে নিজে কুক্ষিগত করে তাদের সেই প্রাকৃতিক সম্পদ নিতান্ত কম দামে পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাজ করছে। তৃতীয়ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশকে পরমাণু শক্তিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ঘিরে ফেল এবং পরমাণু অস্ত্র দিয়ে প্রথম আঘাত করার ক্ষমতা অর্জন করার জন্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক তৎপরতা। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হারল্ড ব্রাউন বলেছেন, "প্রথম নিক্ষেপের জন্যে আদৌ অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।"

আগ্রাসনের এই নীতির বাস্তব রূপায়ণে এবং এই নীতির সমর্থনে সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী প্রণয়নের কাজে কার্টার প্রশাসন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই হঠকারী নীতি (যার ভিত্তি হচ্ছে 'ক্ষমতার অবস্থান' থেকে বিশ্ব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে এই চিন্তা) গ্রহণের জন্যে বেশ কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী মহল থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধ উৎপাদন থেকে

আশাতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টিকারী একচেটিয়া পুঁজিপতি, অস্ত্রের ক্ষুধা যাদের কখনো মেটে না সেই পেন্টাগন সেনানী, প্রভাবশালী রাজনৈতিক চক্র এবং তাদের ঢাক বাদকরা (যাদের মধ্যে আজো এই ভ্রান্তি বর্তমান যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একদিন আবার বিশ্বের ওপর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে) এই চাপ দিচ্ছে।

আশির দশকের সামগ্রিক প্রবণতাসমূহের ওপর এই নঞর্থক ঘটনাবলীর প্রভাব কী? যেমনটি সব সময়েই ঘটে থাকে সেইরকম ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়া কখনো ধীরে ধীরে, কখনো পিছিয়ে গিয়ে, কখনো একেবেঁকে, পাশ কাটিয়ে এবং নানান অসুবিধার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে। কিন্তু এত সব ঘটনার মধ্যে দিয়েও মৌল প্রবণতাগুলো "ওল্ডম্যান রিভারের মত সর্বদা এগিয়ে চলবে"। সত্তরের দশকে যেমনটি ঘটেছে আশির দশকেও তেমনি সদর্থক প্রবণতাগুলোর অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান আগ্রাসনের নীতি কিছু কিছু নতুন এবং বেশ বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশ্বে আধিপত্যকামী নীতির সমর্থকরা আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্য অস্বীকার করতে পারে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ আর একথা চেপে রাখতে পারছে না, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনী উদ্যোগে তার ধনতান্ত্রিক বন্ধুরা সে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের ওপর নির্মম সামরিক শক্তি ব্যবহার করেছে। ঐ দেশকে নিজেদের তাঁবে রাখার জন্যে তারা অসৎ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাস্তা অবলম্বন করেছে। কিন্তু অবশেষে জাতীয় স্বাধীনতার শক্তিসমূহেরই জয় হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন রোডেশিয়াকে তারা স্বাধীন জিম্বাবোয়েতে পরিণত করেছে। এইসব ঘটনা নিজেই নিজের সাক্ষ্য বহন করছে।

'সারা বিশ্বে কর্তৃত্ব' স্থাপনের অভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর, আমাদের জনগণের জীবনযাত্রার ওপর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে। সামরিক খরচ সর্বকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে, এমনকি যুদ্ধের সময় যে খরচ করা হয়েছিল বর্তমান সামরিক খরচ তার চেয়েও বেশি। এই বিপুল পরিমাণ খরচ জনজীবনের

সর্বস্তরে—অর্থনীতি, আর্থিক কাঠামো, জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন সব বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সামরিক বাজেট দিনের পর দিন বেড়ে চলায় সামাজিক কার্যসূচী রূপায়ণের জন্যে নির্ধারিত তহবিলও তার গ্রাসে পড়েছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দিনের পর দিন চরম আকার ধারণ করছে, কর হার দিনের পর দিন বাড়ছে। সামরিক খরচ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যা' জনসাধারণকে নিম্নমানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে বাধ্য করছে এবং জীবনযাত্রায় সামগ্রিক মানাবনতি ঘটিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী, জাতিগতভাবে নির্যাতিত জনসমষ্টি এবং সাধারণভাবে সমস্ত আমেরিকাবাসী আজ এই সত্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। সংগৃহীত ঋণের জন্যে ২০ শতাংশ সুদ গুণতে হওয়ায় কর্পোরেশনগুলো বিশেষ করে অসামরিক ক্ষেত্রে নতুন যন্ত্র ক্রয় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগাতে পারছে না। একচেটিয়া পুঁজির অনুগামীবাহিনীর মধ্যে এই চিন্তা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে তারা যে-মুনাফা সৃষ্টি করছে ক্রমবর্ধমান সামরিক বাজেট তার চেয়ে বেশি তাদের কাছ থেকে টেনে নেয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন বাণিজ্য ঘাটতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাণিজ্য ঘাটতিতে কোটি কোটি ডলার যুক্ত করছে। পরিণামে বাণিজ্য মার খাচ্ছে, বেকার বাড়ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে যে অবস্থা চলছে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ব্যবহৃত একটি কথা (অন্য একটি প্রসঙ্গে এঙ্গেলস এই কথাটি ব্যবহার করেছিলেন) দিয়ে তা' সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা যায় 'এবং এর সঙ্গে সামরিক বোঝা কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।' বহু বছর আগে অপর একজন মহান বিপ্লবী কার্ল লিবকেনেক্ট সঠিকভাবেই বলেছিলেন, "সমরবাদ প্রথমে কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে পরে তা' সমরবাদী এবং আধা-সমরবাদী অসংখ্য সংস্থার কাজের দ্বারা সেনাবাহিনীকে ছাড়িয়ে সমস্ত সমাজে শিকড় ছড়িয়ে দেয়।"

সত্তরের দশকের সাধারণ প্রবণতাগুলোর প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করলে আমরা নঞর্থক ঘটনাবলীর (যা' আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রবাহ দেঁতাতের দিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে অথবা তা' শ্লথ করে দিয়েছে) সীমাবদ্ধ কাজকর্ম দেখতে পাই যদিও সদর্থক প্রবণতাগুলোই বরাবর বেশি প্রভাবশালী ছিল। নঞর্থক নীতি আত্মপ্রকাশ করলে কখনো কখনো তা' এমনকি একচেটিয়া

পুঁজির কিছু কিছু অংশের মধ্যে বিরূপ প্রবাহের সৃষ্টি করত। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনান টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন এ প্রসঙ্গে তা' উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "আমি মনে করি ওয়াশিংটনের বর্তমান আবহাওয়া বরঞ্চ বিপজ্জনক। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সমস্যাবলী মেটাতে বিশালাকারে সামরিকীকরণের চিন্তাই যে কেবল সেখানে কাজ করছে তাই নয়, এমন অনেকে আছেন যারা ভাবছেন যে আমাদের শক্তি সামর্থ্য দেখানোর জন্যে কিছু করা উচিত। এ ধরনের চিন্তা খুবই বিপজ্জনক বলে আমি মনে করি।"

প্রধান বিষয়টি হচ্ছে দেঁতাতের নীতি বর্তমানে বিশ্ব ব্যাপী অভূতপূর্ব জনসমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য কেবলমাত্র বাস্তব ঘটনাবলীর দ্বারা সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারিত হয় না। এই সব প্রবণতার দিক এবং গতি বহুল পরিমাণে জনগণের সংগ্রাম ও আন্দোলন দ্বারা এবং এই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে এমন একটা সময় এসেছে যখন পথ খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বিশ্ব রণাঙ্গনে সমস্ত শক্তির সামনে পরিষ্কার দুটো পথ খোলা, হয় দেঁতাত এবং শান্তির দিকে অগ্রসরমান নীতি ও প্রবণতার প্রতি সমর্থন অথবা নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতার (স্বাভাবিকভাবেই যার সঙ্গে সঙ্গে আরো সঙ্কট, আরো বিপর্যয় নেমে আসবে) নীতির প্রতি সমর্থন। আজ এমন একটা সময় এসেছে যখন, এই দু'য়ের মধ্যে কোনো তৃতীয় পথ খোলা নেই। সুতরাং বর্তমানে তথাকথিত নিরপেক্ষ অবস্থানের প্রকৃত অর্থ আদৌ নিরপেক্ষতা নয়।

বিবৃতি এবং কার্যাবলী হয় দেঁতাতের প্রবণতা অথবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নীতিকে সমর্থন করে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ওয়ারশ' চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও উত্তেজনা হ্রাস করা সম্পর্কিত নানান সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবে সমর্থন না জানানোর অর্থ দেঁতাত-বিরোধী শক্তিসমূহকে সমর্থন জানানো। কেননা শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সামরিক সমতা রক্ষা করার নানান সমস্যার মূলে আঘাতকারী এই প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে এমন কি চুপ করে থাকলেও যারা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্যে (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির) যারা চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের প্রতিই সমর্থন জানানোর

শামিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত দেশগুলোর (যারা দেঁতাতের নীতি সার্থক করে তুলতে চাইছে) সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলোর (যারা দেঁতাত বিপথগামী করতে অথবা ধ্বংস করতে উদ্যত) অবস্থান সমান করে দেখানোর অর্থও সাম্রাজ্যবাদী কাজ এবং নীতির প্রতি সমর্থন।

'দুই বৃহৎশক্তিই' সমান বলে মাওবাদ যে প্রচার চালাচ্ছে তা শ্রমিকশ্রেণী, সমাজতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা এবং শান্তি ও দেঁতাতের পক্ষে বিশ্ব-ব্যাপী সংগ্রামের প্রতি খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। 'সম দায়িত্ব' এই চিন্তা থেকেই এ যুক্তি বেরিয়ে আসে।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং বস্তুগত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রগতিশীল ঝোঁক বরাবর রয়ে গিয়েছে। কিভাবে তাদের প্রকাশ ঘটবে তা' বহুলাংশে শ্রমিকশ্রেণী তথা বিপ্লবী শক্তির সে বিষয়ে প্রতিক্রিয়া এবং ব্যবহার করতে পারার ওপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে একথা নিশ্চিত রূপেই বলা যায় যে আশির দশকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সদর্থক ও নঞর্থক উপাদান-গুলোর মধ্যে বিরোধে সদর্থক এবং সমাজ প্রগতির শক্তিই জয়লাভ করবে।

লেনিনবাদের সঙ্গে কোনটা মেলে আর কোনটা মেলে না

রোডনি অ্যারিসমেণ্ডি
প্রথম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি

১

আমাদের সময়ের সঙ্গে লেনিনের সম্পর্কটি দেখতে গেলে একজন তাত্ত্বিক হিসেবে, রাজনীতিক হিসেবে এবং বিপ্লবী কর্মী ও প্রলেটারীয় পার্টির নেতা হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করতে হবে এবং যে-অকটোবর বিপ্লব অনেক মৌলিক পালাবদল ঘটিয়েছে এবং এখনও আমাদের যুগের মর্মবস্তু নির্ধারণ করছে—সেই পটভূমিতে তাঁর জীবন ও কর্মের বিচার করতে হবে। এর অর্থ হলো তাঁর তত্ত্বগত ও পদ্ধতিবিদ্যার সূত্রগুলোর সারবত্তার উপলব্ধি। মার্কসের শিক্ষা থেকে উৎসারিত এই সব সূত্র বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এর অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, লেনিনের ভাবধারাগুলো তোতাপাখীর মতো আওড়ে গেলেই চলে। আমি যেটা বলতে চাইছি তা হলো আমাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলোকে বাস্তবায়িত করতে হবে। অন্য কথায়, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পথে এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে কম্পাসের মতো।

লেনিন ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। তাঁর কোনো শিক্ষার যাথার্থ্যই নষ্ট হয় নি। কারণ এই শিক্ষার সৃষ্টি হয়েছে সুগভীর বৈজ্ঞানিক চিন্তা থেকে (যা সবরকম মতান্ধতার বিরোধী) এবং বিচারমূলক মতামত ও মার্কসবাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা থেকে। এটা তিনি সেই সময়ে বিকশিত করে তুলেছিলেন যখন রুশ দেশে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের লগ্ন আসন্ন হয়ে উঠেছিল এবং যখন ধনতন্ত্র উত্তীর্ণ হয়েছিল তার সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী উত্তরণের সূচনা হয়েছিল।

তিরিশ বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ের মধ্যে—তাঁর প্রথম রচনা থেকে অসুস্থ অবস্থায় বলে-যাওয়া তাঁর চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাবলী পর্যন্ত—লেনিন এক

বিশাল তত্ত্বগত উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন ; বর্তমানকালের বিপ্লবের ধারণা সে সবের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

যাকে এখন লেনিনবাদ বলা হয়—লেনিনের শিক্ষার সেই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটি হলো মার্কসবাদের সূত্রগুলোর সমর্থন ও তার সৃষ্টিশীল বিকাশের মধ্যেকার ডায়ালেকটিক ঐক্য। লেনিনবাদে এই দু-টি বিষয় অবিভাজ্য, পরস্পরের পরিপূরক। মতাক্ষতার বিষয়টির সঙ্গে মিলিয়ে মার্কসবাদের মূলভিত্তিটিকে একটু তীক্ষ্ণভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষভাগে যে সংশোধনবাদীরা উন্নত ধনতন্ত্রের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে মার্কসকে সেকেলে বলে ঘোষণা করেছিল লেনিন শুধু তাদের থেকেই নিজেকে পৃথক করেন নি। কাউটস্কির মতো যে সব সনাতনপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর উক্তিকে শাস্ত্র-বাক্যের মতো আওড়াতেন লেনিন সেইসব মতবাদের প্রবক্তাদেরও নিন্দা করে-ছিলেন। অথবা যাঁরা (এর মধ্যে এমনকি প্লেখানভও পড়েন) ডায়ালেকটিকসের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হাজির করতেন এবং প্রায়ই স্থূল বস্তুবাদী অবস্থানে ডুবে যেতেন —বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃভূমিকা অস্পষ্ট হয়ে গেলে যা সব সময়েই ঘটে—লেনিন তাঁদের থেকেও নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছিলেন(১) মহান তাত্ত্বিকদের মধ্যে (একমাত্র মার্কসের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে) একমাত্র লেনিনই মার্কসবাদের সমস্ত উপাদানকে বিকশিত করে তুলে-ছিলেন। এর মধ্যে ছিল দর্শনে বিপ্লব, ইতিহাস-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্রের বিচার ও বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র। মার্কস বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে সূত্রায়িত করেছিলেন—তিনি তার এই গুণগত দিকটিকে নতুন করে তুলে ধরেন : কাণ্ডজ্ঞান ও সুগভীর বিপ্লবী মর্ম। এই গুণগত দিকগুলো তাঁর সমস্ত রচনায়, তাঁর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বে এবং আলাদাভাবে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার তত্ত্বে নিগূঢ় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। যেমন, ট্রেড ইউনিয়নের সমস্যা নিয়ে বুখারিনের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের মধ্যেও এটা দেখতে পাওয়া যাবে।

লেনিন সব সময়েই তাঁর তত্ত্বগত হাতিয়ারকে ব্যবহার করতেন সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রতিটি বিশেষ পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ অনুযায়ী। এই পদ্ধতিবিদ্যার সূত্রটিকে বুঝতে হবে মার্কসের

ভাষ্য অনুযায়ী। মার্ক্স হেগেলের ডায়ালেকটিকসকে "তার মাথা থেকে পায়ের উপর" দাঁড় করিয়েছিলেন। ১৮৫৭-১৮৫৮ ইকনমিক ম্যানাস-ক্রিপটস-এর ভূমিকাতে তিনি লিখেছিলেন, "সুনির্দিষ্ট বাস্তবটি এই রকম, কারণ এটা অনেকগুলো সংস্থার সমন্বয় এবং তাই এ বহু রূপের ঐক্যের হদিশ দেয়।"

এই সূত্রটি বর্জন করার (প্রয়োগবাদ বা নব্যপ্রত্যক্ষবাদ যারা কার্যত অ্যাপেক্সিকবাদের সঙ্গে হাত মেলায় তাদের প্রভাবে এটা কখনও কখনও করা হয়) অর্থ হলো এই মতটি মেনে নেওয়া যে, যেহেতু জাতীয় অবস্থাগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাই মার্কসবাদও অনেকগুলো। এই যুক্তি অনুযায়ী লেনিনবাদকে মার্কসবাদের রুশী রূপ বলে চিত্রিত করা চলে। অবশ্য রুশ দেশে মার্কসবাদের প্রসারের কথা বলা, তার বিকাশের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থার কথা বলা, তা নিয়ে বিতর্ক ও ঐ সময়ে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা এবং যে উপায়ে অকটোবর বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা এক জিনিস। কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস হলো রুশ দেশে মার্কসবাদকে নিছক জাতীয় ব্যাপার বলে আখ্যা দেওয়া।(২)

তাঁরা আমাদের এটাই বিশ্বাস করাতে চান যে, বোধগম্য বাস্তব সত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই, যে কোনো বিশ্লেষণই একই সময়ে মূল্যবান ও বিজ্ঞান-সম্মত এবং একমাত্র সীমাবদ্ধ জাতীয় অভিজ্ঞতার কাঠামোর মধ্যেই তত্ত্বগত সামাজীকরণ চলতে পারে। এটাই যদি সত্যি হতো তাহলে আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতায় বিপ্লবের বহু-বিচিত্র পথকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সামাজীকরণের প্রয়াস বর্জন করতে হয়। এই ধরনের দাবি শুনে পাস্কাল-এর এই উক্তি মনে পড়ে: "সত্য রয়েছে পিরেনী পর্বতমালার এই দিকে: ভ্রান্তি রয়েছে অপর দিকে"।

মার্কস সেই দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছিলেন যা জগৎকে শুধু ব্যাখ্যা করবে না, তাকে বদলও করবে। কিন্তু তত্ত্বকে প্রয়োগের অধীন করার ইচ্ছা তাঁর কখনও ছিল না। লেনিন সব সময়েই এটা বলতেন যে, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোনো বিপ্লবী আন্দোলন ও কোনো বিপ্লবী পার্টি হয় না। তত্ত্ব এবং রুশ দেশের বিপ্লবী প্রয়োগ এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি এটা চমৎকার-ভাবে প্রমাণ করে গিয়েছেন।

২

মার্কসবাদ অনেকগুলো—মার্কসোলজিস্টরা এটাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে হাজির করছেন। আবার নিজেদের মার্কসবাদী বলে মনে করেন এমন ব্যক্তিও এটাকে গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকাতে ভাবাদর্শ ও ভাষাতত্ত্বের সমস্যাবলী নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মার্কসবাদের শ্রেণীবিভাগ বলে প্রায়শই চিত্রিত করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের কালপর্ব হিসেবে মার্কসবাদের বিভাগ সম্পন্ন করা হয় (মার্কসের যুগের মার্কসবাদ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইত্যাদি)।

মার্কসবাদকে তার নিজস্ব ইতিহাসের মধ্যে সংকীর্ণ করে ফেলার প্রয়াস অপেক্ষবাদের* চাইতে কিছু কম নয়। গ্রামচি বলেছিলেন, মার্কসীয় তত্ত্বের সুসঙ্গত ইতিহাসবাদ গভীরভাবে ডায়ালেকটিক। যে স্থূল ইতিহাসবাদে বৈজ্ঞানিক সত্যের আপেক্ষিক ও পরমের ঐক্য অস্বীকৃত, তার সঙ্গে মার্কসবাদের কোনই মিল নেই—লেনিন তাঁর মেটিরিয়্যালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছিলেন।(৩)

জাতীয় মার্কসবাদ হতে পারে, এটা মনে করা একটা অতিসরলীকৃত ধারণা (এঙ্গেলস এটাকে মেটাফিজিক্যাল বলতেন)। এটা মেনে নেওয়ার অর্থ হলো একদিকে, কোনো একটি দেশে বা কতকগুলো দেশে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিশেষ ঐতিহাসিক রূপগুলোর এবং অন্যদিকে, বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের সার্বজনীনতার মধ্যেকার বাস্তব ডায়ালেকটিক দ্বন্দ্বকে সরলভাবে দেখা। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল ভিন্ন। তিনি বলতেন, প্রলেটারিয়েটের সংগ্রামের রূপটি জাতীয় কিন্তু তার মর্মবস্তু আন্তর্জাতিক।

কোনো তত্ত্ব বা যেসব স্বতন্ত্র রূপের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রকাশ পায়, তার উদ্ভব উপলব্ধি করার জন্যে কোনো বিপ্লবী চিন্তানায়কের রচনায় জাতীয় উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কেও একমত হওয়া যেতে পারে। বাস্তবিকই জাতীয়

* অপেক্ষবাদ (Relativism)। আপেক্ষিকতার ভাববাদী তত্ত্ব। জ্ঞানের আপেক্ষিকতার কথা বলে এই তত্ত্বে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের জ্ঞানে বাস্তব জগৎ প্রতিবিম্বিত হয় না।—অনু.

সম্পর্কগুলোকে তাদের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় তারা জনচেতনার গঠনকে জোরালোভাবে প্রভাবিত করে। প্রভাবের ব্যাপ্তির দিক থেকে তাদের স্থান উৎপাদন-সম্পর্ক ও শ্রেণীসম্পর্কের পরেই। সামাজিক উপরিকাঠামোর সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় চেতনার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে এটা প্রতিবিম্বিত হয় ধর্মে, সাহিত্য ও শিল্পে এবং কিভাবে জগতের দার্শনিক ধারণা গড়ে ওঠে তার মধ্যেও। মার্কসের এই কথাগুলো স্মরণ করা যাক: "ফরাসি ও ইংরেজ বস্তুবাদের মধ্যেকার পার্থক্যটি দুই জাতির মধ্যেকার পার্থক্যকেই প্রতিবিম্বিত করে।"(৪) সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো সত্যিকারের বিপ্লবই (অতীতকে গ্রহণ-বর্জনের যা মুখ্য উপাদান) কোনো জাতির বাস্তব ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। এই অর্থে লেনিনের কর্ম ও চিন্তা উৎসারিত হয়েছে রুশ দেশের সবচেয়ে সুন্দর, উন্নত ও বিপ্লবী ঐতিহ্য থেকে।

কিন্তু যখন কোনো তত্ত্বের, একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির, বিশেষ করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর থেকে সমস্ত রকম আকর্ষণ দূর করার জন্যে তার সার্বজনীনতা অস্বীকার করা হয়, তখন সেটা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। ইটালীর অন্যতম প্রথম সোশ্যালিস্ট আন্তনিও লাব্রিওলা সঠিকভাবেই লিখেছিলেন, "(মার্কসবাদকে) সম্পূর্ণ করার জন্যে অনেকে কত দিকেই না গিয়েছেন—স্পেন্সার, প্রত্যক্ষবাদ এবং ভগবান জানেন আরও কত কী? অনেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ফরাসি, ইটালীয় বা রুশী ছাঁচে ঢালতে চেয়েছেন··· এঁরা দুটি জিনিস ভুলে যান: এই শিক্ষার মধ্যে যথাযথ দর্শনের অবস্থা ও উপকরণ রয়েছে এবং উৎপত্তি ও সারবস্তুর দিক থেকে এটা আন্তর্জাতিক।(৫)

বিশ্বের বিপ্লবী কর্ম, যা প্রতিটি স্বতন্ত্র জাতির অভিজ্ঞতা-নির্ভর, তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে এবং তত্ত্বের সৃষ্টিও করে। তত্ত্ব ও কর্মের এই ক্রমাগত পারস্পরিক বিকাশই মার্কসবাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, বিকাশের ফলেই এটা ঘটে, বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বকে নির্বিচারে গ্রহণ-বর্জনের ফলে এটা হয় না। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন ব্যক্তিগতভাবে যেসব ভাবধারা সৃষ্টি করেছিলেন শুধু তার মধ্যেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সবটুকু নেই (১৯৮০-র দশকে এটা আরও সত্যি)। চিরায়ত সাহিত্যগুলোর সঙ্গে আমাদের সময়ের বিপ্লবী আন্দোলনের যেসব শিক্ষা আমাদের তত্ত্বে সামান্যীকৃত হয়েছে তার মধ্যেও মার্কস-

বাদ-লেনিনবাদ রয়েছে। খানিকটা পরিমাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্য এবং আধুনিক সভ্যতার বিশ্লেষিত অভিজ্ঞতাও এর অংশ।

জীবনের গতিশীলতার চাপে সব ছক-বাঁধা ব্যাপার চুরমার হয়ে যায়। তাই-তত্ত্বের মধ্যে থেকে অসংখ্য দাবির সৃষ্টি হয়। দার্শনিক ক্ষেত্রে লেনিন এটা আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কোনো বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ 'সংজ্ঞার' মধ্যে সমগ্র মানবিক অভিজ্ঞতা থাকা চাই, তা সত্যের মানদণ্ড হিসেবেও বটে, আবার মানুষের চাহিদার সঙ্গে সত্যের সম্পর্কের বাস্তব নির্দেশক হিসেবেও বটে।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩২ খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)।

মার্কসের তত্ত্ব ও তার বিকাশের মধ্যেকার যোগসূত্রটির অপেক্ষবাদী (রিলেটিভিস্ট) ভাষ্য হাজির করা একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

কোনোক্রমেই এই কথাটির অর্থ এটা নয় যে, এই তত্ত্বটির কাঠামোর মধ্যে ইতিহাসতত্ত্বগত গবেষণা বা আলোচনা চলতে পারে না। এটাতো চালানো হয়েই থাকে। উদাহরণস্বরূপ এটা চলে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে, মার্কস ও এঙ্গেলসের বিশ্ববীক্ষা গঠন ও তাঁদের অবদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অথবা মার্কসের গুণগতভাবে নতুন "তিনটি অঙ্গাঙ্গি উপাদানের" যোগসূত্র সম্বন্ধে, বিশেষ করে হেগেলের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অথবা রাষ্ট্র-তত্ত্বের প্রশ্নটি নিয়ে। এই তত্ত্বটি সম্পর্কে কোনো কোনো মহল মনে করেন, এটা বিবরণমূলক হয়েই থেকেছে (মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনায়)। এমনকি মার্কসীয় দর্শনের পরিধি নিয়েও বর্তমানে কমিউনিস্টদের ভিতরে ও বাইরে আলোচনা চলছে। এইসব বহু প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহে মার্কস ও লেনিনের রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে—এগুলো এখনও আমাদের প্রধান উৎস। অবশ্য ঐসব গ্রন্থের ঘোষণাবলী নিয়ে খুশী থাকলেই চলবে না। তথ্যের যাথার্থ্য অনুরত প্রতিপন্ন করতে হবে এবং তত্ত্বকে উন্নত করে তুলতে হবে। প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলীর বিচার-মূলক অনুশীলনের গুরুত্ব এবং আমাদের আন্দোলন সম্বন্ধে মতবিনিময়ের তাৎপর্য এই কারণেই। মার্কসবাদীদের মধ্যে মতামতের তুলনামূলক বিচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জাতীয়তা সংক্রান্ত প্রশ্ন, মূলধন সঞ্চয়ের সমস্যা এবং পার্টির তত্ত্ব নিয়ে রোজা লুকসেমবুর্গের সঙ্গে লেনিনের বিতর্কের মধ্যে। কিন্তু এর অর্থ মোটেই এই নয় যে, এঁদের মধ্যে একজন লেনিন সঠিক ছিলেন

না, লেনিনের মার্কসবাদের পাশাপাশি রোজার (তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি) মার্কসবাদও সমানভাবে সঠিক ছিল।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে বিতর্কের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরিষ্কার। বর্তমান সময়ের ভাবগত জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। এই মতকে মূলত আমরা সঠিক বলে মনে করি যে, মার্কস ও লেনিনের রচনার ও তাঁদের আবিষ্কারের প্রভাবের অনুশীলন শুধু কমিউনিস্টদের একচেটিয়া ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা চলে না। বিচার-বিশ্লেষণ বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বিপরীত ধরনের পাঁচমিশেলী তত্ত্বের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে, একটা দোআঁশলা তত্ত্বের জন্ম দিতে পারে, মার্কসবাদ পর্যবসিত হতে পারে ইতিহাস-ব্যাখ্যার অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিতে অথবা পরিণত হতে পারে এমন একটা নীতিতে বাস্তবতাবাদের কাছে যার একমাত্র বক্তব্য হবে মার্কসবাদের সঙ্গে দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই।

লেনিন **মেটিরিয়্যালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম** গ্রন্থে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন এক্ষেত্রে সেটাই আদর্শ। মার্কসীয় দর্শন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কটি বুঝতেও এই বইটি আমাদের সাহায্য করে। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কৃত সমগ্র বিষয়গুলোকে আয়ত্ত করা স্পষ্টতই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। এরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের বাইরে এবং কখনও কখনও তাঁদের গবেষণার সঙ্গে বিরোধমূলক ভাববাদী বা অজ্ঞাবাদী ধ্যানধারণা আঁকড়ে ধরেন এবং যেকোনো দর্শনকেই মনে করেন অধিবিদ্যামূলক (মেটাফিজিক্স)।(৬) যেসব বিজ্ঞানী তত্ত্বের উপর নব্যপ্রত্যক্ষবাদীদের* আক্রমণকে গুরুত্ব দেন, তাঁদের পক্ষে এটা অদ্ভুত বলেই মনে হয়।

অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, এমনকি বিভিন্ন ভাবাদর্শ সম্বন্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যখন এটা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তখন প্রশ্নটি আরও জটিল আকার নেয়। দর্শন সম্বন্ধে লেনিনের ডায়ালেক-

---

* নব্যপ্রত্যক্ষবাদ (নিওপজিটিভিজম)—বিশ শতকীয় বিষয়ীগত ভাববাদ। বিজ্ঞানীমহলে এই চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও নির্দিষ্ট বিজ্ঞান-চিন্তার মধ্যেই বাস্তবতাকে সীমাবদ্ধ করেন। অনু

টিক্‌স প্রসঙ্গে রচনাটি স্মরণ করা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই লেখাটিতে ভাববাদী দর্শনকে ভ্রান্ত বা প্রতারণা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হেগেলীয় ডায়ালেকটিকসকে "তার পায়ের উপর" দাঁড় করাতে গিয়ে মার্কস যে বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, বিভিন্ন আধুনিক দার্শনিক মত-সম্প্রদায়গুলোকে অনুশীলন করার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য। এই সব চিন্তাধারা নীতিগতভাবে মার্কসবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কিন্তু কতকগুলো ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতিকে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত করে। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার কলাকৌশল ও পদ্ধতির উন্নতি বা ভাষাতাত্ত্বিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলন আলাপ-আলোচনার জমি প্রস্তুত করে, সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে বিচারমূলকভাবে উপলব্ধি করার কাজে বিজ্ঞানীদের সক্ষম করার পক্ষে ঐগুলো অত্যন্ত সহায়ক। মার্কসের অনুশীলনে লেনিন সামাজিক-আর্থনীতিক স্তরে কোনো (গণ) আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্মবস্তু (যা আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই "বিভিন্ন ব্যক্তির স্বপ্ন ও তত্ত্বের" উপর নির্ভরশীল নয়) থেকে ঐ আন্দোলনের "অবাস্তব ভাবাদর্শগত ফাঁদকে" কিভাবে পৃথক করতে হয় সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৮ম খণ্ড, ৩২৮ পৃঃ)। আমরা এটা জানি যে, লেনিন আমেরিকান "জেনারাল রিডিস্ট্রিবিউসান" প্রসঙ্গে মার্কস শীর্ষক প্রবন্ধে এই ভাবধারাটিকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের যুগের তত্ত্বগত দর্পণ; যুগের মর্মবস্তু ও মৌল নিয়মগুলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এই দর্পণে। এ এর খোলসের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি। এর মারাত্মক শত্রুদের চিন্তাধারা এর বিরোধিতা করছে। আবার এই সময়েই ব্যাপক ধরনের সামাজিক ও আত্মিক শক্তি বিচিত্র বর্ণের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো মার্কসবাদী আদর্শের অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে।

হোয়াট ইজ টু-বি ডান গ্রন্থে লেনিনের সতর্কবাণী: "মেহনতী জনগণের চেতনা সত্যিকারের শ্রেণীচেতনা হতে পারে না, যতক্ষণ না শ্রমিকরা নির্দিষ্ট, বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক, রাজনীতিক তথ্য ও ঘটনাবলী থেকে প্রতিটি অন্য সামাজিক শ্রেণীর বৌদ্ধিক, নৈতিক ও রাজনীতিক

P 36253

জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে দেখতে না শেখে ; যতক্ষণ না তারা সমস্ত শ্রেণী, বর্গ ও জনগণের সমস্ত গোষ্ঠীর জীবন ও কর্মের সমস্ত দিকের বস্তুবাদী মূল্যায়নকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে না শেখে। যারা একান্তভাবে, এমনকি প্রধানত, শ্রমিকশ্রেণীর মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও চেতনার মধ্যে এই শ্রেণীকে আবদ্ধ রাখে, তারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নয়।"

(কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৫ম খণ্ড, ৪১২ পৃঃ)

আজকের দুনিয়ার রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপট বিচার করে ঐ কথাগুলোকে সৃষ্টিশীলভাবে দেখতে হবে। সেটা শুধু এই কারণেই নয় যে (গ্রামচি ও অন্যতম প্রথম ল্যাটিন আমেরিকান মার্কসবাদী জোস কার্লোস মারিয়াটিগুই যেমন বলেছিলেন) মার্কসবাদ অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করেছে, আরও একটা কারণে এটা দেখতে হবে যে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার কিছু অংশগ্রহণকারীর, তারা আমাদের ঘনিষ্ঠও বটে, প্রধানত ভ্রান্ত প্রবণতা রয়েছে।

যে বিশাল সমকালীন বিপ্লব তিনটি প্রধান ধারাকে ঐক্যবদ্ধ করছে, সেটা প্রতিবিম্বিত ও প্রতিসরিত হচ্ছে সামাজিক-রাজনীতিক চেতনায় ও উপরি-কাঠামোতে এবং একটা বিশেষভাবে সাহিত্য ও শিল্পজগতেও। মার্কস ও লেনিনের ভাবধারা এবং দুনিয়ার প্রয়োগক্ষেত্রে তাদের মূর্তরূপ সুবিপুল পরিবর্তনের ভিত্তি রচনা করেছে। আর অন্যান্য ধ্যানধারণাগুলো প্রকাশ পাচ্ছে, তাদের মধ্যে সংঘাত বাধছে বা আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সেই ভিত্তির চারপাশে পরস্পরবিরোধীভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে কতকগুলো সৃষ্টি হচ্ছে শ্রেণীগত কারণে (শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও মোর্চার ডায়ালেকটিকস), অন্যগুলো উদ্ভূত হয় জাতীয় আবেগ থেকে ; ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন এবং সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের ফলে ঐ আবেগ তীব্র রূপ নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা বড়ো উপাদান। এমনকি ইসলামের মতো ধর্মীয় ভাবধারাও মুক্তি সংগ্রামের পতাকা হয়ে উঠেছে। এটা ঘটছে বিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে, জার্মানির কৃষক যুদ্ধের সময়ে নয়।

মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশে শুধু তার

শিকড়ই দৃঢ় করে নি, তার বিজয়ী বিপ্লব—কিউবার বিপ্লবের ভাবাদর্শগত ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এই শিক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মনকে জয় করতে পেরেছে। ছাত্ররাও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি সাড়া দিচ্ছে। যদিও কখনও কখনও তাদের চিন্তাধারা "আপাত সমাজতান্ত্রিক" (লেনিনের ভাষায়) রূপ নেয়, কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার ছাত্র সমাজ মহাদেশের বিকাশমান তীব্র সংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে ক্রমশই মার্কস ও লেনিনের দিকে ঝুঁকছে। এটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেঠোবক্তা মার্কসোলজিস্টদের পছন্দসই নয়। তারা বিলম্বিত প্রতিধ্বনির মতো ইউরোপের পাঁচমিশেলী যুক্তি আওড়ে লেনিনের গুরুত্বকে ছোট করার চেষ্টা করে।

লেনিন বলতেন যে, মার্কসবাদের বিজয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও মার্কসবাদীদের পোশাক পরতে বাধ্য করছে যাতে তারা এই মতবাদটির উপর আক্রমণ চালাতে পারে। এই কথাগুলো এখনও আগের মতোই সত্যি হয়ে রয়েছে। কিন্তু কথাগুলোকে আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয় বা এই রকম সহজসরলভাবেও দাঁড় করানো ঠিক নয় যে, মার্কসবাদবিরোধীরা মার্কসবাদকে বিকৃত করার সহজ উপায় হিসেবে এই রকম একটা মুখোস পরে, যদিও বিবেকবর্জিত রাজনীতিকদের কাছ থেকে এটা আশা করা যেতে পারে।

আমার মনে হয়, যেসব ব্যক্তি আংশিকভাবে মার্কসবাদকে আয়ত্ত করেছে অথবা যারা সামাজিক-আর্থনীতিক সংগ্রামের জীবন-মরণ অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নিকটতর হয়েছে, সেই সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যার দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার।

সংক্ষেপে বলা যায়, আমরা যে জগতে বাস করি সে জগৎ আমাদের কাছ থেকে চায় লেনিনের আদর্শ ও চিন্তার মর্মগত সৃজনাত্মক গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তত্ত্বগত কাজ ও বাস্তব সংগ্রাম।

৩

লেনিনবাদ ও তার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চয়ই শুধু অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা ভবিষ্যতের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত, প্রধানত বিশ শতকের শেষ দশকগুলোর মধ্যে।

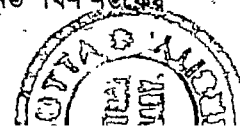

প্রতিটি পার্টির, প্রতিটি দেশের নতুন নতুন নির্দিষ্ট সমস্যার উত্তর ক্লাসিক্স-এ নেই—এই যুক্তিতে লেনিনবাদের সারবত্তা অস্বীকার করার গতানুগতিক প্রয়াসের কোনো অর্থই হয় না। এই প্রয়াসের অর্থ হলো এই কথাই বলা যে, লেনিনবাদের মধ্যে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের জন্যে একগুচ্ছ সূত্র ও ব্যবস্থাপত্র থাকতে হবে। যাঁরা পুনর্বিচারের দাবি জানিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য সময়কাল অথবা বিশ্বজুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, তাঁরাও অনুরূপ গতানুগতিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁরা এই সরল ব্যাপারটা উপেক্ষা করছেন যে, আধুনিক ইতিহাসের প্রক্রিয়ার সমগ্র মর্মবস্তু থেকে লেনিনবাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

যেসব উপাদান এই সমালোচকদের পক্ষে যায়, আমাদের অবশ্য সেগুলোকেও বিচার করতে হবে। এগুলো হলো প্রধানত কঠিন মতামত এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বাহিনীর মধ্যেকার অপরিণত স্তর। এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করতেই হবে যে, সমস্ত তর্কাতীত সাফল্য সত্ত্বেও আমাদের তত্ত্বগত কাজ বর্তমান দুনিয়ায় বাস্তবতার তুলনায় অনেক কম। এর কারণ শুধু এই নয় যে, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের চাইতেও জীবন অনেক বৈচিত্র্যময় অথবা তত্ত্ব বহির্জগৎকে ছক-বাঁধাভাবে প্রতিবিম্বিত করে। এর একটা কারণ হলো : মতান্ধ অনুসরণ বা আত্মসংকীর্ণতা অনুসন্ধান, আলাপ-আলোচনা ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিচারের ; আকাঙ্ক্ষাকে ভোঁতা করে দেয়।

বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মৌল উপাদান লেনিনের শিক্ষাকেই প্রতিপন্ন করে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি ই অগ্রসর হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে, রাশিয়ার বা অন্যান্য বিজয়ী বিপ্লবের—কোনো ছককেই সে অনুসরণ করে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত সাহিত্যে যেসব ঘটনা ও বিষয় লক্ষ্য করা যায় নি, এমন সব নতুন ঘটনা সৃষ্টি হয়। মূলত এগুলো সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবটাকেই, যেসব দেশ সেদিনও ছিল উপনিবেশ বা নির্ভরশীল, তাদের মুক্তি-সংগ্রামের বিস্তারকেই প্রতিবিম্বিত করে। পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য সব উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের জটিল বাতাবরণের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনে ঐ ঘটনাগুলোই প্রতিসরিত বা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সমকালীন জগতের বৈচিত্র্যময়তাও প্রধানত লেনিনবাদের জয়ের ফল, ভাষান্তরে বলা যায়, আজ যখন সোভিয়েত

ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে—সেই সময়কার বিশেষ পরিবর্তিত ভারসাম্যের ফল।

দু-টি সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার তীব্রতর সংগ্রামের ধারায় অনেকগুলো নতুন সমস্যা মাথা তুলছে এবং এই সমস্যাগুলো বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার তিনটি ধারার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের সম্পর্কে বাঁধা। এই সমস্যাগুলো আমাদের উপর ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চালাবার, শান্তিকে রক্ষা করার এবং সমাজ বিকাশের বর্তমান স্তরে যতটা সম্ভব উচ্চ পর্যায়ে মানব-মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্তব্য আরোপ করেছে। এই দিক থেকে আমাদের আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা, এর প্রসার ও বৃদ্ধি, এমনকি এর দ্বন্দ্ব ও বিভিন্নমুখিতাকে (তার কতকগুলো আবার বিয়োগান্তও বটে) দেখতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও পার্টিগুলোর মধ্যেকার পার্থক্য এবং কতকগুলো ক্ষেত্রে আমাদের সকলের ভুলভ্রান্তিকেও আমরা বাদ দিই না। পার্থক্যগুলো কখনও কখনও এমন একটা পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় যেখানে সঠিক ও পার্টিগুলোর অপরিহার্য স্বাধীনতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক লক্ষ্যের নির্ধারক তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত প্রত্যয়ের সমগ্র ধারাকে দাঁড় করানো হয়। ধীরস্থিরভাবে আন্তঃ এইসব সমস্যার মধ্যে ঢোকার জন্যে কমিউনিস্টদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম মত-বিনিময় হওয়া প্রয়োজন এবং সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিচার করে গুরুত্ব দিতে হবে অভিন্ন কর্তব্যগুলোর উপর। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল সূত্রগুলোকে সক্রিয়ভাবে রক্ষা করা এর পূর্বশর্ত। এই কর্তব্যটি বর্তমান প্রয়োজনের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

উপরের বিষয়টি শুধু দর্শনকেই জড়িত করছে না, ঐ বিষয় ও বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্কটিকেও জড়িত করছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর(৭) বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাবরেটরি ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে নানারকম নব্য-প্রত্যক্ষবাদের ব্যাপক প্রচারের ফলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গভীর ও স্পষ্ট বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। লেনিনবাদী হতে গেলে মেটিরিয়্যালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম-এর ভাবাদর্শগত সম্পদ নিয়ে খুশী থাকলে চলবে না। প্রথম বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পরিবেশে এটি রচিত হয়েছিল। অথবা তৎকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী ভায়া-

ডেকটিকস-এর যেসব মূল প্রত্যয় (ক্যাটিগরি) ব্যাখ্যাত হয়েছিল, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও চলবে না।(৮) স্পষ্টতই লেনিনের যুক্তিবিজ্ঞান অনুসরণ করেই আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের আন্দোলনে যেসব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, নব্যপ্রত্যক্ষবাদ ও অপেক্ষবাদ তা নিয়ে কতটা আলোচনা করে।(৯) লেনিনের দূরদৃষ্টির তাৎপর্যকে তুচ্ছ করার চেষ্টা থেকেও এটা দেখতে পাওয়া যায়। এই চেষ্টার মধ্যে মার্কসকে আংশিকভাবে খণ্ডন করা, তাঁর দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে অন্যান্য তত্ত্বকে এক করে দেখানো অথবা এঙ্গেলসকে তাঁর থেকে আলাদা করে তিনি মার্কসবাদী নন বলে অভিযুক্ত করার উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। তাছাড়া, এগুলো মার্কসের শিক্ষাকে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন অংশে পৃথক করে ফেলতে সাহায্য করছে। এর উদ্দেশ্য হলো কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী এক ধারার সৃষ্টি করা।(১০) এই অবস্থান থেকে বাড গডেসবার্গ সীমান্ত দূরে নয়। এই ছোট্ট উৎসটি বর্তমানে পশ্চিম জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির এমন একটি কেন্দ্র—যেখান থেকে তারা মার্কসবাদের সঙ্গে তাদের সমস্ত জ্ঞাতি সম্পর্কের উল্লেখ করা প্রকাশ্যেই বর্জন করেছে।

মহান অক্টোবর থেকে, বিশ্বের একের ছয় অংশে সমাজতন্ত্রের বিজয় ও সংহতি থেকে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় থেকে, সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন ও সারা বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার শক্তিবৃদ্ধি থেকে, ভাষান্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস থেকে, লেনিনবাদ থেকে আধুনিক জগতের বিপ্লবী পালাবদলকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া সব সময় কমিউনিস্টদের পছন্দ মাফিক চলে নি। রূপান্তর-কর্মের বিপ্লবী ক্ষেত্রে আমরা ভুল-ত্রুটি মুক্ত নই। সি পি এস ইউ-এর বিংশতি কংগ্রেসে জোরালো বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছিল যে, এইসব ভুলের ছাপ পড়েছে আমাদের সমগ্র আন্দোলনের উপরে। এসব সত্ত্বেও, লেনিন তাঁর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বে যে সর্বাত্মক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চাঞ্চল্যকর চিত্র অবলোকন করেছিলেন, বর্তমান জগতে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বাদ দিলে দেখা যাবে আধুনিক বিশ্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ের প্রামাণ্য রূপ: সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভিয়েতনাম ও কিউবা, ইউরোপ ও তরুণ আফ্রিকার বিপ্লবগুলো থেকে ল্যাটিন আমেরিকার আঁকাবাঁকা অগ্রগতি—বিজয়ী নিকারাগুয়া থেকে ছোট্ট এল সালভাডর,

এবং সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও চিলি, উরুগুয়ে ও অন্যান্য দেশ পর্যন্ত সমস্ত মহাদেশেই লেনিনবাদ প্রতিটি জাতির সাহসী সৃষ্টির ধ্রুবতারা।

সমস্ত আধুনিক বিজয়ী বিপ্লব, তাদের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে ঘটলেও তাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। সেটা হলো রুশ বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগের সঙ্গে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের ডায়ালেকটিক যোগসূত্র। এটা কোনোক্রমেই সমাজতন্ত্রে বিভিন্ন পথের তত্ত্বকে অস্বীকার করা নয়। এই বিভিন্ন পথের তত্ত্বকে বুঝতে হবে এমন একটা নির্দিষ্ট নীতির রূপায়ণ হিসেবে যার লক্ষ্য হলো বিপ্লবী পার্টিগুলোকে বাস্তব রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা। এই সিদ্ধান্ত প্রতিটি পার্টির উপর স্বাধীনভাবে বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগ-কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করে। অন্যকথায়, এর অর্থ হলো জাতির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুযায়ী, সমাজের ভিত্তি ও উপরিকাঠামোতে গতিশীল বাস্তব প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতা অনুযায়ী এবং শ্রেণীসংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো মাথায় রেখে কাজ করা। এটা সুস্পষ্ট যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি সেই ইতিহাস-বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে মেলে না—যে অবস্থান বিপ্লবের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবার কতকগুলো বিশেষ পথকে দাঁড় করায়। এই অবস্থানের পরিণতি স্বরূপ শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর আন্তর্জাতিক ভূমিকার বিষয়টি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যায়।

লেনিন এই ভাবধারাটিকে তুলে ধরেছিলেন যে, অক্টোবর বিপ্লব সফল হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাজের মধ্যে একটা ঐক্য দেখা দিয়েছে। তিনি একটি অখণ্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা উদ্ভাবন করেছিলেন—যেটা আলাদাভাবে একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সঙ্গে শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার কাজকে সমন্বিত করে। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, তরুণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সারা বিশ্বের বিপ্লবীদের কাছে হবে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রধান অবলম্বন এবং উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলোর মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী দুর্গ। তিনি যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা শ্রমিকশ্রেণীর সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছিল। কিছু ইতিহাস তত্ত্ববিদের এই বক্তব্যের

মধ্যে কোনো সত্যতা নেই যে, কোনো একটি দেশে আলাদাভাবে বা কতক-গুলো দেশে সমাজতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার ধারণা স্তালিনের জাতীয়তাবাদী উদ্ভাবনা এবং এটি বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ঐ ধারণার বিরুদ্ধে ট্রটস্কি ও 'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের ফিরি-করা বিপ্লবী যুদ্ধের আত্মঘাতী তত্ত্বও সমানভাবে আপাতঃ মনোরম। প্রথমত, এই কারণে যে, অক্টোবর বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখা ও তার সাফল্যগুলোকে রক্ষা করার কর্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্বজোড়া। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতি-কতাবাদী সংহতি নতুন গুণ ও বাস্তব শক্তি অর্জন করেছে।

সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব যেরূপই নিক না কেন, সেটা হবে কোনো না কোনো জাতির নিজস্ব সৃষ্টি। বিপ্লব রপ্তানী করা যায় না কিন্তু সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিশ্ব-বিপ্লবের একটি উপাদান এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে ও প্রতিবিপ্লব রপ্তানীর প্রয়াসে একটি সক্রিয় শক্তি হতে পারে। যেমন, কতকগুলো অনুকূল উপাদানের জোরে সোভিয়েতের আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতি মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করেছিল এবং নিশ্চিত করেছিল সমাজতন্ত্রের দিকে তার অগ্রগতিকে। চীন এবং অন্যান্য দেশে বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেশটি ছিল একটি শক্তিশালী দুর্গ এবং জার্মান ফ্যাসিবাদ ও জাপানী সমরবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মঙ্গোলিয়া তার অস্তিত্বের তাৎপর্যকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। যদি আগে একটা ভিন্ন ধরনের শক্তির ভারসাম্য থাকত এবং সেই শক্তির ভৌগোলিক অবস্থান হতো ভিন্নতর, তাহলে স্পেনের গৃহযুদ্ধের পরিণতি হতো আলাদা। ঐ দেশের ঘটনাবলী থেকে জনগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শিক্ষা নেয়। সেখানে দুটি ধারণার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়: একটি ছিল লিও ব্লুম-এর। তিনি ভণ্ডামি করে শান্তির আওয়াজ তুলে না-হস্তক্ষেপ নীতির পক্ষে ওকালতি করেন। তিনি এটাকে দাঁড় করান আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতির বিরুদ্ধে; অপর ধারণাটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ও যে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড স্পেনের জন-গণকে সাহায্য করতে গিয়েছিল তাদের। স্পেনে এই সংগ্রাম শুধু অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল না, এটা বিশেষ করে ছিল প্রতিবিপ্লব রপ্তানীর বিরুদ্ধে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, কিন্তু প্রতিটি পুনরাবৃত্তি একটি

নিজস্ব পথ অনুসরণ করে: ভিয়েতনাম থেকে কিউবা, অ্যাঙ্গোলা থেকে ইথিওপিয়া, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়া পর্যন্ত এই ধারা। আজ যখন আমরা নিকারাগুয়ার জনগণের বিজয়ে কিউবা ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের অবদান বিচার করি অথবা বিশ্লেষণ করে দেখি আফগানিস্তানের অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, তখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির নিজস্ব পথের বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

আমাদের যুগ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের যুগ। কিন্তু এই যুগ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম ও তীক্ষ্ণ শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারাও বৈশিষ্ট্যময়। বহুমুখী ও পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত এই কর্তব্যগুলোর আমরা সম্মুখীন: পারমাণবিক বিপর্যয় রোধের জন্যে শান্তি ও দেঁতাতকে রক্ষা করা এবং এই সঙ্গে জাতিগুলোর মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত রাখা। প্রশ্ন উঠতে পারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দেঁতাত বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগতির বিরোধী কি-না। বিরোধী নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলোকে দমন করতে যায় তখনই বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা বোঝায় না, প্রধান প্রধান রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে এলাকাগুলোর ভাগাভাগিও এটা নয়। কোনো বিপ্লবের ব্যর্থতা শান্তির পক্ষে যায় না। সেটা সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়ে, আর, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র তো পাল্টায় নি। সৃষ্টিশীল ও বাস্তববাদী মনোভাব নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দেঁতাতের নীতি অনুসরণ করছে, তার মিলন ঘটছে শান্তির জন্যে জাতিসমূহের সংগ্রামের সঙ্গে এবং এটা মুক্তির জন্যে তাদের সংগ্রামের প্রয়াসকে বাস্তবভাবে সহজ করে তুলছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি লেনিনবাদের মর্মের সঙ্গে মিলে যায়।

পাদটীকা

লেনিনের জন্মের ১১০তম বার্ষিকীতে বিশ্বের পত্রপত্রিকা তাঁর শিক্ষা ও বিপ্লবী কর্মের প্রতি স্পষ্টতই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে, বর্তমানে তাঁর তত্ত্বগত উত্তরাধিকারের অর্থ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বহু ধরনের ন্যায়নম্

হাজির করছে। অবশ্য, বুর্জোয়াশ্রেণী ও বিপ্লবী শক্তিগুলোর মুখপাত্ররা ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও মূল্যায়ন প্রকাশ করছে—যার মধ্যে দিয়ে ঐ দুই শক্তির শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক স্বার্থের সামঞ্জস্যহীনতা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণী ও বামপন্থী আন্দোলনেও আলোচিত হচ্ছে লেনিনবাদ। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে রোডনি এ্যারিসমেণ্ড সেইসব মুখ্য বিষয়কেই সামনে নিয়ে এসেছেন, যেগুলো সাধারণত ঐসব আলোচনায় প্রকাশ পায়।

১ লেনিনের রচনায় কতকগুলো "গোঁড়ামি"র পর্যায় ছিল—এই ধরনের বেশ ব্যাপক প্রচারিত বিষয়ের মধ্যে বিশ্বাস করার মতো কিছু নেই। লেনিনের কয়েকটি রচনায়, বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের রচনায়, প্রায়ই কাউট্স্কির উল্লেখ অথবা প্লেখানভের তত্ত্বগত উত্তরাধিকারের কয়েকটি দিক নিয়ে তাঁর উচ্চ মূল্যায়ন আসলে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামে তাঁদের সমঅবস্থানের ইঙ্গিতবাহী। এটা তাদের তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গির ততটা মিল প্রকাশ করে না। রুশ দেশে ও বিশ্বের বিভিন্নধর্মী চিন্তাধারার জটিল সংগ্রামের ক্ষেত্রে লেনিনের প্রবেশ মার্কসবাদের বিকাশে একটা গুণগত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই পরিবর্তন সব থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল রুশ দেশে বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যে: যে তত্ত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রধান তাত্ত্বিকদের দ্বারা সূত্রায়িত ও প্রত্যক্ষবাদী ভাবধারার প্রভাবে রচিত যান্ত্রিকতাবাদ সুস্পষ্টভাবে বর্জিত হয়। এই পার্থক্যগুলো আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে লেনিনের পরবর্তীকালের তাত্ত্বিক রচনাবলীর মধ্যে। উদারণস্বরূপ, প্লেখানভের মেটিরিয়্যালিস্‌মাস্‌ মিলিটাস্‌ ও লেনিনের মেটিরিয়্যালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম এই দু-টির মধ্যে তুলনা করাই যথেষ্ট। এর আরও পরিচয় পাওয়া যাবে লেনিনের ফিলসফিক্যাল নোটবুকস-এ, তাঁর চিন্তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণে এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরে তীক্ষ্ণ মত-সংঘর্ষে তাঁর অবস্থানের মধ্যে।

আন্তনিও গ্রামচি তাঁর প্রিজন নোটবুকস-এ এই প্রশ্নটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন "প্রয়োগের দর্শন" "দুই ভাবে সংশোধিত" হয়েছে: সংশোধনবাদীদের হাতে এবং "গোঁড়ামির" প্রবক্তাদের হাতে। এটা লক্ষণীয় যে, কাউটস্কি ও অন্যান্যদের মতো, বার্নস্টাইন ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের মতো গ্রামচি "বহু মার্কসবাদের" কথা বলেন নি, মার্কসবাদ সংশোধনের বিভিন্ন রূপের কথা বলেছেন।

২ যেমন বার্নস্টাইনের "দুশ্চিন্তা" ছিল যে, রুশী মার্কসবাদ "পেছিয়ে পড়ছে।" ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে ভিক্টর এ্যাডলারকে লিখতে

গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমার মতে, এই তত্ত্বটি যথেষ্ট বাস্তবধর্মী নয়, এবং যে কোনোভাবেই আমি বলব যে, এটা আন্দোলনের প্রকৃত অগ্রগতি থেকে পেছনে রয়েছে। বড়ো জোর এটা রুশ দেশের পক্ষে প্রয়োজ্য।" (অলভো ঝানারডো, এ্যাকচুয়ালিডাড, ডেল পেনসামিয়েনটো পলিটিকো ডে গ্রামচি, মেক্সিকো, ১৯৭৭, ৬৭ পৃঃ)। কিন্তু 'পেছিয়ে-পড়া' রুশরা মার্কসের তত্ত্ব ভালোই আয়ত্ত করেছিল। এখন বার্নস্টাইনের এই কথাগুলোতে মানুষ হাসবে, কিন্তু আমাদের সকলের কাছেই এগুলো শিক্ষার বিষয়॥

৩ লেনিন লিখেলেন, "প্রতিটি ভাবাদর্শই ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত, কিন্তু এটা চূড়ান্তভাবে সত্য যে, প্রতিটি বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শেই (উদাহরণ-স্বরূপ ধর্মীয় ভাবাদর্শ থেকে পৃথক) বস্তুনিষ্ঠ সত্য ও পরমা প্রকৃতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। (কালেক্‌টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)

৪ কার্ল মার্কস এ্যাণ্ড ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কালেক্‌টেড ওয়ার্কস, ৪র্থ খণ্ড ১২৯-১৩০ পৃঃ।

৫ আন্তনিও লাব্রিওলা, হারল্যাণ্ডো ডে ফিলসফিয়া ওয়াই সোসিয়ালিসমো। লা কনসেপসিঅন মেটিরিয়ালিস্টা ডে লা হিস্টরিয়া, হাভানা, ১৯৭০, ২৪৪ পৃঃ।

৬ খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ন তাঁর আত্মজীবনীতে এই স্মৃতি উল্লেখ করেছেন যে, নাৎসীরা নিপীড়ন শুরু করলে তিনি মার্কসের ক্যাপিটাল সমেত অন্যান্য যে সমস্ত বই তাঁকে বিপদে ফেলতে পারে, সেগুলো সরিয়ে ফেলার মনস্থ করেন। তিনি লিখেছেন, "আমি তাঁকে পড়ার চেষ্টা করি কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারি নি। কারণ আমার মনে হলো তিনি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। এখন আমি মনে করি আমার সহজাত প্রেরণায় আমি যে ঐ মতামতগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলাম তার কারণ হলো ওগুলো বিজ্ঞানসম্মত বলে, বৈজ্ঞানিক সত্য বলে দাবি করছিল। আমার কাছে, একজন পদার্থ বিজ্ঞানীর কাছে এবং একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানের দার্শনিকের কাছে এটা অবাস্তব মনে হয়েছিল।" (রিনাশ্চিতা, ৩২ সংখ্যা, ১৯৭৯, ১৭ পৃঃ)।

৭ ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদ কার্ল পপারের নাম নিয়ে শোরগোল তোলা হয়েছে। তাঁর প্রধান গ্রন্থ হলো দি লজিক অফ সায়েন্টিফিক ডিসকভারি (এর পরের বইগুলো হলো দি পভার্টি অফ হিস্টরিসিজম ও দি ওপেন সোশ্যাইটি এ্যাণ্ড ইটস এনিমিস)। বইটি এখন ক্লাস

এবং অল্পবিস্তর ইটালী ও অন্যান্য দেশে দেখতে পাওয়া যায়। পপার একজন প্রধান নব্যপ্রত্যক্ষবাদী, বিশেষ করে তাঁর প্রচারিত "সমর্থন যোগ্যতার তত্ত্ব" অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক সূত্র "যথাযথ" নয় বা "খণ্ডনযোগ্য"। এটা মনে করা হয় যে, তাঁর ভাবধারা পশ্চিম জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সরকারি দর্শনে অন্তর্নিহিত রয়েছে। ফরাসি মার্কসবাদীরা—দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা—পপার সম্বন্ধে অনেক আকর্ষণীয় সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের ভাবগত জীবনে নব্যপ্রত্যক্ষবাদই একমাত্র বিষয় নয়। এখানে উচ্চকণ্ঠ "নব্য দার্শনিকরা" রয়েছে। বার্নার্ড মিচাউ-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি শুনে পাঠকরা সম্ভবত উৎসাহ বোধ করবেন, "আমার কাছে বিস্ময়কর হলো সম্প্রতিকালে ঘটে যাওয়া দুটি গোষ্ঠীর মিলন। প্রথমটির (বহুদিন ধরে এটি প্রাধান্য বিস্তার করত) মতে দর্শন এখন অকার্যকর, ফলে এ যন্ত্রণার প্রকাশ। প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলোর সবুজ পত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে জ্ঞানতত্ত্বের হঠাৎ অগ্রগতির ফলে এর পদ্ধতিগুলো অচল হয়ে গিয়েছে, নিজস্ব ভাষা বঞ্চিত হয়ে দর্শন মুমূর্ষু, তার প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তবুও আমরা এখন "নব্য দার্শনিকদের" দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবাদীদের রচনা চুরি করে দ্বিতীয় শ্রেণীর তত্ত্ব সৃষ্টি করছে।" (ফ্রান্স ন্যুভেল, ১৭৫৯, ১৯৭৯ সংখ্যা, ১৫ পৃ;)।

৮ ১৯৭১-এ প্রকাশিত কমিউনিজম অ্যাণ্ড ফিলসফি গ্রন্থে সোভিয়েত পণ্ডিত পি এন ফেদোসিয়েভ লিখেছেন, "উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে দর্শনের প্রত্যয়গুলোকে (ক্যাটিগরি) যে-ভাবে বিশ্লেষণ করা হত এবং তাদের সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করা হত, এখন সেটা অসম্ভব। এখানে বিজ্ঞানীদের—দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বিমুখী দায়িত্ব রয়েছে। আধুনিক জ্ঞানের গতিশীলতাকে দার্শনিকদের বিচার করতে হবে নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলোর ভিত্তিতে। আর প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কোনো একটি পৃথক বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলো ও দর্শনের মূল প্রত্যয়গুলোর মধ্যে সীমারেখা টানা উচিত হবে না; এদের মধ্যেকার সম্পর্কটিকেই তাঁদের দেখতে হবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল প্রত্যয়গুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা যদি (তাদের) বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজন মেনে নিই, তাহলে সেটা হবে বিপজ্জনক। এটা করলে দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান—উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

"বিজ্ঞান নিজেই দর্শন" প্রত্যক্ষবাদের এই পুরানো উক্তি পণ্ডিতদের এক পাঁচমিশেলী গোষ্ঠীকে উৎসাহ যুগিয়েছে। এঁরাই নব্যপ্রত্যক্ষবাদী। স্বীকৃত বিজ্ঞানীদের মধ্যে এর তাৎপর্য ও প্রভাবের জন্যেই এর সারাত্মক বিচার হওয়া দরকার। নব্যপ্রত্যক্ষবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হওয়ার কারণ

হলো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতি এর আবেদন। এই মতবাদের একটি দাবি হলো বিমূর্ত অনুমান ও সিদ্ধান্তের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসলে এটা ভাববাদী দর্শন, প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞাবাদী ও সবসময়েই অপেক্ষবাদী। তাছাড়া, এটা উল্লেখ করাও সঙ্গত হবে যে, শ্রমিক-শ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতরে ও বাইরে মার্কসের দর্শন "অতিক্রম করে" যাওয়ার প্রয়াস হয়েছে, তার সঙ্গেই ঘটেছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিপ্লবী পালাবদল। নব্য-কান্টবাদ (লেনিন এটাকে জার্মান সংশোধনবাদের দার্শনিক উৎস বলেছিলেন) কান্ট থেকে দক্ষিণে সরে এসে নির্মাণবাদ সমেত বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাদকে "অতিক্রম" করে যেতে চায়। জ্ঞানের "সংশ্লেষিত" রূপ নির্মাণকল্পে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিচার-মূলক অনুশীলনের মাধ্যমে তারা প্রয়াস চালায়। বিশেষ করে, মারবুর্গ গোষ্ঠীর নিজস্ব যৌক্তিক ব্যাখ্যানের কাঠামোর মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবণতা আছে। ভাষান্তরে, এঁদের প্রবণতা হলো প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ও গাণিতিক পদার্থবিদ্যার প্রতি। অন্যদিকে, বাডেন গোষ্ঠীর দাবি হলো তাঁরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের যুক্তিশাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে এই উভয় গোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্ব দেখতে পাওয়া যাবে তাদের এই বক্তব্যের মধ্যে যে, "জগতের জ্ঞানে নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানগুলোর বিশেষ অধিকার রয়েছে।" এঁরা সবাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপেক্ষবাদী দর্শনে একমত।

লেনিন তাঁর অপূর্ব গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধরনের নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ ধারাগুলোর উদ্ভবকে সমালোচনা করেছিলেন। এগুলোর উদ্ভবের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের নবরূপ ও নবজাগরণ। বগদানভ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা ভড়িঘড়ি করে "অতিক্রম করতে" চেয়েছিল মার্কসের দর্শনকে, তাঁদের নিজস্ব কায়দায় তাঁরা ভিড়েছিল নানা ধরনের নব্য-প্রত্যক্ষবাদী ধারার সঙ্গে। তাই মেটিরিয়্যালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম বইটিতে নব্যপ্রত্যক্ষবাদের আরও গভীর সমালোচনার উপযোগী পদ্ধতিবিদ্যাগত দিক্‌নির্দেশ পাওয়া যায়। নব্য-প্রত্যক্ষবাদ দীর্ঘদিন ধরেই মার্কসবাদবিরোধী প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় হয়ে থাকবে। আমরা বিজ্ঞানে একটা বিপ্লব প্রত্যক্ষ করছি এবং তার ফলে যে কোনো বিজ্ঞানেরই একটা দর্শন রয়েছে এই ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। এবং বাকি সবই অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিকস—শুধু এই কারণেই নব্য-প্রত্যক্ষবাদ টিকে থাকবে না। তাঁর দীর্ঘ অস্তিত্বের আরও কারণ হলো আমাদের আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যক্ষবাদ ও অনুরূপ অন্যান্য ধারার ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঘটছে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে। বগদানভ ও অভিজ্ঞতা-

বাদী*দের সঙ্গে মিলে বার্নস্টাইন (মার্কসবাদের) এই ধরনের নির্লজ্জ সংশোধন কার্য চালিয়েছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা ঘটেছিল প্রাচীনপন্থী গোষ্ঠীর চিন্তার দারিদ্র্য ও বিজ্ঞান সর্বস্বতার অধঃপাতের ফলে। আমাদের সময়ে এই ব্যাপারটি ঘটছে ভিন্নরূপে (একটা পাদটীকায় এটা বিশ্লেষণ করা যাবে না)। মার্কসবাদ নাকি একটা বদ্ধ চিন্তাধারা—এই যুক্তিতে তার দর্শন হিসেবে গণ্য হওয়ার অধিকার অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। মার্কসবাদের সাধারণ সূত্রগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে অথবা এগুলো এমন একটা পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে যার ফলে তত্ত্বের ভূমিকাকে আরোপ করা হচ্ছে প্রয়োগের উপর। তার ফলে এটাই দাঁড়ায় যে, মার্কসবাদের মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নেই।

১০ এমন কি "তত্ত্বগত মার্কসবাদ" স্থাপনের, এটাকে প্রতিষ্ঠানিক করে তুলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে ফেলারও অভিপ্রায় রয়েছে।

---

*অভিজ্ঞতাবাদী—এঁদের মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের মাপকাঠি। এঁরা জগতের চেতনা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকার করে এটাই প্রতিপন্ন করতে চান যে, জগৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সমষ্টি। লেনিন তাঁর মেটিরিয়্যালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম গ্রন্থে এই দার্শনিক মতকে খণ্ডন করেন।

লাতিন আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তার মিত্রেরা

ডব্লিউ এম আর'এর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আমরা জানিয়েছি, গত মার্চ মাসে হাভানাতে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ডব্লিউ এম আর'এর যুগ্ম উদ্যোগে "লাতিন আমেরিকা ও ক্যারেবিয়ার দেশগুলোতে শ্রেণীগত কাঠামো"কে বিষয়বস্তু করে একটি আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে লাতিন আমেরিকার ৩৩টি কমিউনিস্ট, শ্রমিক, সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বিপ্লবী পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য এবং ডব্লিউ এম আরের প্রধান সম্পাদক কনস্তান্তিন যারোদোভ এবং কিউবার প্রতিনিধিদলের নেতা ও কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তঃ-পার্টির মতাদর্শগত কাজকর্মের বিভাগীয় প্রধান আনতোনিও ডায়াজ রুইজ যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সেই দুটিকে এখানে পেশ করা হচ্ছে। আমাদের আগামী কোন এক সংখ্যায় সম্মেলনের আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হবে।

লেনিনবাদ ও বিপ্লবের রাজনৈতিক বাহিনী তৈরীর প্রশ্ন
—কনস্তানতিন যারোদোভের নিবন্ধ

লাতিন আমেরিকাতে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম নতুন করে উঁচু পর্যায় উঠেছে। কাজেই এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের ভূমিকার প্রশ্ন প্রাধান্যের দাবীদার। যারা এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তারা ওর যাবতীয় প্রধান প্রধান করণীয়, বাস্তব বাধাবিঘ্ন এবং এইসব বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করার সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে স্বভাবতই ভালভাবে ওয়াকিবহাল। এই কারণেই বর্তমান নিবন্ধের রচয়িতা আলোচ্য বিষয়-বস্তুর কতকগুলি সাধারণ তত্ত্বগত নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলিকে

খাটানোর ব্যাপারে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কয়েকটা দিককে এবং বিশেষ করে রুশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে পেশ করছেন শুধুমাত্র।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা-সম্পর্কিত ধারণার মূলনীতি-গুলিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। এই সূত্রগুলোকে ভিত্তি করে এগুলোকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে প্রসারিত করে লেনিন বিপ্লবের আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। এই ধারণাটি হলো এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব শুধু সমাজতন্ত্রের সংগ্রামেই নয়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিতেও প্রযোজ্য।

বিশ শতক জুড়ে যে একের পর এক সফল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব এদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হবার অনিবার্যতাকে সুনিশ্চিত করেছে, সেগুলির অভিজ্ঞতা উপরোক্ত ধারণার প্রাণবত্তা ও শুদ্ধতার প্রমাণ। ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন, "নতুন বিপ্লবের নেতৃত্বের ভূমিকা বর্তেছে শ্রমিকশ্রেণীর ওপরেই। এই শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে বিপ্লবী মতাদর্শের বাহক। চাষীদের এবং আমাদের মধ্যস্তরের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগী করে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের চরিত্রকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে"

অপরপক্ষে যেসব গণতান্ত্রিক বিপ্লব-প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছতে পারে নি, সেগুলিতে দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন কারণে শ্রমিকশ্রেণী তার নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে নি বলেই গণতান্ত্রিক, জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের আশু করণীয়গুলো একেবারেই বাস্তবায়িত হতে পারে নি অথবা আংশিকভাবে মাত্র কিছুটা এগুতে পেরেছে।

আমাদের সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী সাধারণের সমর্থন আদায় করতে চায়। এরা সকলেই সমাজের নবীকরণের দাবীদার এবং এদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী সাধারণকে নিঃসন্দেহ করতে সচেষ্ট। একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রগুলোও এই চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতির প্রধান প্রধান কারণগুলোকে সামনে রেখে বর্তমান নিবন্ধের রচয়িতার একটা সিদ্ধান্ত হলো, শ্রমিকশ্রেণী জাতির অগ্রণী হিসেবে নিজেকে

আজ যেমন করে বুঝে নিতে পারে এমন অবস্থা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি।

শ্রমিকশ্রেণীকে মধ্যখানে রেখে অধিকাংশ শ্রমজীবী আজ যে একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রবিরোধী মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলছে, এটা একটা বাস্তব ঘটনা। এটা নিছক স্লোগান নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বাত্মক শোষণের ব্যবস্থার দরুন শুধু মেহনতী কৃষকেরাই নয়, জনমণ্ডলীর অন্যান্য নানা ধরনের শ্রমজীবীরাও, তথা ছোট খাট সম্পত্তির মালিক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবীরা এবং ছাত্রসমাজ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে উদগ্রীব।

আমাদের নিবন্ধকার এরপরে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে দুটি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ পেশ করেছেন।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীটি হলো, একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রবিরোধী জনগণের অধিকাংশ একটা সামাজিক সমন্বয় বা কোয়ালিশনে বেশি বেশি করে একত্রিত হচ্ছে। এই কোয়ালিশনের জরুরী স্বার্থগুলো এবং সামাজিক আদর্শগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও আদর্শের সঙ্গে একাত্ম। এই কথাটার ওপর ভর করে সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে যে, উপরোক্ত অধিকাংশ জনগণ সোজাসুজি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে।

অপর দৃষ্টিভঙ্গীটি হলো এই যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রের এবং সমাজের অধিকাংশের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে সেটা মৌল বিরোধ নয়। এর বক্তব্য হলো, সমাজের প্রধান বিভাজন-রেখাটা শুধুমাত্র সামাজিক পিরামিডের একেবারে তলাকার স্তরটাকেই সবচেয়ে বেশি বৈষম্যপীড়িত ও শোষিত সামাজিক গ্রুপগুলির সমষ্টি হিসেবে অন্য স্তরগুলো থেকে পৃথক করে দিচ্ছে। পরিস্থিতি সম্বন্ধে এই বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে যে, পুঁজিবাদীদের ক্ষমতাকে উৎখাত করার একমাত্র পথ হলো, সবচেয়ে বঞ্চিত এই স্তরটি অল্পাংশ হলেও এর মধ্যেই বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করা। একই বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়ে কাজ চলবে না, কারণ সে বিপ্লবী প্রবণতাগুলোকে হারাতে বসেছে।

এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমাদের নিবন্ধকার অভিমত পেশ করেছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত যুক্তিকে খাড়া করা হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কয়েকটা মাত্র বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে। লেনিনবাদের পদ্ধতি এ রকমের নয়। লেনিনবাদ সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে সমষ্টি-

গতভাবে নিয়ে যুক্তি দাঁড় করায়। এইজন্যেই লেনিনবাদের সিদ্ধান্ত উপরোক্ত দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর সিদ্ধান্তগুলোর মতো একদেশদর্শী হতে পারে না। লেনিনের তত্ত্ব হলো এই যে, বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বাহিনী গণতান্ত্রিক ও সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর জন্যে অভিলাষী সমস্ত সামাজিক বিভাগের প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত হয়। এর বিশেষ রূপ নির্দেশিত হয় সংশ্লিষ্ট বিপ্লবের প্রকৃতি থেকে, সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বের করণীয় থেকে, সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক বিকাশ এবং অন্যান্য বাস্তব অবস্থা থেকে। কিন্তু অবস্থা যেমনই হোক না কেন, শ্রম ও পুঁজির বিরোধ পুঁজিবাদী সমাজের প্রধান বিরোধ হিসেবে আগের মতোই অব্যাহত থাকছে। সামাজিক বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদানের ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর কোন বিকল্প নেই। এই নেতৃত্বের ভূমিকা বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত। যেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যালঘু, সেখানেও এই একই সত্য প্রযোজ্য। লেনিন বলেছিলেন, "যে কোন পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি সমগ্র জনসংখ্যার শতাংশের হিসেবের চেয়ে বড় ব্যাপার।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস্, ৩০ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪)। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি বিপ্লবী তত্ত্বের অন্যতম মুখ্য সিদ্ধান্তকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক ভূমিকার মূলে থাকে সমাজে তার সক্রিয় অবস্থান, তার গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলি, এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর সাধনের বুদ্ধিগত ও নৈতিক চালকশক্তির ও বস্তুগত পরিবর্তন-সাধকের ভূমিকা। (ভি. আই. লেনিনের কালেক্টেড ওয়ার্কস্, ২১ খণ্ড, পৃঃ ৭১)। এই ব্যাপারটাই শ্রমিক-শ্রেণীকে বিপ্লবী সংগ্রামের মর্মকেন্দ্রে স্থাপন করে তাকে বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন ধারার আকাঙ্খাগুলির ধারকবাহক ও সংযোজকে পরিণত করে

যে সব কারণে বর্তমানকালের বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিবন্ধকার সেগুলিকে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছেন।

জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় একটা ঘটনা থেকে বেরিয়ে আসে। সেটা হলো এই যে, এই আন্দোলনগুলির আয়তন, শক্তি এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে। কামউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী হলো এই যে, বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব "সৃষ্টি করা" তার করণীয় নয়

এই সৃষ্টির ব্যাপারটা বাস্তবতা থেকেই উদ্ভূত হয়। করণীয় হচ্ছে, এই নেতৃত্বকে রাজনৈতিকভাবে সুসিদ্ধ করা। শ্রমিকশ্রেণীর কাজকর্ম, এটা করা নাহলে স্বতঃস্ফূর্ততায় গড়িয়ে চলতে পারে। অবশ্য, এই শ্রমিকশ্রেণীই যখন সচেতন, সংগঠিত ও লক্ষ্যমুখী হয়ে ওঠে, তখন রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারার ওপর তার প্রভাব জোরদার হয়।

এইসব কথা বিচার বিবেচনা করেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি তাদের কার্যক্রম ও রাজনৈতিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তটাকেই সামনে নিয়ে আসে যে, সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের পথের উন্মোচক নতুন মোড় শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে।

সম্প্রতি একটা ধারণাকে ফলাও করা হচ্ছে যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বর্তমান ধরনধারণগুলোতে শ্রমিকশ্রেণী শুধু যে গণতান্ত্রিক জনপ্রিয় আন্দোলনগুলির নেতা হয়ে উঠতে পারে তাই নয়, সে পুঁজিবাদী সমাজটারই নেতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ধারণাটাকে দেখানো হয় একটা প্রক্রিয়া হিসেবে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং গণ-প্রচারমাধ্যমগুলো ক্রমে ক্রমে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। এই একই প্রক্রিয়া নাকি শিক্ষাব্যবস্থা, সেনাবাহিনী এবং এমনকি গীর্জার ওপরেও বর্তাবে। উপরন্তু এর ফলশ্রুতি দাঁড়াবে এই যে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে গণভোটে এবং এটাও হবে একটা আনুষ্ঠানিকতা, কারণ, ধরেই নেয়া হচ্ছে, সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থাকার ফলে গণভোটের রায়টা সমাজতন্ত্রের পক্ষেই যাবে।

আমরা মনে করি, এই ধরনের প্রাধান্যের ধারণার মূলে রয়েছে ভ্রান্ত চিন্তার ভিত্। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে উৎপাদন এবং শ্রেণীসম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের যে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে, সেটিকে এখানে বিবেচনা করা হচ্ছে না। উপরোক্ত ধারণার প্রস্তাবকেরা "প্রাধান্য" এবং "নেতৃত্বের" ব্যাপারে মাঝখানকার ভেদরেখাটির খেই হারিয়ে ফেলেছেন। এখানে একথাটা পরিষ্কার বোঝা উচিত যে, যে কোন শ্রেণীর প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায় সামগ্রিক সমাজে যে-কোন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা, নেতৃস্থানীয়তা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র-ভিত্তিক অবস্থান থেকে। শ্রমিকশ্রেণীও এই অবস্থানে পৌঁছতে এবং প্রাধান্য সম্পন্ন শ্রেণী হতে চায়। কিন্তু এই অবস্থান

তখনই সম্ভব হতে পারে যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন জয়লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তার ফলে, সমাজ এবং ক্ষমতার শ্রেণীচরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। এই ব্যাপারটাকে ঘটাতে পারে বিপ্লব। সুতরাং বিপ্লবই হচ্ছে সেই সীমারেখা, যেখানে পৌঁছে আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অপর দিকে, যে সমাজে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি, সেখানে একসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের কথা বলা হচ্ছে বিপ্লবী বিজ্ঞানের বদলে অলীক ও কল্পনা-বিলাসিতা মাত্র।

বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলার মধ্যে তাহলে গোলমালটা কোথায়? উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোতে প্রত্যেকটি কোষে ও তন্ত্রীতে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে সুরক্ষিত করার জন্যে অহোরাত্র ধরে যে প্রয়াস চালাবার তাগিদ দিয়েছে, গোলমালটা কি সেখানে? না, তা নয়। গোলমেলে ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে হলো আগে থেকেই একটা পরিস্থিতিকে সাব্যস্ত করে নেয়া, যাতে শ্রেণীগত প্রাধান্যের ভূমিকা সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ছাড়াই নিছক উদ্ভব ঘটার মধ্য দিয়েই বুর্জোয়ার পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর বর্তে যাবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্য কোন্ মুহূর্তে ঘটবে তার জন্যে অপেক্ষা করার ব্যাপারটা নতুন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, এই ধারণাটি ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারীর অব্যবহিত পরের রুশিয়াতে সংস্কারবাদী ও আপোষপন্থী দলগুলোর সমগ্র রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে বসেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রণী অংশ এবং গণসমাবেশগুলির মধ্যস্তরগুলির রাজনৈতিক মৈত্রী, সম্ভাব্যতা এবং সীমাবদ্ধতার ওপর আমাদের নিবন্ধকার এখানে বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছেন। এই মৈত্রী সেইসব পার্টির সঙ্গে করণীয় যারা তাদের অনুগামী শ্রমিকদের অংশের এবং একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং সমাজের 'মধ্যবর্তী' অংশের স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করে।

সাধারণ গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খা এবং গণতন্ত্রের বিকাশকে রক্ষা করা হচ্ছে রাজনৈতিক মৈত্রীগুলির প্রধান ঐক্যবিধায়ক উপাদান। এরা হচ্ছে

উপরোক্ত যে কোন জোট বা কোয়ালিশন কিংবা ব্লকের অংশীদারদের স্বার্থ এবং অবস্থানকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয় উপাদান।

এই প্রসঙ্গে নিবন্ধকার যারোদোভ উপরোক্ত সমস্যাগুলিতে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, লেনিনের ধ্যানধারণাগুলি বিপ্লবী শক্তিসমূহের বর্তমান রণনীতির প্রসারণে নির্ভরযোগ্য প্রাসঙ্গিক সূত্র জোগাতে সক্ষম।

বহু ঘটনা উপলক্ষ্যে লেনিনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। এইসব বাদানুবাদে লেনিন দেখিয়েছেন যে, দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজনৈতিক জোটে কিংবা কোয়ালিশনে অংশগ্রহণ করতে পার্টি যদি অস্বীকৃতি জানায় এবং শুধুমাত্র নিজের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত দাবী নিয়ে সংগ্রাম করে, তাহলে সেটা হবে বিপ্লবী কার্যকলাপকে পরিহার করার শামিল। সেটা হয়ে দাঁড়াবে ঘটনার পিছনে পিছনে ছোটা এবং রাজনৈতিক সাফল্যের সম্ভাবনাগুলিকে বিসর্জন দেয়া। যে সব রকমারী সংকীর্ণতাপন্থীরা জেদ করে বলতো যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কোন প্রয়োজনই নেই সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বিশেষ করে সক্রিয় হবার, লেনিন তাদের নির্মমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। সংকীর্ণতাপন্থীরা বড় গলায় বলতো যে, সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের করণীয়গুলিকে বুর্জোয়া এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের আন্দোলনগুলো নিজেরাই চালিয়ে নিতে পারে। শ্রমিক-শ্রেণীকে তার স্বতন্ত্র কাজের ধারা বজায় রাখতে হবে বলে ধুয়ো তুলে সংকীর্ণপন্থীরা যে মনোভাব নিয়ে চলছিল, তাতে শ্রমিকশ্রেণীকে বাস্তবিক-পক্ষে একটি সংকীর্ণ 'গিল্ড' বা কারিগর সংঘে পরিণত করা হচ্ছিল এবং তাকে রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল।

তবে সংকীর্ণতাপন্থীদের সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন একথাও বলেছিলেন যে, "বিপ্লবের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বলবো, আমাদের আদর্শ এমনও হবে না যে, সমস্ত পার্টি, সমস্ত চিন্তাধারা এবং মতামত একটা বিপ্লবী বিশৃঙ্খলায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাক।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস্ ৮ খণ্ড, পৃঃ ১৬৫)।

পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাগজে প্রায়শই একটা কথা বেরোয় যে, কমিউ-

নিস্টরা যে অন্যান্য পার্টির সঙ্গে মৈত্রী করে, তার প্রধান লক্ষ্য হয় এইসব পার্টির ওপর মোড়লি করা। কমিউনিস্টদের নামে অভিযোগ এই যে, তারা অন্যান্য পার্টির সঙ্গে সমমর্যাদার ব্যাপারটাকে একটা "আদিম" তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু এর উত্তরে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন করা যায়। সংস্কারবাদী দলগুলো সহ অন্যান্য পার্টিও কি রাজনৈতিক জোট বা কোয়ালিশনে নেতৃত্ব করার আকাঙ্খা পোষণ করে না? তাহলে কেন তাদেরও বিরুদ্ধে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এবং আন্তঃপার্টির সমমর্যাদাকে অবদমিত করার অভিযোগ আনা হয় না? লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকা তারই ওপর বর্তায়, যে "সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে সংগ্রাম করে, যে শত্রুর ওপর আঘাত হানার কোন সুযোগ ছাড়ে না, যে কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি রক্ষা করে।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস্, খণ্ড ৫, পৃঃ ৭৯)

সুতরাং, লেনিনের মত হলো এই যে, ফরমান জারী করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই নেতৃত্বের ভূমিকা ও অধিকার আদায় করে নিতে হবে সংগ্রামে শামিল হয়ে। এই ভূমিকা ও অধিকার পাওয়ার জন্যে প্রথমত চাই সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের এবং শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে যথাযোগ্য উদ্যোগ নিতে পারার ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত চাই শ্রমিকশ্রেণীর তথা শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছবার জন্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশি সংকল্প নিয়ে সংগ্রামী হতে পারার ক্ষমতা। তৃতীয়ত চাই নীতি-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী কর্মধারার ক্ষেত্রে যে কারুর যে কোন বিচ্যুতিকে ধরিয়ে দেয়ার এবং এই সঙ্গে শ্রমজীবীদের স্বার্থে প্রয়োজন পড়লে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে পারার ক্ষমতা। বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে কমিউনিস্টদের সংগ্রামে লেনিনের এই চিন্তাধারার তাৎপর্য চূড়ান্ত।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান কাজকর্ম থেকেও এই কথাটা বেরিয়ে আসে যে, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের মধ্যে তার প্রভাব বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে বামপন্থী সমন্বয় বা কোয়ালিশনের পথ করার প্রাথমিক শর্তস্বরূপ। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। একথাটা সুবিদিত যে, দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলগুলো যেসব দেশে নিজেদের কমিউ-নিস্ট পার্টিগুলোর থেকে বেশি শক্তিশালী মনে করে, সেখানে তারা মৈত্রী

করতে আগ্রহী হয়না। আরেকটা ব্যাপারও সমভাবেই স্পষ্ট। বামপন্থী মৈত্রীর ঐক্য-সূত্রগুলো বাস্তব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত বিভিন্ন পার্টির সাধারণ কর্মীদের একেবারে নীচতলার সহযোগিতা এবং যুক্ত সংগ্রামের সঙ্গে যত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে, সেগুলো তত বেশি শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ, শুধুমাত্র সেই মৈত্রীই সত্যিকার অর্থে নির্ভরযোগ্য হয়, যার মধ্যে শ্রমজীবীদের তথা জনগণের সংগ্রাম জড়িত থাকে।

লেনিন বলেছেন যে, কমিউনিস্টদের স্বাধীন কর্মধারা এবং নীতিভিত্তিক মৈত্রী-গঠনের সমন্বয়ই হচ্ছে সেই চাবিকাঠি যা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তার নেতৃস্থানীয় শ্রেণীগত ভূমিকা কার্যকরীভাবে পালন করতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হয়। মার্কস জোর দিয়ে বলেছিলেন, "শ্রেণী-সংগ্রাম অবধারিত প্রয়োজনে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে উপনীত হয়।"*

বিশ্ব অবশ্য পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই সূত্রেই বিপ্লবী আন্দোলনে একটা প্রশ্ন সচরাচর তোলা হয়,—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কি আর প্রয়োজন রয়েছে? আমাদের নিবন্ধকার এই প্রশ্নটিকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থিত করেছেন!

বিশ্ব যথার্থতাবেই বদলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনটা কি এতখানি হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের চিন্তাভাবনাকেই পরিত্যাগ করতে হবে? আমাদের সমসাময়িক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, তার কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন কতকগুলো উপাদান রয়েছে, যেগুলো পুঁজিবাদীদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে এই আভ্যন্তরীণ চাপের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। বিশ্ব-সমাজতন্ত্র গঠিত ও সংহত হবার দরুন সংশ্লিষ্ট দেশের বাইরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত যে ক্রিয়া করেছে, তার সঙ্গেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোকে উপেক্ষা করাটা হবে অসমীচীন। অবশ্য, বিভিন্ন দেশে এই পরিবর্তনগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি এবং অর্থময়তা ঘটতে

---

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স্, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২, পৃঃ ৫২৮।

পারে। তবু, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সারসত্তার কোন পরিবর্তন হয়নি, কারণ এর মূল ঘটনাটা এখনও যথাপূর্বম্। সেটা হলো স্পষ্টতই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপের অবস্থাগুলোকে সুরক্ষিত রাখা, বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখা।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আধিপত্যের শ্রেণীচরিত্র বশে এবং এই সঙ্গে আধিপত্যের অবস্থানগুলো থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কার দরুন বুর্জোয়ারা অবধারিতভাবে যেকোনো পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন সর্বোপরি নির্ধারিত হয় পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের এই প্রতিরোধ দ্বারা। এই অবস্থাতেই সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচালনার ব্যবস্থার শ্রেণীরূপকে বদলে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। অপসারিত শোষকদের এবং তাদের সমর্থনকারী সংশ্লিষ্ট দেশের বাইরের শক্তিগুলোর আয়োজিত ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও প্রতিবিপ্লবী হিংসাত্মক কাজকর্মকে দমন করার প্রয়োজন দেখা দেয় উপরোক্ত অবস্থার দরুনই।

এঙ্গেলস তাঁর "কমিউনিজমের নীতিসমূহ" গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উৎখাত করাটা কাম্য এবং এটা যদি হয় তাহলে কমিউনিস্টরা এতে বাগড়া দেবার ব্যাপারে শেষের সারিতে থাকবে। কিন্তু কমিউনিস্টরা একথাও "খুব ভাল করেই জানে যে, বিপ্লব ইচ্ছেমতো হুকুমজারী করে ঘটানো যায়না। বরং সর্বত্র এবং সর্বকালে বিপ্লব ঘটে আসছে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট পার্টি এবং সমগ্র শ্রেণীগুলোর ইচ্ছা ও নেতৃত্বের এক্তিয়ার-বহির্ভূত পরিস্থিতির সারসত্তার ফলশ্রুতি হিসেবে।"*

পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এমন অবস্থার উদ্ভবের সম্ভাবনাও রয়েছে যাতে শ্রমিকশ্রেণী শ্রমজীবী জনগণের হাতে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়াই বুর্জোয়াকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারে। এই অবস্থাতে বুর্জোয়ারা প্রতি-বিপ্লবী শক্তির এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নেবেনা। এই সম্ভাব্য

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, তিন খণ্ডে। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৯।

অবস্থাকে কমিউনিস্টরা উড়িয়ে দিতে চায়না। এটা হলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে উপনীত হবার বিভিন্ন পথের মধ্যে উত্তম এবং কাম্য পথই হবে। লেনিনও একথা বলেছিলেন। কিন্তু আপাতত এটা একটা আনুমানিক ব্যাপারমাত্র। এর কার্যকারিতার কোন দৃষ্টান্ত নেই আমাদের সামনে।

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা যদি হঠাৎ করে দাবী করতে থাকেন যে, শ্রমিকশ্রেণী তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার এবং একনায়কত্ব স্থাপনের সংগ্রামে বিপ্লবের ইতিহাস থেকে শুধু যা ঘটেছে তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসরণ করে কাজ করে চলবে, তাহলে সেটা হবে মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল সারসত্তাকে অস্বীকার করা। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এধরনের দাবী না করে বরং সবসময়েই নিশ্চিত ধারণা পোষণ করে আসছে যে, প্রত্যেকটি জাতি বিপ্লবে প্রবৃত্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিশেষ একটা ধরন তৈরী করবে নিজস্ব অবদান যোগ করেই। (দ্রষ্টব্য ভি. আই লেনিনের কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২৩ খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০)

আরও কথা আছে। বহু সংখ্যক কমিউনিস্ট পার্টি আজকাল তাদের কার্যক্রমে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতার কথাটাকে জনগণের সহজবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করছে। যেহেতু ক্ষমতার সারবস্তুকে নিয়েই কাজ, সেই জন্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মনে করে যে, এই ক্ষমতার ব্যাপারটা হবে কার্যত অবধারিতভাবে সৃষ্টিশীল ও নিগ্রহমূলক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়। নতুন সমাজব্যবস্থাকে এই সমন্বিত ব্যবস্থাপনার আশ্রয় নিতে হবে বিপ্লবের সাফল্যকে ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীগুলোর হামলা থেকে রক্ষা করার জন্যে। এই সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টিশীল কাজগুলোকেই দিতে হবে অগ্রাধিকার। লেনিন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব শুধু শোষকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগই নয়, এমনকি প্রধানত শক্তিপ্রয়োগ নয়।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৯, পৃঃ ৪১৯)

একটা প্রশ্ন বারবার করা হয়। কোন কোন দেশে যখন শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণী ও স্তর যথেষ্ট সংখ্যাগুরু এবং যখন তাদের স্বার্থও উপেক্ষিত হয়, তখন একটা শ্রেণীর নেতৃত্বের দাবী সত্যিকার অর্থে ওঠে কি করে? কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এরকম নয়। শ্রমিকশ্রেণী তার ক্ষমতা অন্যান্য

শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের বাদ দিয়ে প্রয়োগ করে না। শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের সঙ্গে নিয়ে। সোজা কথাটা হলো, শ্রমিকশ্রেণী বেশি দায়িত্ব কাঁধে নেয় এবং অন্যান্যের তুলনাতে এই সঙ্গে বেশি ভার কাঁধে তুলে নেয়। এই ব্যাপারটার উদ্ভব ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সামাজিক সারবস্তু ও রাজনৈতিক কর্মধারা থেকে। এই কর্মধারা প্রধানত বিপ্লবের সাফল্যকে সংহত করার সঙ্গে সম্পর্কিত। লেনিন লিখেছেন যে, যদি বোলশেভিকরা শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশকে পক্ষে টানতে না পারতো এবং অন্যান্য পার্টির প্রভাবকে নিজেদের প্রভাবে নিয়ে আসতে না পারতো, তাহলে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য ক্ষণস্থায়ী এবং নড়বড়ে হতো। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, "এ ব্যাপারটাই হচ্ছে মুখ্য।" কালেক্টেড ওয়ার্কস ৩০ খণ্ড, পৃঃ ২৬২।

রুশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত করতে এবং তার বিজয়কে সংহত করতে গিয়ে বোলশেভিকরা দুটি শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামী মৈত্রী গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেছিল। এই দুটি শ্রেণী হলো শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতী কৃষক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা জনসাধারণের অন্যান্য স্তর ও গ্রুপকে উপেক্ষা করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অক্টোবর বিপ্লবের রাজনৈতিক বাহিনীর একটা মোটা অংশ ছিল সাধারণ সৈনিকেরা। অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগেই লেনিন বলেছিলেন যে, "বিপ্লব যদি গণরূপ না নেয় এবং সেনাবাহিনীকে প্রভাবিত করতে না পারে, তাহলে গুরুতর রকমের কোন সংগ্রামের প্রশ্নই উঠবে না।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস খণ্ড ১১, পৃঃ ১৭৪)। সেনাবাহিনী সমাজেরই একটা বিশেষ ছাঁচ। এই জন্যে এর মধ্যে সমাজের স্ববিরোধিতাগুলো বিশেষ ধরনে প্রতিফলিত হয়। এর বিকাশে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দুই ধরনের প্রবণতাগুলোই প্রকাশ পায়। লেনিন তাই সেনাবাহিনী সম্বন্ধে যে রণনীতি নির্ধারিত করেছিলেন, তার সারবস্তু ছিল সৈন্যদের গণতান্ত্রিকীকরণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের বিপ্লবী করে তোলা। এই কর্মধারার সুসঙ্গত বাস্তবায়ন করতে পেরেছিল বলেই বোলশেভিকরা এবং সৈনিকের পোষাক পরা লক্ষ লক্ষ কৃষক ও শ্রমজীবীরা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একই কাতারে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই ব্যাপারটা ঘটেছিল বলেই জারের শাসনের আমলের বিপ্লবের হন্তারক সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের

রিজার্ভে পরিণত হয়েছিল এবং অনেককাংশে বিপ্লবের আঘাতকারী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর নভেম্বর নাগাদ সেনাবাহিনী "আধাবোলশেভিক" হয়ে উঠেছিল। একথা বলে লেনিন লিখেছিলেন, "এব্যাপারটা যদি না ঘটতো, তাহলে আমরা বিজয়ী হতাম না।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস খণ্ড ৩০, পৃঃ ২৬১)

সুতরাং মহান অক্টোবর বিপ্লব এবং এর পরে বিশ্ব জুড়ে যে সব বিপ্লব হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার জোরে একথা বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার সাফল্যের সংহতিসাধন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া, যাকে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অগ্রণীদল সচেতনভাবে পরিচালিত করে। এরা হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে জনগণের দাবী শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বে অর্জিত হয়। এই একনায়কত্ব সমাজতন্ত্রের বৈরী শক্তিগুলোকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশগুলোর ওপর এই নায়কত্ব সচেতনভাবেই নির্ভর করে। এই জনসাধারণের মধ্যে অবিপ্লবী ও অকমিউনিস্টরাও থাকে। সুতরাং এখানে স্পষ্ট হয়েই একথাটা বেরিয়ে আসে যে, লেনিনের একটা চিন্তাসূত্র আজও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। লেনিন বলেছিলেন, "কর্মক্ষেত্রের নানা বিভাগে অকমিউনিস্টদের সঙ্গে মৈত্রী ছাড়া সাফল্যপূর্ণ কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার নির্মাণের কথাই তোলা যাবে না।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ২২৭)।

এর পরে আমাদের নিবন্ধকার শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, জাতীয় ক্ষেত্র শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র ছিল এবং আজও তাই আছে। এই অবস্থাটি শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় বাহিনীগুলির বৈপ্লবিক উদ্যোগ এবং প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টির নিজ নিজ রণনীতি ও কর্মকৌশল ঠিক করার সার্বভৌম দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার মৌল গুরুত্বকে পুরোপুরিভাবে নির্দিষ্ট এবং জোরদার করে দিয়েছে মার্কসবাদীদের বিবেচনার ক্ষেত্রে।

কিন্তু যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে সুসঙ্গতভাবে রক্ষা করার জন্যে লড়ে, তারা কি তাদের সার্বভৌমত্বকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে তারা আমাদের কালপর্বের কেন্দ্রীয় শ্রেণীসংঘর্ষ থেকে দূরে

থাকবে ? আমাদের নিবন্ধকার বলেছেন যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে অবস্থান নির্বাচনের ব্যাপারটা কোন পূর্বকল্পিত গোঁড়া ছক থেকে উদ্ভূত হতে পারেনা। এই অবস্থান নির্বাচন করা দরকার কালপর্বের বাস্তবতার সংযত বিচার বিবেচনা দ্বারা। এই অবস্থান নির্বাচনের ব্যাপারে একথাটা পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম-নামী শ্রেণী-শক্তিসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে কোন শিথিলতা ঘটলে তাতে "স্বাধীনতার" দিকে পদক্ষেপ করা হবেনা, তাতে বৈরী শ্রেণীশক্তিসমূহের দঙ্গলে গিয়ে পড়তে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে সদর্থক পরিবর্তনগুলি ঘটছে, সেগুলিকে ব্যাহত করে বিশ্বকে স্নায়ুযুদ্ধের পর্বের কালোছায়ায় আবার ঠেলে দেবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক সংহতির ভিত ধ্বসিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অবস্থায় একথাটা স্পষ্টই বেরিয়ে আসে যে, শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ শত্রুর অস্তিত্বের উল্লেখ করলেও যদি কেন্দ্রীয় বিষয় তথা শ্রমিকশ্রেণীর জরুরী শ্রেণী স্বার্থ সমূহের বিশ্বব্যাপী ঐক্যের প্রয়োজনকে হিসেবের মধ্যে আনা না হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত হবে আংশিক অথবা একেবারেই ভ্রান্ত।

এটা অবশ্য ঠিক যে, উপরোক্ত ধরনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমন্বয় বা কোয়ালিশন যে জনগণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের করণীয় ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সে সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কেউ কোন বিতর্ক উত্থাপন করেন না। অধিকন্তু এই ব্যাপারটা বহুদিন ধরেই একান্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা যেতে পারে। এই আন্দোলনে আজকের বিশ্বের সমাজের অভ্যন্তরের সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের মানুষ শরিক রয়েছেন। এমনকি বৃহৎ পুঁজিপতি এবং সামন্ত অভিজাতদের মধ্যে যারা একান্ত বাস্তবতাবাদীর চোখে বিশ্বকে দেখেন, তারাও এই আন্দোলনে যুক্ত। এরা সকলেই সাধারণ বিপদ তথা বিশ্ব-যুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে অবহিত। সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধ বাধাতে চাইছে।

একই সঙ্গে মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিগুলি গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ব্যাপকতম আন্তর্জাতিক ঐক্য ও আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠতার জন্যে প্রয়াস চালাতে

গিয়ে একটা কারণের ওপর জোর দিচ্ছেন। এই করণীয়টা হলো, শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিসমূহের প্রতি বাধ্য থেকে সমস্ত দেশের শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীগত সংহতির শক্তি বাড়ানো। এটাই হচ্ছে যে কোন প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক আন্দোলনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। এই সংহতির শক্তি আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে, বিশ্বরাজনীতিতে একই সঙ্গে কথায় ও কাজে প্রভাব বিস্তার করায় এবং সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিবিপ্লবী ও দাঁতাত বিরোধী শক্তি-সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শ্রেণীগত দক্ষতা ও সম্ভাবনাগুলিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবার ব্যাপারে সহায়ক।

সি পি এস ইউর ২৫ তম কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছেন, "আমরা আমাদের কালপর্বে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। এই নীতি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রধান নীতিগুলির অন্যতম। এই নীতিকে পরিহার করা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে এবং সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে একটা প্রচণ্ড ও পরীক্ষিত অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করা। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা-বাদের পরিহার প্রকৃত পক্ষে শ্রেণীশত্রুকে অনুকূল পরিস্থিতি জুগিয়ে দেয়. কারণ এই শ্রেণীশত্রু আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে তার কমিউনিস্টবিরোধী কার্যকলাপগুলোকে গ্রথিত করার জন্যে সক্রিয় রয়েছে। আমরা সোভিয়েত কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রত্যেকটি মার্কসবাদী লেনিনবাদীর পবিত্র করণীয় বলে মনে করি।"*

আমাদের নিবন্ধকার পরিশেষে মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের সমসাময়িক পরিস্থিতি ও অবস্থাতে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া রূপরেখায় ও কার্যকারিতায় অনন্য ঐশ্বর্যশালী। বিশ্বমানব-সমাজের ব্যাপকতম সামাজিক শক্তি রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী উত্তরণের পথ প্রশস্ত করছে। বিংশশতকের এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন বিভিন্ন ব্যক্তি অভূত-পূর্ব গতিতে উৎপাদক শক্তিগুলোকে এবং সামাজিক জীবনের রূপধারা-

* সি পি এস ইউর ২৫তম কংগ্রেস। দলিল ও প্রস্তাবাবলী, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ: ৩৭

গুলোকে নবায়িত করে তুলছে, তখন একথা নির্বিবাদে বলা যায় যে, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সংগ্রাম নতুন নতুন সামাজিক স্তরকে জাগিয়ে তুলে চলমান করে তুলবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের মোর্চা বা ফ্রন্টকে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর করে দেবে।

বিশ্ব ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়েই চলেছে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অ স্থার যত পরিবর্তনই ঘটুক না কেন এবং এর ফলে বিশ্বের চেহারা যত নবায়িতই হোক, শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতি ও আদর্শের সত্যগুলি পুরাণো হবে না, বাসি হয়েও যাবে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এই সত্যগুলিকে শুধু তরতাজা সম্মত জোগায় না, সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এই সত্যগুলোকে খণ্ডন করার প্রচেষ্টাগুলো যে কেন ব্যর্থ হতে বাধ্য সেকথা বুঝবার জন্যেও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়।

কিউবার সমাজের শ্রেণী-কাঠামো
—আন্তোনিও ডায়াজ রুইজ

কিউবাতে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল ১৯ শতকের প্রারম্ভে। সে সময়ে শ্রমিকশ্রেণী তখনও দুর্বল এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বাভাবিক সংগ্রামী মনোভাবেরও অভাব ছিল। এই ১৯ শতক জুড়ে শিল্পশ্রমিক-শ্রেণীর প্রসার প্রধানত জড়িত ছিল চিনি ও তামাক শিল্পকে উত্তরোত্তর যন্ত্রচালিত করার সঙ্গে। ১৮৮৬ সালে দাসপ্রথার অবসান ঘটলে এবং চিনিশিল্প ও আখের খামারের মধ্যেকার "শ্রমবিভাগ" ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হওয়ার ফলে কৃষিশ্রমিকেরা উদ্ভূত হতে শুরু করে

আকারে ছোট হলেও শ্রমিকশ্রেণী আমাদের জাতীয় বীর জোসে মার্তির নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৯৮ সালে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা এবং দেশে মার্কিন পুঁজির নিদারুণ অনুপ্রবেশও শ্রমিকশ্রেণীর দ্রুত গঠন ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করে। এই সময়ন্বই কিউবার ইতিহাস একটা নতুন পর্যায়ে, তথা পুঁজিবাদী বিকাশের পর্যায়ে প্রবেশ করে। কিন্তু এটা সত্যকার উন্নয়ন ছিল না। মার্কিন পুঁজির ওপর নির্ভরতা

এবং আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকৃত বিকাশ আমাদের দেশকে পশ্চাদপদ অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল।

এই সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের প্রসার ঘটে। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে শ্রমিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শক্তি হিসেবে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে পেরেছিল। অবশ্য, একসময়ে শ্রমিকশ্রেণী নৈরাজ্যবাদী বা এনার্কিস্ট ও সংস্কার বাদী লোকজনের প্রভাবাধীন ছিল। এর মূলে ছিল মতাদর্শগত দুর্বলতা এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব। কিন্তু অতি শীঘ্রই শ্রমিকশ্রেণী মার্কসবাদের প্রতি তার নৈকট্যকে প্রমাণিত করলো এবং ১৯২৫ সালে কিউবার প্রথম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠা করলো। কিউবার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির চিহ্ন।

এরপর থেকে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক জীবনে একটা গুণগতভাবে নতুন ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদের দোসর মাচাদো সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এই সময়ে এই প্রথম শ্রমিকশ্রেণী দেশের ইতিহাসে জনগণের সংগ্রামী অগ্রবাহিনীর কাজ করে। এই সংগ্রামেই স্বৈরাচারী শাসনের পতন পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই সময় থেকে শ্রমিকশ্রেণী পরিণত হতে থাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শক্তিতে, তথা সত্যিকার অগ্রসর শ্রেণীতে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখিয়েছেন সেই ভূমিকা পালনের যোগ্য হয়ে ওঠে কিউবার শ্রমিকশ্রেণী।

স্নায়ুযুদ্ধের পর্বে যখন সাম্রাজ্যবাদ কিউবাকে আরও বেশী নির্ভরশীল করে তুলে তার কাছ থেকে 'নিঃশর্ত' আজ্ঞাবহতা আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রসারের পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনগুলি এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছিল। ১৯৫২ সালের ১০ই মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের মারফত সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক বাটিস্টা-ধনিকচক্র ক্ষমতায় আসীন হয়। এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে ঐক্যের অভাব থাকলেও এবং সরকারের তরফ থেকে ট্রেড ইউনিয়নের আমলাদের শ্রমিকদের মাথায়

বসিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্নভাবে তার সংগ্রামী মনোভাবের এবং আপোষ-প্রত্যাখানের প্রমাণ দেয়।

এরপরে তাকে শহরে শহরে আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা গোপন আয়োজনের বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করার এবং মহান সশস্ত্র অভ্যুত্থান-বাহিনী তৈরীর ব্যাপারে মৌল ভূমিকা পালন করতে হয়।

বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব সত্ত্বেও আমাদের শ্রমিকশ্রেণী তার ওপর ইতিহাসের অর্পিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। মনকাদা দুর্গ দখলের লড়াই'এর ২০তম বার্ষিকীতে ভাষণ দেবার সময় ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন, "১৮৬৮ সালের বিপ্লব শুরু হয়েছিল জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং ১৮৯৫ সালে প্রধানত চলেছিল কৃষক জনসাধারণের পরিচালনায়। ১৯৫৩ সালের বিপ্লবে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী। এই শ্রমিকশ্রেণী কৃষক এবং মধ্য স্তরের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর মধ্য দিয়ে নতুন বিপ্লবে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে এর চরিত্রকে নির্দিষ্ট করেছিল।"

কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম ঘোষণায় বলা হয়েছে, "১৯৫৯ সালের পহেলা জানুয়ারীর জয়ের মধ্য দিয়ে বিপ্লব দেশের সামাজিক শ্রেণীগুলির শক্তির ভারসাম্যে মৌল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বুর্জোয়া এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের ব্লক রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছে। আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম জনগণ-সমন্বয়ের নেতৃত্বের ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী কৃষকদের। এদের প্রতিভূ হচ্ছে বিজয়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানবাহিনী এবং তার বিপ্লবী নেতৃত্ব।"

এই বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সারবস্তু ও প্রধান করণীয়গুলি কি ছিল? মনকাদা কার্যক্রম ছিল সংগ্রামের পরিচালক। এই মনকাদা কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল যে, নয়া ঔপনিবেশিক পরনির্ভরতার পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ দেশে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের প্রধান করণীয় হবে জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করা। সুতরাং প্রথমে এক থোকে কতকগুলো জনপ্রিয়, গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

বিপ্লবকে যারা ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল তারা নানারকমের রাজনৈতিক চালবাজী করে সম্পত্তি বানিয়েছিল। বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রাষ্ট্র এই সম্পত্তির জাতীয়করণ করে চিনির কল, নির্মাণ প্রকল্প ও ইস্পাত

কারখানা, বস্ত্র ও রাসায়নিক শিল্প পরিবহন, জমি, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সার্ভিসকে হাতে নিয়ে নেয়। ১৯৬০ সালে এদের মোট আয় জুগিয়েছিল মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১'৪ ভাগ। ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ধারা নির্ণয় করার এটা ছিল একটা পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। এতে তখন একটা ছোট আকারে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছিল মাত্র।

দেশের শ্রেণীগত কাঠামোতে প্রথম যে ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে ভূমি সংস্কার আইন (১৭ই মে, ১৯৫৯)। এই আইনে স্থানীয় এবং বিদেশী জমিদারদের অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উৎখাত করা হয়। এই আইনের ১ নং ধারায় রয়েছে, "বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা লাতিফুন্দিয়া নিষিদ্ধ হলো। একজন ব্যক্তি কায়িক অথবা বিধিগতভাবে যে জমি রাখতে পারবে, তার উচ্চতম সীমা ৩০ কাবেল্লেরিয়াস (৪০২'৬ হেক্টর)।*

এই ভূমিসংস্কার আইনের ফলে, কৃষিযোগ্য জমির শতকরা ৩০ ভাগ চাষীদের মধ্যে বিলি হয়ে যায় এবং শতকরা ৪০ ভাগ জমি রাষ্ট্রের হাতে যায়। বাদবাকী শতকরা ৩০ ভাগ কৃষিযোগ্য জমি তাদের স্বত্বাধিকারীদের হাতেই থাকে। এরা ছিল অধিকাংশই মধ্য চাষী।

দেখা যাচ্ছে, জমির একটা বড় অংশই চাষীদের হাতে তুলে দেয়া হলো না। এই নীতির মূলে ছিল ভবিষ্যতে কৃষিতে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতান্ত্রিক খাত প্রতিষ্ঠার জন্যে অবস্থা সৃষ্টি করা। এই সঙ্গেই যে জমি চাষীদের জন্যে বরাদ্দ করা হলো, সেটা হলো তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এর ফলে শুরুতেই ভূমি সংস্কার চাষীদের এবং জনগণের অপরাংশের স্বার্থের মধ্যে ঐক্যের নিশ্চয়তা বিধান করলো। এই ভূমি-সংস্কার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের সাফল্যের আগেই সায়েরা মায়েস্ত্রা পার্বত্য অঞ্চলে প্রবর্তিত ভূমিসংস্কারের একাদিক্রমিক ধারা। চাষীরা স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী বাহিনীতে দলে দলে যোগ দিয়েছিল। চাষীদের মধ্যে জমি বিলি শুরু হয়েছিল সেই সংগ্রামের মধ্যেই।

বৃহৎ ভূস্বামীদের বড় বড় জমি থেকে উৎখাত করে বিপ্লব তাদের

* লাস লেয়েস ডি রিফর্মা আগ্রেরিয়া-এন কিউবা। মিতা, ইনরা পৃঃ ১৪।

অর্থনৈতিক ভিত্তি কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রকে দিয়ে দেয়। জমিদার-শ্রেণী কিউবাতে ঔপনিবেশিক আমল থেকে জাঁকিয়ে বসেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শক্ত করে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। উপরোক্ত ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে তার অপসারণ শুরু হলো।

সায়েরা মায়েস্ত্রার লা প্লাতায় ১৯৭৪ সালের ১৭ই মে ফিদেল কাস্ত্রো বললেন, "সাম্রাজ্যবাদীরা যে 'বে অব পিগ্‌সে' হামলা করেছিল, তার মূলে আশু কারণ ছিল এই ভূমি সংস্কার আইন। এই ভূমি সংস্কারে ক্ষিপ্ত হয়েই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের চিনি ও তেলের বাণিজ্যিক বরাদ্দ রদ করে কিউবার চারধারে অর্থনৈতিক অবরোধ বসায়। সাম্রাজ্যবাদীরা যে প্রত্যক্ষভাবে কিউবার ওপর হামলা চালাতে থাকে, তার মূলেও এই ভূমি সংস্কার আইন।"

শ্রমজীবী জনগণের উপকারার্থে বিপ্লব যে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাতে সম্পত্তিবান শ্রেণীরা প্রথমে নিষ্ক্রিয়ভাবে এবং পরে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ খাড়া করেছিল। যখন তারা বুঝলো যে, তাদের বিশেষ সুবিধাগুলো আর কিছুতেই থাকবে না, তখন তারা প্রথমদিকে বিপ্লবকে যে মৌখিক সমর্থন জানিয়েছিল তা' প্রত্যাহার করে অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাত ও ধ্বংসাত্মক কাজের পথ নিল।

প্রশ্নটির বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক ঘটিত দিকটিকে সামনে আনলে দেখা যাবে, ভূমিসংস্কারের ঘোষণা জারীর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ওপরা সামরিক হামলাকে প্রশ্রয় দেয় এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে যেকোন ধরণের হামলার পক্ষ নেয়, উস্কোয়। মার্কিনীরা কিউবাকে যে অর্থঋণ বরাদ্দ করেছিল তা রদ করে, কিউবার বিরুদ্ধে প্রচার ও কূটনৈতিক অভিযানের মাত্রা ক্রমাগত বাড়াতে থকে। তারা কিউবাকে যে তেল বিক্রি করতো তাও আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে বন্ধ করে দেয়, খুচরা যন্ত্রপাতির রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো এই যে, তারা যে ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টন চিনি কিনে আসছিল বছরে বছরে, তাও কেনা বন্ধ করে দেয় ১৯৬০ সালে। এই চিনির দাম ৯ কোটি ডলার।*

* ডকুমেন্টোস ডু লোস প্লেনোস দেল সিএন দেল পিএসপি ১৯৫৯-৬০ পৃঃ ১১৭

এই ধরনের ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করতে হয়েছে। আমাদের পাল্টা ব্যবস্থা দ্বারা আমরা যেমন বিপ্লবকে রক্ষা করতে চেয়েছি, তেম্‌নি দেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে চেয়েছি। প্রজাতন্ত্রের যে সব মৌল বিধান চলছিল, সেগুলোতে তৎক্ষণাৎ সংশোধনীর ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে কিউবাতে অবস্থিত মার্কিনী পুঁজির সংস্থাগুলোকে জাতীয়কৃত করা হয়। ১৯৬০ সালের ৬ই আগস্ট ৮৫১ ধারা অনুযায়ী প্রধান প্রধান মার্কিন সংস্থাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। (এদের মধ্যে ছিল ৩৬টি চিনির কল, ৩টি পেট্রোলিয়ম-কেন্দ্র এবং এই সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি ও টেলিফোন কোম্পানীগুলো।) জাতীয়করণের এই ব্যবস্থার ফলে চিনি উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ, প্রায় সমস্ত তৈল-শোধনাগার, জ্বালানি-প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বিদ্যুৎশক্তি ও টেলিফোন সংস্থা রাষ্ট্রের আয়ত্তে চলে আসে।

কিউবাতে মার্কিন অর্থনৈতিক উপস্থিতিকে এই রকমের উল্লেখযোগ্যভাবে খর্ব করার ব্যাপারটা বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পর্যায়ের করণীয়গুলির সাফল্যপূর্ণ পরিপূরণের প্রমাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তখনও মার্কিন ব্যাঙ্ক এবং ১৬৪টা মার্কিন প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০ সালেই শেষের দিকে এগুলোকেও জাতীয়কৃত করা হয়। মার্কিন সম্পত্তির এই সর্বশেষ বড় রকমের জাতীয়করণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় ক্রমবর্ধমান শ্রেণীসংগ্রাম। কিউবাতে সমস্ত রকমের রপ্তানির ওপর মার্কিনীরা যে নিষেধাজ্ঞা জারীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এই সংগ্রাম ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত।

উপরোক্ত বিপ্লবী ব্যবস্থাগুলি প্রধানত আমাদের জনপ্রিয়, গণতান্ত্রিক, ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পর্যায়ের লক্ষ্য অর্জনকে সম্ভব করে তোলে। এতে সন্দেহ নেই যে, এর পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের সঙ্গে এই পর্যায় তন্তুতে তন্তুতে গ্রথিত। কারণ এই প্রথম পর্যায়ের করণীয়গুলির বাস্তবায়নই কোন না কোন দিক দিয়ে দেশের পরবর্তী বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

বিপ্লবের শুরুতে স্থানীয় পুঁজিবাদীরা বিপ্লবী ব্যবস্থাগুলোর ফলে শ্রেণী-হিসেবে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবু তাদের নিজেদের স্বার্থসহ জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করার এবং অন্তত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেশের

উন্নয়নকে অগ্রসর করার পরিবর্তে তারা খোলাখুলিভাবেই বিপ্লবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। চিনি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না এমন শিল্প-পুঁজিপতিরাও তখনকার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার অগ্রসর ধারাটাকে অনুধাবন করতে পারেনি। প্রথম দিকে এরা বিপ্লবকে সমর্থন দিলেও পরে বিপ্লবী ব্যবস্থাগুলির প্রতি খোলাখুলি শত্রুতা করতে লাগলো এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হলো। এইভাবে ব্যাপারটার গড়ানোর মূলে ছিল শ্রেণী হিসেবে এই বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক দুর্বলতা এবং তাদের শোষক-রূপী সারসত্তা, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের দাসসুলভ মনোভাব, এবং এইসঙ্গে বিপ্লবের ভীতি।

তাদের এই অবস্থান গ্রহণের প্রেক্ষিতেই ১৯৬০ সালের ১৩ই অক্টোবর স্থানীয় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন বৃহৎ সংস্থাগুলোকে জাতীয়কৃত করার সিদ্ধান্ত হয়, যদিও তখন পর্যন্ত মার্কিন সংস্থাগুলোকে কার্যত হাতে নেয়া হয় নি।

স্থানীয় মালিকানাধীন বৃহৎ সংস্থাগুলোর জাতীয়করণের ফলে চিনি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পুঁজিপতিদের এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের স্বার্থ খর্ব হয়। এরা ছিল ধনিকগোষ্ঠীর সেই দুই শক্তি যারা কিউবাতে সাম্রাজ্যবাদের নীতির বাহক হিসেবে কাজ করছিল। জাতীয়করণের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রের শিল্প-পুঁজিপতিদের ওপরেও বর্তায়।

১৯৬০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সমস্ত স্থানীয় বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের ক্ষমতার অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উৎখাত করা হয়। বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা লাতিফুন্দিয়া ও বিদেশী কোম্পানীগুলোর আধিপত্যের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা থেকে উৎখাতের ব্যবস্থার ফলেই স্বল্পতম সময়ে কিউবাতে নয়াঔপনিবেশিক ব্যবস্থার শ্রেণীগত কাঠামোর মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষির ক্ষেত্রে বহাল থাকে।

সুতরাং ১৯৬০ সালের ১৩ই অক্টোবর হচ্ছে সেই তারিখ যেদিন শিল্প ও ব্যবসার বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং এই দিনটি থেকেই সারসত্তায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী রূপান্তরের নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রথম কয়েকটি বছর ছিল শ্রেণীসংগ্রামের ঘনীভূত

হওয়ার পালা। শ্রেণীসংগ্রাম নতুন নতুন রূপ নিয়েছিল এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতির প্রতিফলনও ঘটেছিল এই শ্রেণীসংগ্রামে। এর প্রমাণ, ১৯৬১ সালের ৩রা জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ, বে অব পিগ্‌সের সাগরতটে মার্কিন ভাড়াটে বাহিনীর অবতরণ এবং ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কিউবাকে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করা হলো বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা। এদিকে দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যসামগ্রীতে ফাটকাবাজরা জোরে শোরে নেমে পড়েছে। তবে মধ্য ও খুদে ব্যবসাদারদের মজুতদারীর অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের অবসান করা হয় ৫০০০ ছোট আকারের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়কৃত করে। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী সরকার এই নিয়ে বিধানজারী করে। এই সময়ের পরিস্থিতিটা ১৯৬২ সালের অক্টোবরের সংকট ও অন্যান্য নানা ঘটনায় সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিউবার সাবেক স্থানীয় এবং বিদেশী অত্যাচারী শাসকরা উস্কানিমূলক কার্য-কলাপের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিল। তবে কিউবার বিপ্লব তাদের ওপর জোরদার প্রতিঘাত করে তাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

শ্রেণী হিসেবে কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের যেভাবে উৎখাত করা হয় সেটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রতিবিপ্লবীরা যখন মাথা তুলতে চেষ্টা করে, তখন তাদের সমর্থন জুগিয়ে কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল। এদের কৃষির ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করার জন্যে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার আইন বাস্তবায়িত করা হয়।

প্রথম ভূমিসংস্কার আইন বাস্তবায়িত হবার পরে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার কাবাল্লেরিয়া বা ১৭ লক্ষ হেক্টর জমি প্রায় ১০ হাজার গ্রামীণ মালিকদের হাতে রয়ে গিয়েছিল। বিপ্লব যতই গভীরগামী হচ্ছিল, কিউবার গ্রামীণ বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা ততই বেশি বেশি করে খোলাখুলিভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছিল। সি আই এর সহায়তায় গঠিত যেসব হাঙ্গামাকারীর দল এসক্যাম্ব্রেতে, মাতানজাম প্রদেশে এবং লাসভিলাস প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তাদের এই গ্রামীণ বুর্জোয়ারা সমর্থন জানায়। ১৯৬২ সাল থেকে এরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই কারণেই দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার বলবৎ করা হয়। এই নতুন বিধান যে

সমাজে জারী হয়, তা' তখন সমাজতন্ত্র নির্মাণে অবতীর্ণ। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রয়োজনগুলি দ্বারাই এই নতুন ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থাগুলি নির্দেশিত হয়েছিল।

জমির মালিকানার উচ্চতম সীমাকে ৩০ থেকে ৫ কাবাল্লেরিয়াতে নামিয়ে দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার আইন গ্রামীণ বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ভেঙ্গে দেয়। তাছাড়া কৃষিতে সমাজতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকেও এই নতুন আইন দেয় সংহতি। বিপ্লবী রাষ্ট্র যখন সমাজতান্ত্রিক পথ নেয়, তখন এই কার্যকারিতা প্রকাশ পায়। রাষ্ট্র যে শতকরা ৪০ ভাগ জমি হাতে নিয়েছিল তাকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। (সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির পরিমাণ কৃষি-জমিতে আজ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭০ ভাগ।)

কিউবাতে রাষ্ট্রীয় খাতের পাশাপাশি একটা ছোটখাট জমির মালিকদের খাত রয়েছে। এদের অধিকাংশ ছোট ছোট এবং মধ্য চাষী। এদের অনেকে প্রথম ভূমিসংস্কার আইনে জমি পেয়েছে।

কিউবার গ্রামাঞ্চলে সংঘটিত রূপান্তরের দরুন সমাজতান্ত্রিক খাতে উৎপাদক শক্তিসমূহের উঁচু পাল্লার উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত খাতে উৎপাদনের পশ্চাদ্‌পদ সম্পর্কের মধ্যেকার বিরোধগুলোকে কাটিয়ে ওঠারও জরুরী প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি-প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেগুলোর মূল কারণ হলো, জনসংখ্যা বাড়লেও জমির পরিমাণ স্বল্পপরিপাণ থেকে যাচ্ছে। এই কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে সহরে জনপদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের নীচতলার ভিত তৈরীর জন্যে সামাজিক নির্মাণকার্যে জমির দরকার হওয়ায় কৃষির জমি হ্রাস পাচ্ছে। এরই মধ্যে, ছোট ছোট জমির মালিকানা বা 'মিনিফুন্দিয়া'র অবস্থিতির দরুন নতুন যন্ত্র, জমির দক্ষ ব্যবহার, জমির ফসল উৎপাদনের হার বৃদ্ধি এবং শ্রমের উৎপাদক শক্তি বৃদ্ধিতে বাধা ঘটছে।

উৎপাদনের প্রগতিশীল পদ্ধতিতে উত্তরণ ঘটাবার উদ্যোগে বিপ্লব চাষীদের কাছে দুটি বিকল্প পথের প্রস্তাব দিয়েছে: হয় রাষ্ট্রীয় খামারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, নয়তো সমবায়ে একত্রিত হওয়া। এই বেছে নেওয়াটা নির্ভর করছে দেশের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রম এবং চাষীদের নিজেদের ইচ্ছার ওপর। উৎপাদনের প্রগতিশীল পদ্ধতিতে

উত্তরণের পথ হিসেবে চাষীরা এই দুই বিকল্পের মধ্যে স্বেচ্ছায় যেটা বেছে নেবে, সেটাকেই গ্রহণ করা হবে বলে পার্টি এবং রাষ্ট্র নীতিগতভাবে স্থির করেছে। ফিদেল কাস্ত্রো বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করানোর পন্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

সামাজিক উৎপাদনের উচ্চতর পদ্ধতিতে চাষীদের উত্তরণ এবং সর্বোপরি সমবায়গুলিতে তাদের প্রবেশ ক্রমে ক্রমে ঘটছে, তবে এই উত্তরণ অব্যাহত-ভাবেই ঘটছে। বস্তুতপক্ষে কৃষি উৎপাদনের প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগে সমবায় স্থাপিত হয়েছে। এদের অধিকাংশই আখ, তামাক, সালগম, পাজর প্রভৃতি সব্জী এবং ক'ফি ফলাচ্ছে। চাষীদের মধ্যে অনেকে যারা কৃষি উৎপাদক সমবায়ে যোগ দেয় নি, তারাও ঋণ-সমবায় কিংবা বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসের সমবায়ের সদস্য হয়েছে। এই সমবায়গুলো ব্যক্তিগত খামার এবং কৃষি উৎপাদক সমবায়ের অন্তর্বর্তী পর্যায়।

১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পর থেকে যে সময়টা গিয়েছে তাতে শহরের মধ্যবিত্তদের যে একাংশ অন্তর্বর্তী সামাজিক স্তর হিসেবে দেশের রাজনৈতিক জীবনে বড় ভূমিকা পালন করেছে, তাদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এরা বিপ্লবকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছে শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানে স্থান গ্রহণের জন্যে এগিয়ে চলেছে। এটা সর্বোপরি এই কারণে ঘটেছে যে, নিম্নমধ্যবিত্ত-দের ঐতিহাসিক বিকাশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে কাজ করেছে।" ছোটখাট কারখানার চালক, দোকানদার, কারিগর, চাষী—এরা সবাই-মধ্যবিত্তদের ভগ্নাংশ হিসেবে এদের অস্তিত্ব যাতে বিলুপ্ত না হয় সেজন্যে বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। অবস্থা বিশেষে এরা আজ বিপ্লবী। এরা বিপ্লবী হয়েছে এই জন্যে যে, এরা আজ শ্রমিকশ্রেণীতে অবিলম্বে স্থানান্তরিত হতে চলেছে। সুতরাং এরা এদের বর্তমানকে রক্ষা করছে না, এরা এদের ভবিষ্যৎ স্বার্থকে রক্ষা করছে। এরা নিজেদের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে নিজেদের উপস্থাপিত করছে।*

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, তিন খণ্ডের প্রথম খণ্ড পৃঃ ১১৭-১১৮

অবশ্য, নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকে বৃহৎ ধনিক'গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের 'মধুমাখা বুলির' প্রলোভনে ভুলেছিল। এদের একাংশ সক্রিয়ভাবে প্রতিবিপ্লবী হয়েছিল। অন্যেরা দেশত্যাগ করেছে এবং এইভাবে এরা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিম্নমধ্যবিত্তরা বিগত কয়েক বছরে শ্রেণী হিসেবে বিলুপ্ত হয়েছে। এদের একটা অংশ, আগেই বলেছি, স্বেচ্ছায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান নিয়েছে। অন্য অংশেরও শ্রেণী হিসেবে অবসান হয়েছে এই জন্যে যে, বিপ্লব নিজেকে রক্ষা করার জন্যে কতকগুলি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৯৬৮ সালে সমগ্র ছোটখাট ব্যবসায়ী ও শিল্প-পুঁজিপতিদের মালিকানা বিলোপ। আজ এই ধরনের মালিকদের মধ্যে শুধু ট্যাক্সির মালিকরা বহাল রয়েছে।

আগেই বলেছি, বিপ্লবের জয়ের পর থেকেই নতুন রাষ্ট্র সর্বোপরি শ্রমিক-শ্রেণী ও মেহনতী কৃষকদের স্বার্থের কথা বলেছে এবং জনগণও গণস্বার্থে নিয়োজিত ব্যবস্থাসমূহকে সমর্থন দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক পর্বে শ্রমিক-শ্রেণীকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নেতার কাজ করেছে। যখন বিপ্লবী ব্যবস্থা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামী রূপান্তরের কাঠামোর বাইরে পদক্ষেপ করেনি, তখনও সে তাই করেছে। কৃষক এবং অন্যান্য কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবীদের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কিউবাতে এক ধরনের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্র গভীরভাবে গণতান্ত্রিক হওয়ার ফলে সমাজের পরিচালনায় জনগণের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের অংশ-গ্রহণকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। বিশেষ করে গণক্ষমতার সংস্থাগুলি স্থাপিত হবার পরে এই অংশগ্রহণ আরও বেশি নিশ্চয়তা পেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ, বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী, জাতীয় বুর্জোয়া এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রতিবিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্রমবর্ধমান সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী রাষ্ট্রকে বেশি বেশি করে সমর্থন জুগিয়েছিল। অতি স্বল্প সে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং এই উপলব্ধির ফলে সে বিপ্লবের বিজয় অর্জনে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল।

১৯৮০ সালে যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করছে এবং

১৯৫৯ সালে যে শ্রমিকশ্রেণী দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জড়িত ছিল, এদের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। কিউবার শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চস্তরের মতাদর্শ লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর সেই প্রস্তুতির সঙ্গে একীভূত হয়েছে, যার দরুন শ্রমিকশ্রেণী তথা সমস্ত শ্রমজীবী মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়ার জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সৈনিক ইত্যাদি হিসেবে। এটা হচ্ছে কিউবার বিপ্লবের শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি।

কিউবার সমাজের শ্রেণী-কাঠামোতে বিপ্লব যে পরিবর্তনগুলি এনেছে, সেগুলির মূল্যায়ন করে আমরা সংক্ষেপে বলবো কিউবার সমাজে শ্রমিক-শ্রেণীর* রয়েছে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। কায়িক ও মানসিক শ্রমে নিয়োজিত অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ এবং কৃষকরা** শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে রয়েছে সাধারণ স্বার্থে। এদের ঐক্যকে কেউ ভাঙতে পারবে না। এই ঐক্য, শত্রুর নানারকম কূটকৌশলের দরুন মাঝে মাঝে যেসব বিরোধ দেখা দেয় তাতে দুর্বল হয় না। এই ঐক্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তি, এই ঐক্য ছাড়া আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভবপর নয়।

---

* ১৯৭৭ সালের স্ট্যাটিস্টিকাল ইয়ারবুক অনুসারে দেশে এই বছরে শ্রমিক-সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ২৬ হাজার একশত। সমস্ত মজুরী-শ্রমিকের শতকরা ৫৫·৩ ভাগ।

** কৃষি উৎপাদক সমবায়ের সংখ্যা হচ্ছে ৮৪৭। এদের সদস্য সংখ্যা ১৯,৫৯৬। যারা চাষ করে তাদের মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৬৫

একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা সম্বন্ধে

অধ্যাপক মাসিয়েজ পারজিনস্কি
ডি-এস-সি (অর্থনীতি) পোল্যাণ্ড

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে যে-জনগণ নিজেদের মুক্ত করেছে এবং যাদের সংগ্রামে সমর্থন দিয়েছে সমস্ত বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তি, সেই সব জাতি বিশ্ব-অর্থনীতিকে গণতন্ত্রীকরণের জন্য সক্রিয়ভাবে দাবি জানিয়েছে। স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম সমতা ও পারস্পরিক সুবিধা লাভের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেন প্রসারের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিশ্ব-অর্থনীতির গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানোর পথে প্রচণ্ড বাধা রয়েছে, কারণ এটা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন শক্তির ও পরস্পরবিরোধী শ্রেণীপ্রবণতার মধ্যে স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। বিশ্বে অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামো পুনর্গঠনের প্রশ্নে অত্যন্ত কঠিন মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম জড়িত এবং এই সংগ্রামে কমিউনিস্টরা একটি সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় শ্রেণীগত ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই ক্ষেত্রে প্রভূত সমস্যা রয়েছে এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গণতন্ত্রীকরণের সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এবং কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ভূমিকার মূল্যায়ন; দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি, ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত দেশগুলোকে যে সাহায্য দেওয়া হবে তার ধরন ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে; তৃতীয়ত, এই সকল রাষ্ট্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাস সংক্রান্ত বিশ্লেষণের আবশ্যকতা,

---

ডব্লিউ এম আর-এর গত সংখ্যায় সেনট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক স্টাডিজ (রোমানিয়া)-এর জেনারেল ডাইরেক্টার আয়ন টোটিউ লিখিত "একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পথ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের উপর বিভিন্ন মতামত ও প্রতিক্রিয়া থেকে জানা যায় যে তার সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণ একমত নন—তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানাতে চান। এটা সে ধরনেরই একটি প্রবন্ধ।

এবং চতুর্থত, বিশ্ব-অর্থনীতির কাঠামো পুনর্গঠনের বুর্জোয়া ভাবধারায় গণতন্ত্রবিরোধী মর্মবস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। আমি এই সমস্যাগুলি বিবেচনার মধ্যেই আমার আলোচনা কেন্দ্রীভূত করতে চাই।

১৯৭০-এর দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গণতন্ত্রীকরণের জন্য সক্রিয়ভাবে অভিযান সুরু করেছে। এই সংগ্রামের মধ্যে এই রাষ্ট্রগুলো এমন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছে যা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অথবা তা অভিন্ন। এর ফলে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের জন্য তাদের কর্মসূচী সূত্রায়িত করতে সমর্থ হয়েছে এবং তা ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীতে যে মৌলিক দাবিগুলি রয়েছে তা হল :

—প্রতিটি রাষ্ট্রের তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এবং জাতীয়করণের অবাধ অধিকার সহ তার সমগ্র অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর পূর্ণ ও অটুট সার্বভৌমত্ব ;

—আন্তর্জাতিক বিনিময় ও সহযোগিতার এমন ব্যবস্থা থাকবে যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের প্রতিকূল বিশ্ব-বাজারের পরিবর্তিত মূল্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে এবং যাতে করে বাণিজ্যের শর্তের স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত থাকে ও এই সকল দেশগুলোতে উৎপাদনের উপাদানগুলো আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তি স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া যায় ;

—বিশ্বে যে অসামঞ্জস্য বা বৈষম্য আছে তা হ্রাসের জন্য এবং মুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য ;

—বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কার্যকলাপের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ।

বাস্তব প্রয়োজন থেকেই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামো পুনর্গঠনের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে যে পরিস্থিতিতে বর্তমান বহির্দেশীয় সম্পর্ক যে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে তাতে অধিকাংশ দেশগুলো বিশ্ব-রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়ে আছে—এর ফলে নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির প্রাকৃতিক ও মানুষের শ্রমশক্তি শোষণ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সংযোগ সীমিত রাখা এবং বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য অনুসরণ করা সম্ভব হয়। ১৯৭০ দশকের শুরুতে বিশ্বে রাজ-

নৈতিক বিকাশের নতুন প্রবণতার সঙ্গে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এবং অধিকাংশ দেশগুলোর, বিশেষ করে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদার অসঙ্গতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপর নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ফলে স্বাধীন জাতিগুলো স্বয়ম্ভর উন্নয়নের পথ গ্রহণে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলো ব্যবহার করার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এটা ঠিক যে সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম-বিভাগের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিপতি কর্তৃক কতকগুলো শ্রমবিভাগের "চৌহদ্দির বাইরে" তেল ও বস্তুগত তীব্রতা বৃদ্ধিকর ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে "নোংরা" শিল্পগুলোর স্থানান্তরের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ পূরণ হয় না এবং তাদের শিল্পায়নের সমস্যাও সমাধান হয় না। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় তাদের সহায়ক শাখা গঠন করে—সর্বোপরি এই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো প্রতিযোগিতার মধ্যে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

সুতরাং পরিবর্তন সত্ত্বেও বর্তমান পুঁজিবাদী শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত নবীন রাষ্ট্রগুলোকে অধীনতা ও নির্ভরশীলতার মধ্যে একইভাবে চলতে হচ্ছে। উন্নয়নশীল ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তনের আন্দোলনকে বিশ্বের শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ হিসাবে অথবা এই আন্দোলনকে তথাকথিত ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিরোধের বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করা নিতান্ত ভুল হবে। ইতিহাস এবং আজকের দিনের সমগ্র কার্যকলাপ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে বহির্দেশীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের যে নীতি, পদ্ধতি ও উপায় অনুসরণ করে তার ভিতরেই বৈরিতামূলক শ্রেণীব্যবস্থার সহজাত অবস্থান রয়েছে, কারণ, পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনগ্রসর জাতিগুলোর উপর কর্তৃত্ব, নিপীড়ন ও নির্লজ্জ শোষণ চালানো ছাড়া বাঁচতে পারে না। একমাত্র

সমাজতন্ত্রই সৃষ্টি করে "সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কই নিপীড়িত জাতি, অধিজাতিগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির সন্ধান দেয়" (ভি আই লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৩১, পৃঃ ৪৭৭)। মহান অক্টোবর বিপ্লব অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমেত আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গণতন্ত্রীকরণের সূচনা করেছে। সমাজতন্ত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতার জন্য নিরলসভাবে সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছাড়া এবং প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন না থাকলে বিশ্ব-অর্থনীতিকে গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারত না। ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গণতন্ত্রীকরণের জন্য এবং সমতা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে সমস্ত জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনে গৃহীত চূড়ান্ত দলিলে এই ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করা হয়েছে। এই দলিলে "উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ বিলুপ্ত করার"; এক নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের; সমস্ত দেশ, বিশেষ করে স্বল্প উন্নত দেশগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো অবস্থা সুনিশ্চিত করার; ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সংস্থা গঠন করা যা উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণকে তাদের ও উন্নত দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে; প্রতিটি দেশের তার জাতীয় সম্পদের উপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের অধিকারের অবাধ প্রয়োগ; আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সাফল্য কাজে লাগানোর জন্য সমস্ত দেশের সমান অধিকার; কাঁচামাল এবং কৃষিপণ্যের দর ও শিল্পজাত পণ্যের দরের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক বিধান; কোনোরূপ কৃত্রিম বাধা ও বৈষম্যমূলক আচরণ ছাড়াই বাণিজ্য সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন।"*

তাই, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামোগত পুনর্গঠনের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলির মৌলিক দাবির প্রতি ইউরোপের কমিউনিস্টদের

* ডবলু এম আর, আগস্ট ১৯৭৬।

অভিন্ন সমর্থন রয়েছে। অপরাপর মহাদেশেও ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি অনুরূপ মত পোষণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নবীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অকপটে সমতার নীতি অনুসরণ করে এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশে ও তাদের পশ্চাৎপদতা দূর করার প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে কাজ করে চলেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনেক প্রখ্যাত নেতা এটা উপলব্ধি করেছে যে সমাজতান্ত্রিক সমবায় গোষ্ঠী এবং প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হত। নবীন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিশ্ব-সমাজতন্ত্র শুধু একটি নৈতিক শক্তি নয়, একটি বাস্তব ভিত্তিও বটে, যার উপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কাঠামোগত পুনর্গঠনের কাজ বাস্তবে পরিণত হতে পারে। তাই, বিশ্ব-অর্থনীতি গণতন্ত্রীকরণের সম্ভাবনা নির্ভর করে কিভাবে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রে এবং সমগ্র বিশ্বে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন চলতে থাকবে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের ভূমিকার কথা গণ্য না করে একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা অসম্ভব।

এই বিষয়টির উপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি তাদের যৌথ নীতি সূত্রায়িত করে* জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নীতি—এই নীতি রূপায়ণের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই এ ধরনের ধারণা ভুল যে কোনো একটি পার্টি বা একটি রাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতি গণতন্ত্রীকরণের ভাবধারা ও দাবি সূত্রবদ্ধ করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছে। বরঞ্চ এটা উপলব্ধি করতে হবে যে বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্পর্ক গণতন্ত্রীকরণ হল একটি সুদীর্ঘ, জটিল প্রক্রিয়া এবং সমস্ত

* ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মস্কো বৈঠকে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটি বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি যে আহ্বান জানায় তা হল: "একটি ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে কাঠামোগত পুনর্গঠনের জন্য এবং এক নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টাই উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা নির্মূল করার এমন সমস্ত জাতি ও সমগ্র মানবজাতির এক গতিশীল অগ্রগতি দ্রুত সুনিশ্চিত করবে" (ইনফরমেশন বুলেটিন, ২ নং, ১৯৭৯)।

বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তির একমাত্র যৌথ কাজের উপরই এই প্রক্রিয়ার ফলাফল নির্ভর করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগ্রামের বাস্তব বৈশিষ্ট্যের অর্থ হল একটি নতুন বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ নির্ণয়ের প্রতি এ ধরনের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। যদি কেউ এককভাবে শুধু জাতীয় সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে কাজ করতে চান তবে তা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি ঘটাবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে বিশ্বে শক্তি-বিন্যাস ও শক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তনগুলি ইতিপূর্বেই ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির বৈঠকে গৃহীত দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটাও সাধারণভাবে স্বীকৃত যে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের নতুন ধরন, প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা দান, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমতা রক্ষা ও হস্তক্ষেপ না করা, বলপ্রয়োগের হুমকি পরিহার এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ প্রভৃতি মৌলিক নীতিগুলি ১৯৬০ দশকে সূত্রায়িত হয় নি। অনেকে যা মনে করেন তা নয়—১৯৬০ দশকের আরও অনেক আগে এই নীতি সূত্রবদ্ধ হয়েছে। লেনিন এই নীতিগুলি উপস্থিত করেন ও ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভাবধারা বাস্তবে রূপায়িত করেন এবং তাঁর এই ভাবধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র বৈদেশিক নীতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দলিলসমূহে এই নীতির প্রতি আনুগত্যের উপর সর্বদাই জোর দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, এই 'নীতি' পঞ্চশিলা নীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বান্দুং সম্মেলনের সিদ্ধান্তের মধ্যে এই নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। এটা আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদি কেউ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোগত পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামের বর্তমান অবস্থার উপর সত্যিকারের আলোকপাত করতে চান, তবে তাকে জাতিসংঘে, তার বিশেষ বিশেষ শাখায় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত দলিলগুলি বিবেচনার বিষয়ীভূত করতে হবে—এই সম্মেলনগুলিতে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অতি সুস্পষ্ট সূত্র ও ব্যাখ্যা উপস্থিত করার ও গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর নিজেদের প্রভাব রাখার সুযোগ পায়।

বিশ্বে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলন আজকের দিনে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী অংশে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ের উপর প্রধান সামাজিক শক্তিগুলি পরিষ্কারভাবে শুধু বিভক্ত হয়ে রয়েছে তাই নয়, রাজনৈতিক সূক্ষ্ম তারতম্য, বিশেষ বিশেষ দেশের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম বর্তমানে এমন এক পরিধি লাভ করেছে যে কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অথবা কোনো পশ্চিমী প্রধান রাজনৈতিক নেতা ঔপনিবেশিক ও নয়াঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পক্ষে প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে "সাহায্য" দানের প্রয়োজনীয়তার আহ্বান নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। তাই, আমরা, কমিউনিস্টরা একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার "জন্য" ঘোষণার মধ্যে এবং এ সম্পর্কে সুবিদিত বিবৃতিগুলোর ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার অধিকারী নই। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গণতন্ত্রীকরণের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয় বহু বিভিন্ন বুর্জোয়া ভাবধারার গভীর বিশ্লেষণের মধ্যে এবং তাদের গণতন্ত্রবিরোধী ও জনবিরোধী বিষয়বস্তু উদ্ঘাটনের মাধ্যমে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি, তাদের উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভর করে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামো পুনর্গঠনকে একটি সুবিধাজনক দিকে ঠেলে দিতে এবং বাস্তবভাবেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একচেটিয়া সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের স্বার্থে এক নতুন উদ্দীপনা বা প্ররোচনায় পরিণত করার জন্যে আংশিক সুযোগ-সুবিধা দিতে চাইবে। একচেটিয়াচক্র নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের কৌশল সুস্পষ্টভাবে পরিবর্তন করে চলেছে—তারা "আত্মরক্ষামূলক সমালোচনা" থেকে "গঠনমূলক আক্রমণাত্মক" কৌশল গ্রহণ করেছে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদরা আগের চেয়ে আরও বেশি ঘন ঘন বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য ধ্যানধারণা নিয়ে এগিয়ে আসে—তাদের উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্রীকরণের অঙ্কুর উদ্গমের উদ্যমকে নিষ্প্রাণ করে দেওয়া। এক নতুন বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের কর্মসূচীতে সম্পূর্ণ এক নতুন মর্মবস্তু বা আধেয় সংযোজনের এবং এই কর্মসূচীকে

এক মৌলিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তীক্ষ্ণতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা চলেছে।

এই ধারণার মধ্যে বাহ্যিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের তিনটি অভিন্ন উপাদান আছে: বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে বাজার ব্যবস্থার অবাধ পরিচালনার নীতি রক্ষা করা (অর্থাৎ মূল্য "সূচীকরণ"* সহ মূল্য বেঁধে দেওয়া সম্পর্কিত যে কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করা); ব্যক্তিগত সম্পত্তি "অলঙ্ঘনীয়" রাখার নীতির প্রতি আহ্বান (এর অর্থ হল জাতীয়-করণের প্রশ্নে সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করা); উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে বৈদেশিক বেসরকারি পুঁজির প্রবেশের এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের অবাধ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রস্তাব। এই শর্ত-গুলোর ভিত্তিতে পশ্চিমী পুঁজিবাদীরা নবীন রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে অসম্পূর্ণভাবে অর্ধপথে কাজ শেষ করার এবং তাদের কতকগুলো দাবি পূরণে প্রস্তুত থাকে—এই দাবিগুলো হল: ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, রপ্তানি খাতে আয়ের স্থিতিশীলতা রাখা, পক্ষপাতমূলক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

১৯৭০ দশকের মধ্যভাগ থেকে পুঁজিবাদী বিশ্বে রাজনৈতিক নেতা এবং গণ-প্রচার মাধ্যমগুলি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে "পরস্পর নির্ভরশীলতা"-র এবং "সমস্বার্থ" সম্পর্কিত ভাবধারার কথা বারবার উল্লেখ করেছে। গ্রুপ ৭৭**-এর কতকগুলো দলিলে মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধাঁচ রয়েছে এবং এই দলিলে অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিকীকরণের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু একচেটিয়া মহল "পরস্পর নির্ভরশীলতা" বলতে কী বোঝে?

সংক্ষেপে, তাদের যুক্তিগুলো হল: বর্তমান বিশ্বে পৃথক পৃথক দেশের

---

* মূল্য "সূচীকরণে"-র অর্থ হল: উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে রপ্তানি ও আমদানিকৃত পণ্য দরের মধ্যে অনুপাত রক্ষা করা যাতে করে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি আমদানি করতে না হয়।

** জাতিসংঘে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংস্থা—১৯৬০ সালের শেষার্ধে এই সংস্থার উদ্ভব ঘটে—এই প্রতিষ্ঠা-সদস্যদের সংখ্যা অনুসারে এই সংস্থার নামাকরণ হয়। এই সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল: ১২০।

অর্থনীতি এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে এই উপাদানগুলোর যে-কোন একটির পরিবর্তন সমগ্র অর্থনীতিকে এবং অচ্ছেদ্য অংশগুলোকে প্রভাবিত করে; এবং যে উপাদানটি এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি সুরু করেছে তার উপরই তা বুমেরাং-এর মত এসে পড়ে। সুতরাং তাদের সিদ্ধান্ত হল যে একটি উন্নয়নশীল দেশকে (আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দেশ এখন অসমতা বা বৈষম্যের বোঝা বহন করছে) এক তরফা কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়, যে কর্মপন্থা অন্যের (উন্নত পুঁজিবাদী দেশ) ক্ষতি সাধন করে, কারণ অর্থনৈতিক আলোড়নের প্রতিফলিত ধারা প্রবর্তক দেশের উপর ফিরে আসতে এবং তার নিজের অর্থনীতিতেও আঘাত করতে বাধ্য। এ ধরনের ভাবধারায় সুস্পষ্ট অর্থ হল গণতান্ত্রিক দাবির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মর্মবস্তুকে নির্মূল করা এবং বিশ্ব-অর্থনীতির অ-সমাজতান্ত্রিক অংশে যে অবস্থা চলছে তা বজায় রাখা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে "পারস্পরিক নির্ভরশীলতা"র অর্থ কী তা ১৯৭০ দশকের মধ্যভাগে বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকট থেকেই বোঝা গেছে—বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকটকে বহির্দেশীয় অর্থনৈতিক ছিদ্রপথে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে আংশিকভাবে "রপ্তানি" করা হয়েছে। আন্তর্জাতীয় বা বহুজাতিক কর্পোরেশনের কার্যকলাপ হল এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে সংকট থেকে নিজেদের পরিত্রাণের সূত্র সন্ধান—এরা প্রচণ্ডভাবে নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। একচেটিয়া মহলের চাপে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পণ্য শুল্ক সংক্রান্ত সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পণ্য আমদানির উপর বাধা নিষেধ আরোপিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক অসুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদের "অংশীদারদের" আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজেদের হস্তক্ষেপ তীব্র করে তোলে—

এই হস্তক্ষেপের নমুনা হল: বৈদেশিক বেসরকারি পুঁজিকে কনসেসন দেওয়ার শর্তে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ, দেশে প্রগতিশীল রূপান্তরের কাজ পরিহারের উপর জোর দেওয়া, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গুটিয়ে ফেলা ইত্যাদি।

বিগত কয়েক বছরের ঘটনা ব্যাখ্যা করে কয়েকজন বিশ্লেষক এই মন্তব্য করেছেন যে যদি নবীন রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম-বিভাজনের মধ্যে

অবস্থান করে এবং তাদের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত না করে তবে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লব-ভাবে গণতন্ত্রীকরণের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। আমরা মনে করি যে, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই তাদের অবস্থার বিপুল উন্নতির সুযোগ অর্জন করতে পারে। কিন্তু এটা সমাধা করার অপরিহার্য শর্ত হল নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম।

যদি সাম্রাজ্যবাদ নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাবের ছুতো নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর কিছুটা পরিশোধন করে নিয়ে তার নিজস্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মান ও নীতি চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে এই দেশগুলির মূল সমস্যাগুলি অমীমাংসিত থাকবে, যেমন করে ১৯৬০ দশকের বিভিন্ন কর্মসূচী সেই সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে নি। বড় জোর, বিশ্ব-অর্থনীতির হাতিয়ার কিছু আধুনিকীকরণের ফলে এই অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ আরও কিছুটা বেশি দক্ষতার সঙ্গে চলতে পারে। এইভাবে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুর্জোয়া রূপ অবশেষে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির উপর ক্রমনির্ভরশীলতার দিকে এবং এই একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্ধমান শোষণের মুখে ঠেলে দেবে।

"উন্নয়নশীল দুনিয়া"—এই ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক ধারণা। যদি কেউ একে মাথাপিছু একটি গড় জাতীয় আয় বিশিষ্ট এক সুসঙ্গত ও অভিন্ন দুনিয়া হিসাবে গণ্য করে তবে তাকে অতি সরলীকৃত, এমনকি এক ভুল রাজনৈতিক মূল্যায়নে পৌঁছতে হবে এবং ফলে তাকে এমন বাস্তব সুপারিশের প্রস্তাব দিতে হবে যা ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত অনেক রাষ্ট্রগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক স্বার্থ, শ্রেণীগত ঝোঁক এবং রাজনৈতিক শাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে অনেক তফাত। এর ফল হল এই যে একটি অভিন্ন মঞ্চের কাঠামোর মধ্যে যে বিভিন্ন অবস্থান আছে তাতে অপরিহার্যভাবেই পার্থক্য রয়েছে এবং এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় চলতি সামাজিক

প্রক্রিয়ার জটিলতা ও পরস্পরবিরোধী চরিত্র। যে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল নবীন রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের সর্বশেষ লক্ষ্য ও জরুরী কর্তব্যগুলি কখনও কখনও পারস্পরিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কোনো কোনো দেশের শাসক-শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসমুখী হয়। তারা বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করার ঝুঁকি নেয় এবং তারা যে "খেলার নিয়মটি" গ্রহণ করে তার ফলশ্রুতি হল পুঁজিবাদী শক্তি ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভর-শীলতা। সাম্রাজ্যবাদ এই পার্থক্য ও বিরোধগুলির সুযোগ নেওয়ার এবং নবীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

এ থেকেই এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে কেন উন্নয়নশীল দেশগুলির এবং সাধারণভাবে আধুনিক বিশ্বের সামাজিক চিত্র সম্পর্কে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না করার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আপত্তি রয়েছে। এই ধারণাটি তথাকথিত "দরিদ্র দক্ষিণাঞ্চল"-এর সঙ্গে সমস্ত উন্নত দেশগুলি সহ "ধনী উত্তরাঞ্চল" সম্পর্কিত ধারণা থেকে পৃথক। মাথাপিছু জাতীয় আয়কে এই গ্রুপগুলির বিভক্ত করার আসল মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয় কিন্তু এ দিকটা উপেক্ষা করা হয় যে মোটামুটিভাবে একই স্তরের আয় রয়েছে এমন দেশগুলির মধ্যেও রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পার্থক্য বর্তমান। তাই সমস্ত শিল্পোন্নত দেশগুলির উপর একই ধরনের "দাবি" উপস্থিত করার ভিত্তি নেই। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের উপর সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন এবং তাদের উপর আজকের দিনের নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ অথবা বিশ্বে আয়ের যে বৈষম্য রয়েছে, তার কোনটার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর এসব অন্যায়ের জন্য দায়ী এবং মুক্ত জাতিগুলোর তাদের সুদীর্ঘকালব্যাপী শোষণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করার অধিকার রয়েছে। আমরা শুধু এ ধরনের একটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই তত্ত্বটি হল: এক নতুন ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো হল নেতৃস্থানীয় অগ্রগামী শক্তি এবং বিশাল অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলো হল তাদের প্রতিপক্ষ। এই ধারণার মৌলিক বিচ্যুতি হল এই যে বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে মৌলিকভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সহ যে দুইটি বিপরীত সমাজ

ব্যবস্থা রয়েছে সেই সত্যকে অস্বীকার করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায়সঙ্গত দাবি বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে প্রধান বাধা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নটি পরিহার করে এই তত্ত্বটি জনমতকে বিপথে পরিচালিত করে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্বাভাবিক মৈত্রীকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করে সে কথা অবশ্যই সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর যে প্রয়াস চলেছে তা বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নেও প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে বৈদেশিক অর্থনৈতিক উপাদানগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নবীন রাষ্ট্রগুলোর শুধু মূলধনেরই প্রয়োজন নয় আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বিদেশ থেকে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রভৃতিরও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্যের যেমন পরিমাণগত দিক রয়েছে, তেমনি এর গুণগত দিক অর্থাৎ এ ধরনের সাহায্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রভৃতি দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তিনটি অপরিহার্য বিষয়ের উল্লেখ করা হলো :

প্রথমত, ব্যবহারিক কার্যক্রম থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে এই "সাহায্য" যে রকম মূল্যবান উপাদান হিসাবে কাজ করে তা সাহায্য গ্রহীতার চেয়ে সাহায্য দাতাদের অর্থাৎ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর স্বার্থই পুষ্ট করে ;

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া চক্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক সংহত করার ও এই রাষ্ট্রগুলোকে বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সাহায্যকে তাদের কৌশল হিসাবে গণ্য করে ;

তৃতীয়ত, যেখানে অচল সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শাসন বর্তমান থাকে সেখানে আদান-প্রদান বা রপ্তানি আমদানির দ্বারা কোনো প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না, কারণ সে সকল ক্ষেত্রে "সাহায্যে"র নামে অর্থ বা মূলধন ও পণ্যের প্রবেশ কেবল সামাজিক অনৈক্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

নবীন রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য দানের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সমবায় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো মূলত ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসরণ করে এবং সে উদ্দেশ্য হল নিঃস্বার্থ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ব্যাপক অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যকে ঔপনিবেশিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক নিপীড়নের ফলাফল থেকে মুক্তির, জাতীয় স্বাধীনতা সংহত করার, স্বাধীন জনগণের প্রগতির জন্য পশ্চাৎপদ সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামো পুনর্গঠনের এক ফলপ্রসূ পথ হিসাবে গণ্য করে। জাতীয় মুক্তির জন্য, সামাজিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রামরত জাতিগুলোর প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাহায্য নানা ধরনের এবং তা সর্বদাই ফলপ্রসূ। আজও এটা অব্যাহত আছে। কোন্ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সাহায্য হিসাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বরাদ্দকৃত বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদগুলো ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে এই দেশগুলো কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারে না। প্রগতিশীল উদ্দেশ্য ব্যাতিরেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাহায্য প্রত্যাশা করা অবাস্তব। অবশ্য, এ থেকে মুক্তি, স্বাধীনতা, সমতা, সার্বভৌমত্ব, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং সামাজিক উন্নয়নের যে কোনো পথ গ্রহণের অধিকার প্রভৃতি অস্বীকৃত হয় না।

কিন্তু, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার সমস্যা শুধুমাত্র বাইরের সাহায্য দ্বারা সমাধান করা এটাও প্রয়োজনীয় কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। বৈদেশিক সাহায্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি কার্যকর হাতিয়ার অবশ্য যদি সেই সাহায্য উৎপাদন-পুঞ্জিভবনের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো সক্রিয় করতে সাহায্য করে এবং তা যদি দেশের প্রাকৃতিক, আর্থিক ও লোকবল সংক্রান্ত সম্পদগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। আমাদের আরও উল্লেখ করা উচিত যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উৎপাদন পুঞ্জিভূত করার জন্য ভিন্ন ধরনের প্রকৃত শক্তি রয়েছে: এটা নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সমস্যার তীব্রতা, বৈদেশিক নীতি রূপায়ণ প্রভৃতি বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ স্তর ও আনুপাতিক হারের উপর। উপরন্তু, এই অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যদি এইসব দেশের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে। তাই সমস্ত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থান থেকে নেয়া সঞ্চয়ের একই রকম আনুপাতিক হারের

সুপারিশ করার অর্থ হল তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা। সঞ্চয়ের ধরন এবং বাইরের সাহায্য এই দুয়ের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কৃত্রিম ছক দুর্বল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বল্প উন্নত রাষ্ট্রগুলোকে আঘাত করে, যে দেশগুলো বাস্তব কারণেই সঞ্চয়ের উচ্চতর হার রক্ষা করতে হামেশাই অসমর্থ হয়।

সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার প্রয়াস উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্বের পরিস্থিতি তীব্র করে তুলেছে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামকে করেছে আরও জটিল। এই পরিস্থিতিতে এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট যে অনগ্রসরতার সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রেণী নীতির আলোকে একটি গঠনমূলক সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং এ কাজটি করতে হবে উন্নয়ন সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে এবং বাস্তব সুপারিশ ও কাজের ক্ষেত্রে নমনীয় ও সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বর্তমান অবস্থার অতি-সরলীকরণ বৈজ্ঞানিক অথবা রাজনৈতিক কোনো হিসাবে ফলপ্রসূ হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি যে—যে বিষয়টি বিশেষভাবে ক্ষতিকর তা হল বাঁধাধরা ভাবনা-চিন্তা আধুনিক বিশ্বের শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে অস্পষ্ট করে দেয়। এটা মূল্যায়ন করার পর, সবাইকেই অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে জোর দিতে হবে যে সমাজতন্ত্রের সর্বাত্মক ভূমিকার কথা বিবেচনা না করে বিশ্ব-অর্থনীতি গণতন্ত্রীকরণের প্রকৃত পথ স্থির করা বর্তমানে অসম্ভব এবং সমাজতন্ত্রের এই সর্বব্যাপক ভূমিকাকে এড়িয়ে ঔপনিবেশিক যুগ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়গুলি ও নয়া-ঔপনিবেশবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে সমাবেশ করা অসম্ভব ও অবাস্তব।

মূল বিষয় নবীকরণ

ইব নরলাণ্ড
ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, কার্যনির্বাহী
কমিটি এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

১৯৮০ সাল আমাদের জনগণের জন্যে কী নিয়ে আসবে? ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির ২৬তম কংগ্রেসে এপ্রিল, ১৯৮০ এই নিয়েই আলোচনা হয়।

প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন, বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান বিষয় হলো, পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী সংকট। এই সংকট বাড়তে বাড়তে জটিল হচ্ছে এবং এর প্রভাব ডেনিশ সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তীব্র। যারা ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসন চালাচ্ছে তারা দারুণ উদ্বিগ্ন। এরা কেউ কেউ মনে করে জাতি সর্বনাশের দিকে এগুচ্ছে। অন্যেরা পরিস্থিতি তত খারাপ মনে করে না। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের কথা বলতে এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রয়াসের "অকার্যকারিতা" জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল অনীহা, অনিশ্চয়তা, এমন কি জনসাধারণের মধ্যে বেপরোয়াভাব। আর এই জন্যই, জনগণকে বিভ্রান্ত করার সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করা এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করা গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কাজ যাঁরা সমাজের সংকটের কারণ এবং চলতি সমাজের ধারা পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে জনগণের সমাবেশ কীভাবে ঘটাতে হয় জানেন, তাঁদেরই করতে হবে। প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

একথা ভাবলে ভুল হবে যে এই সংকট এরই মধ্যে আপৎকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো জনগণের কাজের এবং জীবনধারণের অবস্থার যে অবনতি হয়েছে তা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থান

থেকেই প্রমাণিত হয়। ডেনিশ সমাজ দারুণ সংকটে পড়েছে এবং যারা পেটি-বুর্জোয়া এবং সংস্কারবাদী মোহে ভুগছে, তাদের কাছে এটা হতাশার উৎস।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি কংগ্রেসে তৎকালীন পার্টি চেয়ারম্যান জেন্স অটো ক্রাগ বলেছিলেন: "১৯৭০ সালে আমরা অবশ্যই শ্রেণী সমাজের অস্তিত্ব দূর করার সংগ্রাম চালাব···১৯৭০ সালেই আমরা ডেনিশ সমাজের রূপান্তর ঘটাব। এই আমরা স্বপ্ন দেখি। কিন্তু যদি আমরা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রমও করতে হবে। যে নতুন সমাজ যা আমরা সৃষ্টি করতে চাই, তা এমনি এমনিই হয়ে যাবে না।"

যদিও "স্বপ্ন" অথবা তা "বাস্তবে রূপান্তর"-এর কিছুই হয় নি। "একটি শ্রেণী সমাজের অস্তিত্ব দূরীকরণ" দেশী বিদেশী একচেটিয়াপতিদের স্বার্থে নির্মম শ্রেণী-নীতিতে পরিণত হয়। আর এখন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সরকার দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টিগুলোর মতোই পুঁজিবাদী যন্ত্রে তেল দেওয়ার উদ্দেশ্যে "একগাদা আইন" কার্যকর করার ব্যবস্থা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজিপতিদের সরকারি সুবিধা মঞ্জুর করা এবং প্রকৃত মজুরি দারুণভাবে কেটে নেওয়া।

গত ডিসেম্বরে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়। যৌথ দরাদরির ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অবস্থান অস্বীকার করা শুরু হয়। এমন কি ইউনিয়নগুলোর এস ডি পি নেতৃত্বও এই নীতিকে নিন্দা করতে বাধ্য হয়। এ কথা সত্যি যে, এরা সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সংগঠিত আন্দোলন করতে অস্বীকার করে। কিন্তু কারখানা এবং ইউনিয়নগুলোতে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই বছরের প্রথম দিকের কয়েকটি মাসে ৪০০-র বেশি ধর্মঘট হয়।

পশ্চিমী ভাষ্যকারগণ কথিত "জনকল্যাণ রাষ্ট্র" ডেনমার্কের জনসংখ্যার শতকরা দশজন জাতীয় সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী। অর্থ-নৈতিক সংকটে যুবকরাই সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে—৭০,০০০-এর মতো বেকার। এটা তালিকাভুক্ত বেকারের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি। প্রতি বছর ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ তরুণ বেকার বাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে।

১৯৭০ সালে এইভাবে "সামাজিক অংশীদারত্বের" প্রবক্তাদের কথা এবং

কাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের অনুগামীদের মধ্যে "মারাত্মক মতবাদ" সৃষ্টি হয়।

সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী সমাজের অন্যায় এবং কুৎসিত দিকগুলো কমিউনিস্টরা জনসমক্ষে তুলে ধরে। তাদের যুক্তি হচ্ছে দেশের ওপর বৃহৎ ব্যবসায়ীদের চাপিয়ে দেওয়া পথের বিকল্প পথ বর্তমান। পার্টি চায় শ্রমিক এবং জনগণকে তাদের শক্তি সম্পর্কে আস্থা ও উদ্দীপনা জোগাতে এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পথেই জাতির সমস্যার সমাধান হতে পারে।

বৃহৎ ব্যবসায়ীরা শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাবকে ভয় করে এবং এ থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় কেন পুঁজিবাদী সংকট যত গভীর হবে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ততই তীব্রতর হবে। যদিও এটা শোষণ ব্যবস্থার শক্তির কোনো পরিচয় নয়, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রামের পথে একটি বাধা। কমিউনিস্টদের বর্তমান কর্তব্যগুলোর একটি হলো কমিউনিস্ট-বিরোধিতা, বিশেষ করে সোভিয়েত বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালানো।

কিছুদিনের জন্য সি পি ডি-র ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। শত্রুরা আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং বিভেদের বীজ ছড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের হিসাবে ভুল ছিল। ডেনিশ পত্র-পত্রিকাগুলোকে স্বীকার করতে হয়েছে আমাদের ২৬তম কংগ্রেস রাজনৈতিক ঐক্য এবং সুস্থ নবীকরণের দ্বারা চিহ্নিত।

এটা ছিল কংগ্রেসের জন্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর গণতান্ত্রিক প্রস্তুতিরই ফল। আমাদের সংগ্রামের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি এবং আত্মসমালোচনামূলক আলোচনা পার্টির যৌথ ধারণার পরীক্ষাকে সম্ভব করে তোলে। এটা ঠিক যে, আলোচনা নেতিবাচক দিকে মোড় নেওয়ার বিপদ ছিল। কিন্তু তা ঘটে নি। পার্টির কাজকর্মের উন্নতি এবং পরিধি বাড়ানোর জন্য নীতিনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত উৎসাহী আলোচনা চালানোর পক্ষে সি পি ডি-যে যথেষ্ট পরিণত তা প্রমাণিত হয়েছিল। ২৫তম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা চলে, সর্বশেষ কংগ্রেসে ঐ কর্মসূচী সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

এটা প্রধানত পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্যই হয়। কংগ্রেসে সি সি রিপোর্টে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম পার্টিকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক প্রগতির জন্য, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণের সঙ্গে ডেনিশ জনগণের সংগ্রামে যুক্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এই সংগ্রামে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ হল একটি প্রধান উপাদান।

কংগ্রেসে এবং তার আগে যে প্রধান সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে ছিল কমিউনিস্ট এবং যুক্ত আন্দোলনের সংগঠন দ্বারা ঘোষিত ঐক্যের নীতি কার্যকর করা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। কংগ্রেসের দলিলে ঘোষিত "আন্দোলনে ঐক্য" হলো "শ্রমিক এবং সমগ্র জনগণের সংগ্রামী শক্তি গড়ার চাবিকাঠি। এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে আন্দোলন, যৌথ আন্দোলনের সময়ে যাতে অনৈক্য সৃষ্টি হয় তার ওপর জোর না দিয়ে ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া। এর মানে এই নয় যে কোনো একটি গোষ্ঠীকে তার মতামত পরিত্যাগ করতে হবে···এছাড়া ঐক্যের জন্য প্রয়োজন নিষ্ক্রিয়তার ও মতান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামে ঐক্য তাদের পার্টি কর্মসূচী নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতেই হবে।"* কংগ্রেসে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয় সি পি ডি শুধুমাত্র বামপন্থী পার্টি নয়, ডেনিশ শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী পার্টি।

একচেটিয়াদের আক্রমণ রুখতে হলে শুধুমাত্র অসন্তোষ, প্রতিবাদ অথবা ক্রোধ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন সচেতন লক্ষ্য এবং সংগঠিত প্রয়াস। সি-পি-ডি শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রয়োজন মেটানোর জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নির্দেশিত সামাজিক সংগ্রামের ধারা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের যৌথ অভিজ্ঞতার দ্বারাই চালিত হয়। আর এই জন্যই পার্টিকে শক্তিশালী, উন্নত ও সজীব করা এবং আন্তঃ পার্টি জীবন সঞ্জীবিত করা আমাদের সংগ্রামের সাফল্যের পক্ষে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

পার্টি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কর্তব্য সম্পূর্ণ করেছে। যদিও একথা স্বীকার করা হয়েছে পার্টি শাখাগুলোকেই রাজনৈতিক কাজের চাপ

---

* ল্যাণ্ড ওগ ফোক, এপ্রিল ১৯-২০, ১৯৮০।

সামলাতে হবে। সরাসরি এবং প্রশংসনীয়ভাবে তরুণ সদস্যদের পার্টিতে আসার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এই বছর সি পি ডি-তে শত শত নতুন সদস্য যোগ দিয়েছে। আমরা ৪৬টি নতুন স্থানীয় শাখা গঠন করেছি। পার্টির জাতীয় সংবাদপত্র ল্যাণ্ড ওক ফোক-এর সহায়তার জন্য তহবিল সংগ্রহ অভিযানে ৪৫ লক্ষ ক্রোনার উঠেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য বর্তমান। কংগ্রেসে বিভিন্ন দিকের কার্যকলাপসহ পার্টি কাজের ওপর একটি বিস্তারিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৬তম কংগ্রেস দেশে এবং বিদেশে প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পার্টির জন্য একটি মজবুত ভিত্তি রচনা করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আরো গতিশীল কমিউনিস্ট নীতি অপরিহার্য। কংগ্রেসে এই অভিমত বারবারই ব্যক্ত হয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির ঝোঁক হল ই ই সি এবং প্রধানত ন্যাটোর মাধ্যমে ডেনমার্কের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করা। এই চাপের লক্ষ্য হল সর্ব প্রথম সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশে "বিদেশী সৈন্য রাখার সুযোগ-সুবিধা" সম্পর্কে একটি গোপন চুক্তি হয়েছে, অন্য কথায় বলতে গেলে বিশ্বের এই অঞ্চলে বা অন্য কোথাও মার্কিন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনো সময়ে আচমকা যাতে মার্কিন সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার জন্য সংরক্ষিত ঘাঁটি রাখা। এই চুক্তি খোদ ডেনমার্কে (গ্রীনল্যাণ্ডে আগে থেকেই অনেকগুলি ঘাঁটি রয়েছে) আণবিক যুদ্ধাস্ত্র অথবা ঘাঁটি না রাখার ঘোষিত নীতির সঙ্গে মেলে না। এর ফলে ডেনমার্ক আগের চেয়ে আরো বেশি করে মার্কিন এবং ন্যাটোর সামরিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে এবং উত্তর ইউরোপে ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট উরহো কেক্কোনেন প্রস্তাবিত পারমাণবিক শক্তিমুক্ত অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার প্রয়াসে যোগ দেওয়া থেকে সরিয়ে আনবে।

পূর্বের মতোই সামরিক প্রস্তুতির ন্যায্যতা বোঝাতে কমিউনিস্ট এবং সোভিয়েত-বিরোধী গালগল্পকে কাজে লাগানো হচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জনগণের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ, শ্রমজীবী জনগণের অসংখ্য শান্তি আন্দোলন এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দল, বিশেষত এস ডি পি-র মধ্যে

আলোড়ন এভাবেই শাসকশ্রেণী মোকাবিলা করতে চায়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নিচের তলার কর্মীরা বারবার দেঁতাত এবং নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে, পার্টি নেতৃত্বকে স্যাটোর দাবি সম্পর্কে কতকগুলি শর্ত আরোপ করতে বলেছে। যদিও এই সমস্ত শর্ত একরকম অগ্রাহ্য করে দল স্যাটোর হুকুমের কাছে নতি স্বীকার করেছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে মাঝারি-পাল্লার নতুন মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর সিদ্ধান্ত এবং ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী উল্লেখ্য।

কংগ্রেসে স্যাটো নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য কার্টার অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করা পার্টির মুখ্য করণীয়গুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত হয়েছে। এই লড়াইয়ে প্রয়োজন আন্দোলনে ব্যাপক ঐক্য। কংগ্রেসে বলা হয়েছে বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে সংহতি জোরদার করা অত্যন্ত জরুরী।

অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অবনতির একটি প্রধান লক্ষণ ছিল গত শরৎকালের সাধারণ নির্বাচনের পর এস ডি পি সরকার শান্তির সময়ে যা হয় নি শ্রমিকদের ওপর জাতীয় একচেটিয়া পুঁজির সর্বকালের বৃহৎ আক্রমণের সমর্থনে নামে। কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময়ে সরকার শ্রমজীবী জনগণের কাঁধে আরো বেশি করে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের বরাদ্দ-অর্থ নতুন করে কমিয়ে দিয়ে, প্রকৃত মজুরি আরো হ্রাস করে এবং বেকার বাড়িয়ে পুঁজিপতিদের ব্যাপক সুবিধা দেওয়া হয়।

পুঁজিপতিদের সমূহ আক্রমণের মুখে কংগ্রেস সরকারি নীতি বাতিল এবং পরাস্ত করার আহ্বান জানায়। উচ্চ মজুরির জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম এবং সরকারি বরাদ্দ কেটে নেওয়ায় জনগণের ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে নিয়ে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ার এই হল পথ। কংগ্রেসে উল্লেখ করা হয় যে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের চিরাচরিত কৌশল নাকচ করতে, যারা মালিক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য যে ছোটোখাটো ভুয়া সংস্কারকে কাজে লাগায় তাদের বিরুদ্ধে এটা দরকার। একচেটিয়াদের

ওপর চাপ দিতে এবং তাদের ক্ষমতা নিঃশেষ করতে জনগণকে অবশ্যই এক নতুন নীতির দাবি তুলতে হবে।

সরকার দাবি করছে এই কড়াকড়ি একটি আপৎকালীন ব্যবস্থা, যদিও ডেনমার্কে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা শস্যহানি ঘটে নি। দেশের নিজস্ব ভূখণ্ডে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। উন্নত মানের উৎপাদন যন্ত্র এবং পর্যাপ্ত কর্মীবাহিনীও রয়েছে। মন্দা অথবা দীর্ঘস্থায়ী সংকট কোনোভাবেই অবশ্যম্ভাবী নয়। অগ্রগতি সম্ভব। এটা করতে হলে সম্ভাব্য সমস্ত শক্তিকে সমাজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে নয়।

কংগ্রেস সংকটের গণতান্ত্রিক সমাধান চায় এমন সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট আন্দোলনের কর্মসূচী রচনা করেছে। কংগ্রেসের দলিলে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সি পি ডি প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলিকে সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনের জন্য পরিচালিত সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কংগ্রেসে বলা হয়েছে "কমিউনিস্টরা মনে করে না যে এই নীতি গৃহীত হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এই ধরনের নীতির পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী সমাজ বদলের দিকে অগ্রগতির পদক্ষেপ দিতে পারে। **বুর্জোয়া গণতন্ত্র** যা সর্বদাই একচেটিয়া শক্তির কাছে পিছু হটে এবং নিজেকে খর্ব করতে দেয় তা থেকে **একচেটিয়া-বিরোধী গণতন্ত্র**-এর দিকে আমরা অগ্রসর হব যা একচেটিয়া শক্তিকে পাল্টা আঘাত হানবে এবং চূর্ণ করবে।"*

কংগ্রেস দেশের সমস্যার মূলকথাগুলি তুলে ধরেছে "১৯৮০-র চ্যালেঞ্জের প্রতি কমিউনিস্টদের উত্তর" শীর্ষক ইশতেহারে।

ইশতেহারে বলা হয়েছে "বৃহৎ পুঁজির প্রভুত্ব" জনগণকে অন্ধকারময় প্রত্যাশাই জোগায়। এর ফলে ১৯৭০ সালের পুঁজিবাদী সংকটের জের ১৯৮০ সালেও চলবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে কড়া সমর্থকদেরও বলতে হচ্ছে যে শ্রমজীবী জনগণ যদি নিদারুণ কষ্ট এবং কড়াকড়ি মেনে নেয় তাহলেই এই ব্যবস্থা বাঁচতে পারে। নতুন যুগে পুঁজিবাদের সমর্থকরা ঝুঁকি সত্ত্বেও অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালাতে এবং 'যুদ্ধের মুখে ভারসাম্য' বজায় রাখতে চায়।

---

* **ল্যাণ্ড ওগ ফোক**, এপ্রিল ১৯-২০, ১৯৮০

"জাতিগুলি এই ভবিষ্যৎকে মেনে নিতে পারে না। তারা যদি এটা মেনে নেয় তাহলে তারা তাদের সর্বনাশা পরিণতির পথ খুলে দেবে।

"এই জন্যই ১৯৮০ সালে আমাদের সামনে রয়েছে এই সমস্ত প্রধান কর্তব্য :

"...এই দশকে শান্তির পরিবেশ বৃদ্ধি করা, দেতাঁত এবং পারস্পরিক সমঝোতার প্রভাব বিস্তার করা এবং অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বদলে নিরস্ত্রীকরণের পথ প্রশস্ত করা;

"এই দশককে সংকটের বোঝা বহনের বিরুদ্ধে জন্য গণতান্ত্রিক শক্তির অবস্থান গ্রহণের এবং বৃহৎ পুঁজির শক্তিকে ধ্বংস করার এবং সমাজ পরিবর্তনের দশকে পরিণত করা।"*

এইভাবেই কমিউনিস্টরা তাদের ২৬-তম কংগ্রেস সম্পূর্ণ করেছে এবং তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের বন্ধুরা সন্তোষের সঙ্গে উল্লেখ করেছে এবং আমাদের শত্রুদেরকে স্বীকার করতে হয়েছে যে কংগ্রেসে পার্টির শক্তি, দৃঢ়তা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। নতুন এবং তীব্রতর সংগ্রামের মুখে এই সব গুণাবলীই আমাদের চাই। এই সমস্তই শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য ১৯৮০ সালে আমাদের সংগ্রামের অগ্রগতির পক্ষে সাহায্য করবে।

---

* ল্যাণ্ড ওগা ফোগা, এপ্রিল ১৯-২০, ১৯৮০

নতুন অভিজ্ঞতা

আমাদের সাক্ষাৎকারসমূহ

দক্ষিণ ভিয়েতনামের পার্টি সংগঠন

হো সি বান

ভল্ল এম আর-এ ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি

প্রশ্ন : সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, দক্ষিণ অঞ্চলে পার্টি সংগঠন গড়ার ব্যাপারে সি পি ভি-র পক্ষ থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিভাবে তা করা হয়েছে তার কিছু উদাহরণ কি আপনি দিতে পারেন ?

উত্তর—পার্টি সভ্যপদ বাড়ানোর জন্য গণসংগ্রামে পোড়খাওয়া শ্রমিক-শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের শ্রেষ্ঠ সদস্যদের পার্টিতে আনাটা পার্টি প্রথম ও মূল কাজ বলে মনে করে। অন্যদিকে, স্বার্থান্বেষীদের বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের সজাগ থাকা প্রয়োজন। সমস্ত পার্টি সংগঠন এই লাইন অনুসরণ করে। সি পি ভি-র হো চি মিন শহর কমিটির কথা ধরা যাক, তারা বিশেষ করে শিল্প থেকে নতুন সদস্য আনার জন্য বহু কিছু করছে। হো চি মিন শহর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে বিশেষ অবস্থানে রয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিক সেখানে বাস করে। তবুও সেই শহরের পার্টি সদস্যদের মাত্র ৪ শতাংশ শিল্প শ্রমিক উপরন্তু, তাদের বেশিরভাগই সরাসরি-ভাবে উৎপাদনে নিযুক্ত নয়। শহর পার্টি কমিটি এই অবস্থা পাল্টানোর জন্য চেষ্টা করছে এবং কিছু পরিমাণে সফলও হয়েছে। পার্টি শাখাগুলো প্রায় সবকটি কারখানা জুড়ে দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু নতুন সদস্যদের মধ্যেও শ্রমিকের সংখ্যা খুব কম। গত বছর শিল্পে নিযুক্ত ২৩৭ জন সহ ১২৫১ জনকে সভ্যপদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ৬৩ জন সরাসরিভাবে উৎপাদনে নিযুক্ত।

বিপ্লবের নতুন স্তর অর্থাৎ সমাজতন্ত্র গড়া ও সমাজতান্ত্রিক দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনের সাথে এটা খাপ খায় না।

এর কতকগুলো কারণ আছে। যাই হোক আমি একটা কারণ বলব, যেটা আমার মতে পার্টি শাখাতে ও কিছু কমিউনিস্টের মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছে। শহরের শ্রমিকদের বিপ্লবী সম্ভাবনা সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা আছে। এটা এই মুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম স্বাধীন হওয়ার আগে সায়গনের শ্রমজীবী জনগণের পূর্ববর্তী শাসকদের প্রতি "স্বার্থবোধক" সম্পর্ক ছিল (অর্থাৎ তারা রাষ্ট্রযন্ত্রে, বিদেশী সংস্থায় বশংবদ সেনাবাহিনী ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিল)। এই নতুন মুক্ত শহরের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে গেলে শুধুমাত্র এটুকু ধরাই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তার গুণাগুণ বিচার করা উচিত কিন্তু কোনো পূর্বকৃত ধারণা থাকা উচিত নয়।

আমরা জানি যে, পুরানো শাসনে ব্লু ও হোয়াইট কলার শ্রমিকদের অধিকাংশই শাসকশ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হোতো। এটা লক্ষ্য করা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে একুশ বছর ধরে মার্কিন আগ্রসকও তার সহযোগী-দের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণ নিরলসভাবে সংগ্রাম করেছেন। ১৯৬৬ সালের প্রতিরোধে শহরের শ্রমিকদের সশস্ত্র ইউনিটগুলো ছিল মেরুদণ্ড এবং ১৯৬৮ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামী শহরের বিরুদ্ধে গণ-সামরিক বাহিনীর সাধারণ অভিযানের সময় বশংবদ বাহিনীর বিরুদ্ধে রাস্তার লড়াইয়ে যোগ দেয়। ১৯৭৫ সালের বসন্তকালে শত্রুর কাছ থেকে নেওয়া অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে দেশ-প্রেমিকেরা যে লড়াই করে, সায়গন মিলিটারীর হাত থেকে কারখানাগুলোকে রক্ষা করে শ্রমিকেরা, যে মিলিটারী কারখানাগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। শ্রমিকদের ইউনিটগুলো মুক্তিবাহিনীকে শহর ও গ্রামগুলো দখল করতে, শত্রুবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে, মুক্তির পর আইন-শৃংখলাগুলো বজায় রাখতে, ঠগদের শায়েস্তা করতে, বেশ্যাবৃত্তি ও নেশাগ্রস্ততা বন্ধ করতে ও আগেকার সমস্ত খারাপ জিনিস বন্ধ করতে সাহায্য করে।

ধর্মঘট আন্দোলন সন্দেহাতীতভাবে সায়গন শাসকদের সংকটকে গভীরতর করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করা, বিপ্লবী আন্দোলন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা ও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া মধ্যে তাদের জড়িয়ে রাখার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

এ সবই দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রলেতারিয়েতদের উচ্চ শ্রেণীচেতনা ও

দেশপ্রেমের পরিচয়। ভিয়েতনামী শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসেবে তারা তাদের নিয়তি ও সমাজতান্ত্রিক দেশের ভাগ্যের প্রকৃত নির্মাতা হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রমাণ হোলো, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বহু শ্রমজীবী মানুষ পার্টি সদস্যপদের অধিকারী হন এবং একজন কমিউনিস্টের যা হওয়া দরকার, তা হন।

বিশেষ করে এই ধরনের মানুষকে টানার জন্য কিসের ভিত্তিতে আমাদের অগ্রসর হতে হবে? এই ধরনের জটিল শহরের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ণের সময় (অর্থাৎ তাদের একাংশ নয়া-উপনিবেশবাদের দ্বারা প্রভাবিত এটা অবজ্ঞা না করেও তাদের শ্রেণী চেতনা ও দেশপ্রেমের কথা জেনে) আমাদের বিপ্লবী গণ-আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে হবে এবং পার্টি সদস্যপদ বাড়ানোর প্রচেষ্টায় তাদের আনতে হবে। সি পি ভি-র অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে এটাই সবচেয়ে নির্ভরশীল ভিত্তি। ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলনে, মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জাতির মুক্তির জন্য, সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য ও সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের পার্টি জনগণকে সক্রিয় করে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ায় পার্টিও বেড়েছে ও শক্তি অর্জন করেছে। এটাই জনগণকে উৎপাদনে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে, পার্টিকে নতুন সভ্য সংগ্রহ করতে, ক্যাডারদের উন্নত করতে ও সুবিধাবাদীদের খুঁজে বের করে বিতাড়িত করতে শক্তি জুগিয়েছে।

বর্তমানে ক্ষমতায় থেকে, বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আগের চেয়ে অনেক বেশি করে পার্টি গঠনে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণকে পার্টি সুনিশ্চিত করবে। আমি মনে করি অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্ভাব্য পার্টি সদস্য বাছাইয়ের সমস্যা তলা থেকে আলোচনা করা প্রয়োজন এবং পার্টি শাখা ও কমিটি তথা কমিউনিস্ট হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির বিভিন্ন কাজকর্মে সমালোচনায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। পার্টিতে সদস্যপদের জন্য যোগ্য মানুষদের সুপারিশ করাই জনগণের একমাত্র কাজ হবে না, পরন্তু যারা পার্টিতে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে অর্থাৎ শাসক পার্টিতে থেকে নিজেদের হীন মতলব চরিতার্থ করছে তাদের চিহ্নিত করার কাজে শাখাগুলোকে সাহায্যও তারা করবে।

পার্টির সংখ্যাগত শক্তি বাড়াবার জন্য মতাদর্শগত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে অনেক কিছু করা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ এই বিশেষ

কাজের জন্য আমরা স্থানীয় শাখাগুলোকে দায়িত্ব দেই, নিয়ন্ত্রণ করতে দেই, ফলাফল নিরূপণ করতে দেই, সংগঠনের অভিজ্ঞতা সাধারণীকরণ করতে দেই, যা সি সি-র নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সংখ্যার দিকে নয় সদস্যদের গুণের দিকে নজর দেয় এবং পার্টি যাতে শক্তিশালী হয় তা দেখি।

আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেইভাবে নতুন সভ্যসংগ্রহের জন্য হো চি মিন শহর পার্টি কমিটি দৃঢ়ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে, অতীত অভিজ্ঞতাকে তারা বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছে এবং পার্টি গঠনে সন্দেহাতীত-ভাবে তারা আরও অগ্রসর হবে। তাদের অর্জিত ফলেই এর প্রমাণ রয়েছে।

সিনেটে কমিউনিস্টরা

আরাল্ডো টোলোমেলি

কমিউনিস্ট সিনেট সদস্য

(ইতালি)

প্রশ্ন ঃ—সিনেটে দীর্ঘকাল ধরে কমিউনিস্টদের একটি বড় ও জঙ্গী গোষ্ঠী রয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বহু মানুষের উৎসাহ আছে। বর্তমানে তাদের কাজের চরিত্র, পরিধি ও ধরন এবং পার্টি নীতি রূপায়ণে তাদের ভূমিকা আপনি কি ব্যাখ্যা করবেন? অন্য দলের সিনেট সদস্যদের থেকে কমিউনিস্ট সিনেট সদস্যদের তফাত কোথায়?

উত্তর ঃ—অতি সাধারণভাবে আই. সি. পি-র সিনেট গোষ্ঠীর কাজ হল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পার্টি অনুসৃত নীতিকে পার্লামেন্টে কার্যকরি করা। জাতির জীবনে আই সি পি-র ভূমিকা ও স্থান তথা রাষ্ট্র ও সমাজের রূপান্তরণে রাজনৈতিক রণনীতির অনুযায়ী আমরা কাজ করি। এটা বলা হচ্ছে না যে, এই গোষ্ঠী সব ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর স্বাধিকারের নীতি সাম্প্রতিক কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়েছে। এই স্বাধিকারের চরিত্র প্রকাশ পায়, বিভিন্ন আইন ও আইনের খসড়ায় এই গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিতে। এইসব খসড়ার ব্যাপারে পার্লামেন্টের অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে

রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারেও এটা প্রকাশিত হয়। আমাদের গোষ্ঠীর বহুবিধ কাজকর্ম পার্টির মূল নীতি থেকে উদ্ভূত। একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে পার্লামেন্টের স্তরে এই নীতি আমরা কার্যকরি করতে চেষ্টা করি।

এখন গোষ্ঠীর গঠন সম্পর্কে বলা যাক। সিনেটে আমাদের ১০১টি সদস্য আছে। আমাদের চেয়ারম্যান এডোয়ার্ডো পের্না, আইস পি-র নেতৃত্বের সদস্য। তাঁর দু-জন ডেপুটি ও তিনজন সেক্রেটারী আছেন যাঁরা গোষ্ঠীর কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। তাঁদের নিয়ে এর প্রেসিডিয়াম। আমাদের একটি স্টিয়ারিং কমিটিও আছে, যারা নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন, গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন, পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে কাজের হিসাব সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কে দেন, যেটা হোলো সিনেট গোষ্ঠীর সাধারণ সভা। বিভিন্ন কমিশনে আমাদের সিনেট সদস্যগণ সেইসব কমরেডদের নেতৃত্বে আছেন, যাঁরা প্রেসিডিয়াম ও স্টিয়ারিং কমিটি উভয়ের কাছেই দায়ী এবং তাদের নিজস্ব-ক্ষেত্রের সমস্যাগুলোর সমাধানে ও সার্বিক কাজের পরিকল্পনার যোগাযোগ সাধনে নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন।

আমি মনে করি, আমাদের গোষ্ঠীর কাজের যৌথ চরিত্রের একটা ধারণা এটা দেয় এবং দেখায় যে, এর সদস্যদের মধ্যে কাজের বিভাগ আছে, এর প্রত্যেকটি সদস্য তার নিজস্ব কাজের জন্য দায়ী।

আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন, সিনেটে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর কাজের সঙ্গে অন্যান্য পার্টির তফাত কোথায়? তফাত হোলো কাজের সাধারণ নীতিসমূহে, এবং আমি বলতে চাই এটা শ্রেণীনীতি। আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা এবং এটাই তার কাজের মূল বৈশিষ্ট্য। আমার এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের কাজে কোনো মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু তা জাতীয় স্বার্থ ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রামরত আই সি পি-র জাতীয় ভূমিকাকেও সে প্রতিফলিত করে। এটা মৌলিক নীতি এবং আমাদের পার্টি নীতি ও বিপ্লবী রণনীতির প্রকাশ।

আই সি পি ও তার পার্লামেন্টারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্মনীতির

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোলো, অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি ও তাদের পার্লামেন্টারী গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্যের নীতি চালিয়ে যাবার জন্য ঐকমত্য ও নিরবচ্ছিন্নতা। তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কাজে লাগানোর জন্য এবং জাতি ও শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করানোর জন্য আমাদের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, যথা খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের সাথেও সহযোগিতা করবার সুযোগ আমরা খুঁজি। এর অর্থ এই নয় যে, ঐক্যের জন্য আমরা পরিস্থিতির পরিবর্তনের বা সার্বিক পরিস্থিতির অগ্রগতির বাধাস্বরূপ কোনো লাইন নেবো। জনগণকে সমবেত করার জন্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের জন্য একটি প্রগতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আমরা দেখি। আমরা জানি যে, ঐক্য অপরিহার্য, কারণ তা শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। ইতালির বর্তমান গভীর সংকটের প্রেক্ষাপটে এটার একটা জাতীয় গুরুত্ব আছে। এর অর্থ হোলো, যে যদি একবার ঐক্য কার্যকরি হয়, তবে তা শুধুমাত্র প্রগতিশীল ও আরও গণতান্ত্রিক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা নয়, পরন্তু রাজনৈতিক ও পার্লামেন্টারী স্তরেও অগ্রগতি ঘটাবে। এর ফলে ইতিবাচক প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এমনকি তিক্ত সংগ্রামও হতে পারে। কমিউনিস্ট সিনেট সদস্যগণ আদর্শগত সংহতি, দায়িত্ববোধ, আন্তরিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা ও একাগ্রতার মত গুণগুলো প্রদর্শন করে। শৃংখলার প্রতি তাদের কঠোর আনুগত্যের কথাও উল্লেখ করা উচিত, যা বিস্তৃত আলোচনা ও সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফল এবং আমাদের পার্টির চরিত্র ও তার পার্লামেন্টারী গোষ্ঠীর কাজের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

নতুন আইন কার্যকর হচ্ছে কি না এবং সরকারি প্রতিশ্রুতি পালিত হচ্ছে কিনা তা অনবরত যাচাই করার ব্যাপারেও আমাদের সিনেট সদস্যগণ সজাগ। পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে বা বিতর্কে অংশ নিয়ে অথবা সিনেটে প্রস্তাব উত্থাপন করেই শুধুমাত্র এটা করা হয় না, পরন্তু জনগণকে সমবেত করে তাদের সক্রিয় করে তুলেও তা করা হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বক্তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময়ে আমরা প্রগতিশীল আইন প্রণয়নের কথা বলি এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করি। সম্পর্কে চিড় না ধরাবার জন্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু যদি

ব্যর্থ হই, তখন জনসাধারণকে বলি কারা এর জন্য দায়ী, যাতে এই ব্যর্থতার দায়িত্ব রক্ষণশীলদের ঘাড়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের বাধা দিয়ে তারা দেশকে দেখায় যে, আসলে তারা কিসের পক্ষে। যখন সরকার তার কথা রাখে না বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে, তখন আমরাও তাদের সম্পর্কে একই পদ্ধতি গ্রহণ করি।

একাজের জন্য সিনেট গোষ্ঠীর বেশ খানিকটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন ; কখনও আমরা সফল হই, কখনও হই না। কারণ পার্লামেন্টকে আমরা নিছক বক্তৃতামঞ্চ বা প্রচারমাধ্যম বলে মনে করি না। পার্লামেন্টে আমাদের পার্টির প্রভাব ও ভূমিকা এবং রাজনৈতিক কর্তব্যের (সমস্ত রামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিকে গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে সরকারে আনা) বিচারে আমরা পার্লামেন্টকে এমন একটি সংস্থা হিসেবে দেখি, যা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে রূপান্তরের জন্য আইন পাস করতে পারে এবং রাজনৈতিক মঞ্চে যেসব নতুন সামাজিক শক্তি আসছে, তাদের মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। আই সি পি-র প্রত্যেকটি পার্লামেন্টারী গোষ্ঠী এই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ সে বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবেও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব গভীর সংকট উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খোঁজে।

এর ফলে সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে আই সি পি-র ভোট কমে গিয়েছে। নতুন আইন কার্যকরি না করার বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি ও পার্লামেন্টারী গোষ্ঠী একসাথে প্রতিবাদ করে। কয়েক দশক ধ'রে অবহেলিত সমস্যাগুলোর সমাধানে আইন বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন। নতুন আইনের ইতিবাচক চরিত্র থাকা সত্ত্বেও এই সমস্যাগুলোর ব্যাখ্যা মেলে না এবং ফলে জন সাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

পরিমিত ভাড়া সংক্রান্ত আইনের কথা ধরা যাক্। এই সমস্যা আলোচনায়, যার সমাধান ত্রিশ বছর আগে হয়ে গেছে। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের স্বার্থের মধ্যে পরিষ্কার রেখা টানা কঠিন, কারণ আইনের আওতায় শ্রমজীবী মানুষের এমন অংশও আছে, যাঁদের বাড়ি আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যাদের বাড়ি নেই এমন শ্রমজীবী মানুষের সাথে যাঁদের বাড়ি আছে এমন শ্রমজীবী মানুষ বা পেনশনভোগীদের সাথে, বিশেষ ক'রে

যেসব পেনশনভোগী বাড়িভাড়া দিয়ে জীবনযাপন করে, তাদের সংঘাত বাধে। সুস্থ সমাধানের সম্ভাবনাও সীমিত। পরন্তু যাদের ঘর নেই এবং যাদের ঘর আছে এমন সব শ্রমজীবী মানুষকে বৃহৎ পুঁজি ও বড় বড় কন্‌ট্রাকটরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জড়ো ক'রে সুষ্ঠু গৃহ নীতির সমর্থনে ও সাধারণ শ্রেণী ও জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন; এটা কঠিন, কিন্তু এটা করতেই হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যখন আইন প্রণীত হবে, তখন জনগণও এই আইন প্রণয়নে আগ্রহীদের সাথে ঘনিষ্ঠ ও লাগাতার যোগাযোগ থাকা দরকার এবং তাতে তারা যাতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে তাও দেখা দরকার।

আইন প্রণয়নের আগে আমরা কমিউনিস্ট এম পি-রা ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হই এবং সেই আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমরা আলোচনায় বসি। পরিশেষে তাদের অংশগ্রহণে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করি। এমনকি যখন সেই খসড়া অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে আসে, তখন উদ্যোগ ও সঠিক কৌশলের চেয়েও আরও কিছুর প্রয়োজন হয়। সঠিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে আমরা জনগণকে সমবেত করি। আমাদের এম পি-রা জনগণের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। এর জন্য তাদের নিজেদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অন্য একটি অসুবিধা হোলো প্রত্যেক কমিউনিস্ট এম পি-কে পার্লামেন্টে বিশেষত তার ক্ষেত্রে ভালোভাবে কাজ করতে হয় ও তার পার্টি সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়। সিনেট গোষ্ঠী ও পার্টির মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর আশা আকাঙ্ক্ষা জানবার জন্য তাদের সাথে অনবরত যোগাযোগ রাখতে হয়। এর অর্থ হল আমি রোমে কাজ করলেও, আমার নিজস্ব ফেডারেশনেও সক্রিয় থাকতে হয়, সভায় বক্তব্য রাখতে হয়, দেশের অন্যান্য জায়গায় আলোচনায় যোগ দিতে হয় ও পার্লামেন্ট পার্টির নীতি বলতে হয় ও রূপায়ণ করতে হয়। পরিশেষে, শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে সভা করাও আমাদের এম পি-দের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পার্লামেন্টে এসে আইনগুলো সম্পর্কে তারা তাদের বক্তব্য বলে এবং পাসকরা আইনের অর্থ জিজ্ঞাসা করে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও শক্তি বিন্যাসে কমিউনিস্ট এম পি-দের দুরন্ত প্রচেষ্টা ও উচ্চ দায়িত্ব বোধ প্রয়োজন।

দলিল

সংগ্রামে নতুন উদ্দীপনা

জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত করেছে যে লেবাননে জে সি পি সংগঠনকে এখন থেকে জে সি পি-র শাখা হিসেবে লেবাননে প্যালেস্টাইনীয় কমিউনিস্ট সংগঠন (পি সি ও এল) নামে অভিহিত হবে। এবং তা জে সি পি-র অংশ থাকবে।

আরব দেশগুলো ও সারা দুনিয়ায় রাজনৈতিক পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের আলোকে প্যালেস্টাইনীয় সমস্যার বিবর্তন ও প্যালেস্টাইনীয় জনগণের সংগ্রামের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের জাতীয় অধিকারের জন্য সংগ্রাম পার্টি চালিয়ে যাবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি প্যালেস্টাইনীয় জনগণের অধিকৃত অঞ্চল ও অন্যত্র তাদের ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে বিবেচনা করেছে—এতে তারা অধিকৃত অঞ্চলে জে সি পি-র অংশ—পশ্চিম তীরে প্যালেস্টাইনীয় কমিউনিস্ট সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্যান্য সংগ্রামী শক্তিসমূহের সাথে এই সংগঠন আক্রমণকারী ও তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বড় ভূমিকা পালন করছে। পি এল ও নেতৃত্ব ও অন্যান্য রাজনীতি ও মতাদর্শগত দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহ লেবাননে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। প্যালেস্টাইনীয় জনগণের ব্যাপারে জে সি পি র নীতি পি সি ও এল কার্যকর করবে, যে নীতি হল সাম্রাজ্যবাদী ইস্রায়েলী আগ্রাসন ও দখলের বিরুদ্ধে, প্যালেস্টাইনীয় জনগণের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারের জন্য ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান।

জে সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি স্থিরনিশ্চিত যে, এই সাংগঠনিক পদক্ষেপের ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইস্রায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন প্রেরণা আসবে এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাজের ভূমিকা বাড়বে।

সংবাদপত্রের দর্পণে

"ভক্স প্রলেটারীয়া" সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রচার

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বোগোটা কমিটির নেতা রডরিগো প্রাণ্ডা ভক্সপ্রলেটারীয়া পত্রিকাকে বলেছেন, কেমন করে সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনের জন্য কমিউনিস্টরা প্রস্তুতি নিয়েছিল।

কমিউনিস্টরা নিজেদের "পোস্টার-এর লড়াইয়ের" মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নি, কারণ এতে প্রচুর সময় ও প্রচেষ্টা লাগে। তারা শহরের পাড়ায় কাজকে অগ্রাধিকার দেয়, জোর দিতে থাকে সংগঠন ও মানুষকে বিষয়-গুলো বোঝানোর উপর। তারা নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলোতে ৩৩টি কেন্দ্র স্থাপন করে, যেখানে ন্যাশনাল অপোজিশন ইউনিয়ন (এন ও ইউ)* ১৯৭৮ সালে সবচেয়ে বেশি ভোট পায়।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের নির্দেশ পার্টি সভ্যরা মেনে চলে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে এবং এন ও ইউ-এর নির্বাচনী কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের পার্টিগুলোর পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে নিজেদের তফাতটা বুঝিয়ে দেয়। এইসব আলোচনা, কথাবার্তা ও সাক্ষাৎকারে একটা মিছিলের চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

"ওয়াল প্রেস" সমেত গণ-মাধ্যমের আশ্রয় নেওয়াটা তাই বলে বাদ পড়ে নি। এমনকি এসব ক্ষেত্রেও নতুন পদ্ধতি নেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও এন ও ইউ-র স্লোগান দিয়ে গাড়ি বিভিন্ন অঞ্চলে যায়। তারা প্রচারপত্রও বিলি করে। কমিউনিস্ট যুবকেরা বহু জেলা ও শহরে মিছিল করে। এতে অংশগ্রহণকারীরা বহু মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ পায়। নির্বাচনের দিন বুথে যাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্য অনেক ভোটার কমিউনিস্টদের কাছে তাদের ঠিকানা দেয়।

---

* সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারে এন ও ইউ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল পপুলার ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অংশ ও সোশ্যালিস্ট ও গণতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়।—সম্পাদক

কমিউনিস্ট ও তাদের সমর্থকেরা চেক কার্ড বিলি করে এন ও ইউ-র তালিকায় ভোটের আগে ১৫০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। যদিও মার্কিন ও দেশীয় একচেটিয়াপতিদের সর্বাত্মক আক্রমণের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন হয়, তবুও এন ও ইউ ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (কমিউনিস্ট পার্টিসহ) একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইতিবাচক ফল লাভ করে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় জাতীয় ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে এন ও ইউ-এর প্রচার টীম কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত বোগোটা পার্টি কমিটি করেছে।

ঘটনার নেপথ্য কাহিনী

গণ-আন্দোলনের ওপর নির্ভর করে

"মিউনিসিপ্যাল কাউনসিল বিশেষ করে আরব জনগণের মধ্যে পার্টির কাজই হোলো সমস্ত গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তির সাথে আমাদের সহাযোগিতার ভিত্তি। এটা বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করেছে।"

(নাজারেথ পার্টি সম্মেলনে মেয়ার ভিলনার)

ইস্রায়েলের কমিউনিস্টরা এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে তাদের মিত্ররা মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলের কাজে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যৌথ প্রচেষ্টায় আরব অধ্যুষিত শহরগুলোতে ভালো ফল পাওয়া গেছে। নাজারেথ, যার মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলে আমাদের পার্টির সি সি সদস্য তফিক জিয়াদ নেতৃত্ব দেন, সেটা ছাড়াও গ্যালিলির সাতটি আরব শহরের মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলে কমিউনিস্টরা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ট্রায়াঙ্গল ও গ্যালিলিতে আরও ১২টি কমিউনিটির প্রশাসনে কমিউনিস্টরা স্থানীয় ফ্রন্টের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে। এটা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে যে জটিল পরিস্থিতিতে ইহুদী ও আরব কমিউনিস্টদের সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয় জনসাধারণের, বিশেষ করে আরবদের স্বার্থের পরিপন্থী

অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিগুলো প্রতিরোধের জন্য স্বায়ত্তশাসিত সরকার-গুলোকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই সব শহরের অবস্থা পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে নতুন নয়। একদিকে কমিউনিস্টরা ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যান্য মিত্ররাই হোলো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মূল রাজনৈতিক শক্তি অন্যদিকে তারাই হোলো আবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এরকম হওয়াতে একদিকে মূল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধী শক্তি হিসেবে যে দায়িত্ব ও অন্যদিকে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বকে মেলাতে বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যান্য সদস্যদের পরিচালিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার তিনটি মূল উদ্দেশ্য মিউনিসিপ্যাল কাজকর্মকে উন্নত করা, জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা এবং জাতি হিসেবে নিপীড়ন ও পৃথকীকরণ প্রতিরোধ করা; এবং একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসনের উদাহরণ স্থাপন করা যা গুণগতভাবে নতুন।

এই মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কমিউনিস্টরা ও তাদের মিত্ররা নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে:

—প্রথমত, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা; জনগণের অধিকার ও দাবি নিয়ে সংগ্রাম করা, জনগণের, বিশেষ করে আরবদের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত সরকারি নীতির মুখোশ খুলে ধরা।

—দ্বিতীয়ত, সরকারি নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে উন্নত করা, জনগণকে সমবেত করা এবং সরকারের বর্ণবৈষম্যবাদী রাজনৈতিক কাজগুলো প্রতিরোধ করা এবং গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসন ও তার কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে স্থানীয় শাসনে কাজ ও জনগণকে সমবেত করার কাজই হোলো আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

সোশ্যালিস্ট, তথা পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতা ও মহান লেনিনের সাথে যুক্ত কমিউনিস্ট সুবোটনিকদের

অভিজ্ঞতা থেকে নাজারেথ, রামা, কাফর ইয়াসিফ ও অন্যত্র গণতান্ত্রিক সরকারি সংস্থাগুলো জনগণের শ্রম কার্যক্রম উন্নত করেছে। এর অর্থ কি?

আমাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলো সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের আসল মতলব সম্পর্কে কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক ব্লকের অন্যান্য সদস্যদের কোন মোহ নেই। কর্তৃপক্ষ এই সংস্থাগুলোর কাজে বাধা দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জনগণের শ্রম কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ। জনগণের স্বার্থে সংগ্রামের নতুন নতুন পদ্ধতিরও উদ্ভব হচ্ছে।

নির্দিষ্টভাবে কী করা হয় এবং তার ফল কী? স্বেচ্ছামূলক কর্ম সপ্তাহের মাধ্যমে নাজারেথ ও অন্যান্য শহরে বিভিন্ন বয়স ও পেশার হাজার হাজার লোককে সববেত করে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর বহু কাজ করানো সম্ভব হয়েছে, যথা রাস্তা বাঁধানো, বেড়া দেওয়া, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা, ক্লাসঘর সাজানো, গাছপালা লাগানো, জলসরবরাহ ব্যবস্থা মেরামত করা, রাস্তা পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা ভালো। কিন্তু এই শ্রম দিবসের অর্থ-নৈতিক রাজনৈতিক ও নৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আস্থাবান একথা বলতে পারি। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থ দিতে অস্বীকার করার ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক অসুবিধা কাটাতে এটা সাহায্য করছে, আরও বেশি বেশি মানুষ এতে যুক্ত হচ্ছে, কারণ গণতান্ত্রিক সরকারি সংস্থার ভিত্তি প্রসারিত হচ্ছে। আমি বলেছি যে এটা গুণগতভাবে নতুন মিউনিসিপ্যাল কাজকর্ম, এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষাকারী স্থানীয় সরকারি সংস্থাকে কেন্দ্র করে জনগণের ঐক্যের উদাহরণস্বরূপ।

এই কাজকর্ম যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপ্যালিটিতে যুক্ত তাদের লোকজনের বিরক্তি উৎপাদন করছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এরা উদ্যোগ নষ্ট করবার জন্য ও জনগণের শ্রম কার্যক্রম বানচাল করার জন্য তাদের সাধ্যমতো সব কিছুই করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে যে এই কার্যক্রম এমন সব এলাকাতেও ছড়িয়ে গেছে যেখানে মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ও তাদের মিত্ররা নেই। কমিউনিস্ট ও তাদের মিত্রদের পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল কাউসিলগুলোতে

অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, বর্ণবৈষম্যবাদী নীতিকে প্রতিহত করবার সাথে সাথে গণ উদ্যোগ বাড়িয়ে জনগণের সম কার্যক্রমকে আমরা ট্র্যাডিশনে পরিণত করব। আমাদের কর্তব্য হোলো গণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যাল এজেন্সীগুলোর গণভিত্তি প্রসারিত করা, কারণ এটাই এক্ষেত্রে অগ্রগতির মৌলিক শর্ত।

ইব্রাহিম মালিক

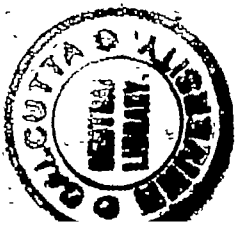

লেনিন পুস্তক মালায় সংযোজন

পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত

বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত লেখক হচ্ছেন লেনিন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত লেনিনের বইয়ের যত সংস্করণ হয়েছে তা' পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। লেনিনের ১১০তম জন্ম বার্ষিকীতে বহু দেশে তাঁর বইয়ের এবং লেনিন সম্পর্কিত বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর মহান নেতা এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিষ্ঠাতা ভি আই লেনিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যেই এই কাজ।

লেনিনের লেখা বই-পত্রের সর্বাধিক প্রকাশক সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত লেনিনের লেখা বইয়ের ৫৩১, ১৬৭,০০০ কপি প্রকাশিত হয়েছে। লেনিনের জন্ম-বার্ষিকীতে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সব নতুন নতুন বই বেরিয়েছে তার কিছু কিছু বইয়ের পর্যালোচনা ডব্লিউ-এম-আর-এ (১৯৮০ সালের এপ্রিলে) প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বশেষ প্রকাশনা হচ্ছে **লেনিনিয়ানা**-র চতুর্থ খণ্ড। লেনিনের সমস্ত লেখা এবং লেনিন বিষয়ক রচনাবলী সম্বন্ধে গ্রন্থপঞ্জীমূলক বই **লেনিনিয়ানা**। সর্বশেষ খণ্ডে ইনসটিট্যুট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির) এবং লেনিন পাঠাগার কর্তৃক সংগৃহীত লেনিনের নানান বই এবং তাঁর সম্পর্কিত নানান তথ্যাবলী (১৯৬৮-'৭১ সাল পর্যন্ত) রয়েছে। মস্কোর নিগা প্রকাশক **লেনিনিয়ানা** প্রকাশ করেছেন।

ইনসটিট্যুট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম এবং কেন্দ্রীয় পার্টির সংগ্রহশালা যুক্তভাবে **লেনিন** এই নামে দুই খণ্ডে একটি বর্ধিত, সংশোধিত সংস্করণ বের করেছে। এটি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ। **চিত্র এবং স্থির চিত্র:** ১৮৭৪ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত লেনিনের সুপরিচিত সমস্ত ছবি এবং সদ্য আবিষ্কৃত বহু চিত্র সংবলিত এই বইটি ইসকান্তভো প্রকাশনা ভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। রুশ, ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান ভাষায় বইটির বিষয়-বস্তু লেখা হয়েছে।

লেনিনের বইয়ের বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিনের বই পৃথিবীর ৩৫টি ভাষায় অনুবাদ করে ২-কোটি কপি প্রকাশ করেছে।

* * *

ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে লেনিনীয় বইয়ের ৩ হাজারেরও বেশি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।

বুলগেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সোফিয়ায় পারটিসং দাৎ প্রকাশনা ভবন লেনিনের রচনাবলীর ৫৫ খণ্ডের একটা সংস্করণ ছাপাচ্ছে।

চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে—সবোবোদা প্রকাশকরা লেনিনের সমগ্র রচনার ৫৫ খণ্ডের একটা সংস্করণ ছাপানোর কাজে হাত দিয়েছে। চেক এবং স্লোভাক ভাষায় এই বইগুলো বেরোবে। ইতিমধ্যেই প্রথম খণ্ডটি ছেপে বেরিয়েছে।

গণ-প্রজাতান্ত্রিক **জার্মানিতে** লেনিনের বইয়ের মোট ২১,০০০,০০০ কপি ছাপা হয়েছে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তাঁর বইয়ের একটা ৪২ খণ্ডের সংস্করণ ছাপা হয়। লেনিনের নির্বাচিত রচনাবলীর একটা ৩ খণ্ডের সংস্করণ ১৯৬১ সালের পর থেকে বারবার ছাপানো হয়েছে। এছাড়া ১৯৭০ সালের পর ৬ খণ্ডের একটা সংস্করণ কয়েকবার ছাপানো হয়েছে। এই দুটি সংস্করণের মোট ৩,০০০,০০০ কপি এ পর্যন্ত ছেপে বেরিয়েছে। ১১০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ পি জি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত ইনসটিট্যুট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম **জার্মানিতে লেনিন** এই নামে একটা অ্যালবাম তৈরি করেছে। বইটিতে জার্মানিতে অবস্থানকালে লেনিনের নানান কাজের এবং লেনিনের জীবনের নানান ঘটনার তথ্য চিত্র আছে।

হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রে এইচ এস ডব্লিউ পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির কমুথ প্রকাশক হাঙ্গেরীয় ভাষায় লেনিনের সমগ্র রচনাবলীর ৫৫ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশের কাজ শেষ করেছে। এছাড়া **পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা** সম্পর্কে এই শিরোনামায় তার রচনাবলীর আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

পোলিশ গণ-প্রজাতন্ত্রে লেনিনের রচনাবলীর প্রধান প্রকাশক ক্ষিয়াজকা ই ওয়েদজা। এই প্রকাশনা ভবন থেকে লেনিনের রচনাবলীর

৪৫ খণ্ডের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পোল্যাণ্ডে লেনিনের ব্যক্তিগত লেখা ও তাত্ত্বিক রচনার হাজার হাজার কপি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৯ সাল থেকে লেনিনের রচিত বই পোল্যাণ্ডে মোট ১০,০০০,০০০ কপি ছাপা হয়েছে।

ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পার্টি পরিচালিত প্রকাশনা ভবন সু'থাট লেনিনের **কী করতে হবে; এক পা আগে দু পা পিছে; গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দুই কৌশল; সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর** ইত্যাদি বই ব্যাপক সংখ্যায় ছাপিয়েছে। এছাড়া ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার পথে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে এবং সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কে লেনিনের রচনাবলীও হাজার হাজার সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে। সর্বমোট এই প্রকাশনা ভবন থেকে লেনিনের ২৪৭টি বইয়ের ১,৩০০,০০০-র বেশি কপি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ভিয়েতনামী ভাষায় লেনিনের সমগ্র রচনাবলী ৫৫ খণ্ডে প্রকাশ করার প্রস্তুতি চলছে।

* * *

ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর বহু প্রকাশক ও লেনিনের এবং লেনিন সম্পর্কিত বইয়ের বহুল প্রচলিত বইগুলো প্রকাশ করেছে।

বৃটেনে **লরেন্স অ্যাণ্ড উইসার্ট** কোম্পানি লেনিনের রচনাবলী প্রকাশ করেছে। গত বছর এই প্রকাশনা ভবন **রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ** এবং **মেটিরিয়্যালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম** বই দু খানি প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশনা ভবন থেকে লেনিনের নির্বাচিত রচনাবলীর এক ও তিন খণ্ডের দু-টি সংস্করণ, তাঁর সংগৃহীত রচনাবলীর ৪৫ খণ্ডের একটি সংস্করণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর প্রবন্ধগুলোর একটা সংগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে।

পর্তুগালে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লেনিনের বই পড়া এবং এমন কি তাঁর বই সঙ্গে রাখাও বিপজ্জনক ছিল। বর্তমানে সে দেশে লেনিনের বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাভান্তে প্রকাশক তার রচনাবলীর একটা তিন খণ্ডের সংস্করণ প্রকাশ করেছে। এই সঙ্গে লেনিনের **রাষ্ট্র ও বিপ্লব, এক পা আগে দু-পা পিছে, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার** ইত্যাদি বই এবং কৃষি সমস্যা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধগুলো ও অন্যান্য রচনাবলী ছেপে বেরিয়েছে।

মস্কোর প্রগতি প্রকাশনার সঙ্গে সহযোগিতায় ফ্রান্সের এডিশন সোশ্যালস লেনিনের রচনাবলী প্রকাশের কাজে যথেষ্ট অবদান সৃষ্টি করেছে। এই সহযোগিতার ফলে লেনিনের রচনাবলীর ফরাসি সংস্করণ ৪৭ খণ্ডে বের হচ্ছে। এছাড়া তাঁর লেখা বহু বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আরজেন্টিনায় প্রকাশনার জন্যে লেনিনের নির্বাচিত রচনাবলী ঠিক করা হয়েছে। এছাড়া **বিপ্লব এবং নারী মুক্তি** এই শিরোনামায় লেনিনের লেখা প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে।

ব্রেজিলে লেনিনের দার্শনিক রচনার অন্যতম **মেটিরিয়্যালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম** বইটি বাজারে বের হয়েছে।

মেকশিকোতে এই প্রথম লেনিনের সমগ্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক এডিশনস ত্ত কালচারাল পপুলার, মেক্সিকোর রাজধানীতে ও স্পেনের আকাল-এ প্রধান কর্মকেন্দ্র।

এছাড়া **সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে লেনিন, ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে লেনিন** এবং কৃষি সমস্যা সম্পর্কে তাঁর রচনাবলী এবং **কি করতে হবে**-এর একটা পৃথক ভলিউম শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

পেরুতে কসমস-সিঙ্গলো প্রকাশক লেনিনের রচনাবলীর ১২ খণ্ডের একটা সংস্করণ প্রকাশ করছে। এই সঙ্গে লেনিনের একটা সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশ করা হচ্ছে।

ভারতের রাজধানী দিল্লীর স্টারলিং প্রকাশক **লেনিন এবং ভারত** এই নামে লেনিনের রচনাবলীর পরিচয় সংবলিত একটা সংস্করণ বের করেছে। এর লেখক আত্তার চাঁদ একজন স্বনামখ্যাত লেখক। ১৯১৭ সাল থেকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত এ বিষয়ে ৬ শ'র বেশি বই, পুস্তিকা, প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এইসব বই থেকে তিনি একাধিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। **ভারতে লেনিন** এই বইয়ে (নিউ লিটারেচার পাবলিশার) আনন্দ গুপ্ত লেনিন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা লিখেছেন। পিপল্‌স পাবলিশিং হাউস লেনিনের ১১০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে হিন্দীতে দু-টো বই; **লেনিন, মহান এবং সরল** এবং **লেনিন: যুব সম্প্রদায় ও ভবিষ্যৎ** প্রকাশ করেছে।

১৯৭৫ সাল থেকে **ইরানের পিপল্‌স পার্টি লেনিনের কী করতে হবে; গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্রাসির দুই কৌশল** এবং **একটি নতুন ধরনের পার্টি সম্পর্কে লেনিন ও ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে লেনিন** এই নামে লেনিনের প্রবন্ধ সংকলন পার্শি তর্জমায় প্রকাশ করেছে। লেনিনের নির্বাচিত রচনাবলী ৬ খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি ছাপাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া দলগুলো

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ডাব্লু. এম আর-এ 'দক্ষিণ ও বামেদের দায়িত্বের তালিকা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধে রডনি ওহম্যান পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিন্যাসের কিছু পরিবর্তনের সার-মর্ম ও কারণগুলো আলোচনা করেন। ঘটনায় দেখা যায় একাধিক দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন এই সমস্ত পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। দক্ষিণপন্থীরা কিছুটা জোরদার হওয়ায় ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্যরা এমন কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যেগুলো স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতিকে জটিল করেছে। যেমন তাদের ভূখণ্ডে আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র নিয়োগ করা।

ডাব্লু-এম-আর-এর পাঠকবর্গ পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া, সমাজতন্ত্র-বিরোধী পার্টিগুলো সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছেন। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত নোটটি এই দলগুলোর প্রধান প্রধান প্রকারের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে এবং তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কিছু তথ্য হাজির করেছে।

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও চিন্তাধারার মধ্যে নানারকম 'পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের তিনটে মূল ধারায় ভাগ করা যায়: কনসার-ভেটিভ ক্লারিক্যাল, উদারনৈতিক এবং চরম দক্ষিণপন্থী বা নয়া-ফ্যাসিস্ট।' এটা একটা মোটামুটি ভাগ বলা যায়, কারণ এই তিনটি ধারার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই। আলোচ্য দলগুলোর রাজনৈতিক ধ্যানধারণার মধ্যে কিছু অভিন্নতা আছে। কিন্তু পার্থক্য আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বেশ গুরুতর। বিশেষভাবে তাদের নানান ধরনের সামাজিক

এই নোটগুলো ১৯৮০ সালের মে মাসে ইউ এস এস আর অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমি অ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশানাল রিলেসান্সে এবং ডাব্লু-এম-আর-এর তথ্য বিভাগ সংকলন করেছে।

ভিত্তিই এর উৎস। এই সামাজিক ভিত্তির মধ্যে পড়ে শহুরে পাতি ও মাঝারি বুর্জোয়া, কয়েক ধরনের অফিস কাছারির কর্মী ও বুদ্ধিজীবী এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কায়িম শ্রমিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী যাদের রাজনৈতিক চেতনা এখনও অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের। এছাড়া জাতিগত ভিত্তিতেও সংগঠন রয়েছে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, সাবেকী আদর্শগত ধ্যান-ধারণার কিছুটা ধারাবাহিকতা আছে। তবে পূর্বোক্ত ধারাগুলোর পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে তারা নিজেদের আদর্শগতভাবে 'পুনর্বিন্যস্ত' করেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় রাজনীতিতে যে পরিবর্তনগুলো সূচিত হচ্ছে তার সঙ্গে মিলমিশ করার জন্য এবং প্রচলিত ধারণাগুলোকে আকর্ষণীয় রূপদান করার জন্য ঐ রকম দাবি করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, কনসারভেটিভ-ক্লারিক্যাল দলগুলি, উদারনৈতিক এবং চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির মূলত কোন পরিবর্তন হয় নি। কোন না কোনভাবে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এই সমস্ত ধারা কটিকে ব্যবহার করে থাকে। কোন একটি দেশের ও বিশ্বের অবস্থা অনুযায়ী তারা রক্ষণশীল, ক্রীশ্চান-ডেমোক্রাট বা উদারনৈতিকদের ওপর নির্ভর করে। নয়া-ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীগুলিকেও ব্যবহার করা হয়। এদের কাজের ফলে মাঝে মাঝেই ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা নিজেদের "সম্মানিত" উদারনৈতিক বলে দেখাতে সমর্থ হয়। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সম্পর্কে বলা যায়, বুর্জোয়া দলগুলোর সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে গেলে বৃহৎ পুঁজি তাদের নীতি রূপায়ণের জন্য এদের মজুত উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে।

কনসারভেটিভ-ক্লারিক্যাল দলগুলি

এদের আদর্শগত নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে জোর গলায় সমর্থন করা এবং সামাজিক সম্পর্কের প্রচলিত রীতি ও মর্মবস্তু বজায় রাখা। রক্ষণশীলতার অবিচলিত নীতি হচ্ছে সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা করা এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থনৈতিক প্রগতির ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা। রক্ষণশীল ও ক্লারিক্যাল উভয়ই, যাদের বিশ্ববীক্ষা স্পষ্টতই ধর্মের সঙ্গে বাঁধা, মনে করে

পুঁজিবাদ সামাজিক সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ রাস্তা। তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অত্যুৎসাহী প্রবক্তা এবং সেই দিক থেকে সমাজতন্ত্রের চরম বিরোধী।

সাম্প্রতিক ঘটনায় দেখা যায়, রক্ষণশীল শিবিরের অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো একাধিক পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে তাদের অবস্থান কিছুটা জোরদার করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গত বছরের নির্বাচনে, এডওয়ার্ড হীথ পরিচালিত বৃটিশ রক্ষণশীল দলের অপেক্ষাকৃত নমনীয় অংশকে হারিয়ে, 'কড়া লাইনের' প্রবক্তা ম্যাগারেট থ্যাচারের জয়লাভ এবং এ বছরের নির্বাচনে ফেডারেল চ্যান্সেলার পদের প্রার্থী হিসাবে সি ডি ইউ/সি এস ইউ এর চরম দক্ষিণপন্থী নেতা ফ্রাঞ্জ যোশেফ স্ট্রয়সের মনোনয়ন লাভ। আরও উল্লেখ করা যায়, ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে পর্তুগালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী দলগুলো অধিকাংশ আসনে জয়ী হয়।

পশ্চিম ইউরোপের অগ্রগণ্য রক্ষণশীল ক্লারিক্যাল দলগুলোর কথা নিচে বলা হল :

অস্ট্রিয়া—অস্ট্রিয়ান পিপল্‌স পার্টি; ১৮৭৭ সালে গঠিত ক্যাথলিক ক্রীশ্চান-সোশ্যাল পার্টির উত্তরসূরী; ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত; এর নেতৃবৃন্দ দাবি করেন এই দলের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ৭ লক্ষের মধ্যে; দলটি প্রধানত বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ ভূস্বামীর স্বার্থ পোষণ করে; এই দলটি তিনটি স্বশাসিত ইউনিয়নে গড়া : ইউনিয়ন অব ইকনমিকস (প্রধানত মালিকদের), ইউনিয়ন অব ফ্যাক্টরি অ্যাণ্ড অফিস ওয়ার্কার্স এবং ইউনিয়ন অব পেজন্টেস; আঞ্চলিকভাবে শাখাগুলো গঠিত। ১৯৬৬ সাল থেকে বিরোধী ভূমিকায় আছে।

বেলজিয়াম—ক্রীশ্চান সোশ্যাল পার্টি, ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এর নাম ছিল ক্যাথলিক পার্টি। সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। জাতিগত ও ভাষাগত নীতির ভিত্তিতে কার্যত দুটি ভাগে—ওয়ালুন ও ফ্লেমিশ বিভক্ত; পরেরটি ক্রীশ্চান পিপল্‌স পার্টি নামে পরিচিত।

গণতান্ত্রিক ফরাসিভাষী ফ্রন্ট এবং ওয়ালুন ইউনিয়ন ১৯৬৮ সালে একটি নির্বাচনী চুক্তি সাক্ষর করে এবং ফরাসিভাষী বেলজিয়ানদের স্বার্থ রক্ষাকারী জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণে অঙ্গীকার করে।

উপরোক্ত বুর্জোয়া দলগুলো ও সোশ্যালিস্ট পার্টির সমন্বয়ে সরকার গঠিত।

ডেনমার্ক—কনসারভেটিভ পিপলস পার্টি, ১৯১৫ সালে গঠিত। সদস্য সংখ্যা ৪৫ হাজার ; অগ্রগণ্য বুর্জোয়া দল।

ক্রীশ্চান পিপলস পার্টি, ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত ; ক্ল্যারিক্যালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

প্রগ্রেসিভ পার্টি, ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ; পাতি বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর অংশবিশেষের মধ্যে কিছুটা প্রভাব আছে ; সদস্য সংখ্যা ১৫ হাজার।

এরা সকলেই বিরোধী দল।

ফিনল্যাণ্ড—ন্যাশনাল কোয়ালিশন পার্টি, ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদস্যসংখ্যা ৮০ হাজার। এটা বৃহৎ বুর্জোয়া, ভূস্বামী ও পদস্থ অফিসারদের দল।

ফিনিশ ক্রীশ্চান লীগ, ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ; সদস্য সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার ; ক্ল্যারিক্যালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

এই দলগুলোর কোনটিই ক্ষমতায় নেই।

ফ্রান্স—ইউনিয়ন ফর ফ্রেন্স ডেমোক্রাসি—সদস্য সংখ্যা তিন লক্ষের মতো; রিপাবলিকান পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্রাটস সেন্টার, রিপাবলিকান পার্টি অব র‍্যাডিক্যালস অ্যাণ্ড র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিস্টস, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট এবং পাসপেক্টিভ এ্যাণ্ড রিয়েলিটি ক্লাবের মিলনে ১৯৭৮ সালে এই পার্টি গঠিত হয়।

ইউনিয়ন ফর দি রিপাবলিক, ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। এরা দ্যগলের নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং শ্রমজীবী জনগণের, শহুরে মধ্যবিত্তের ও একাধিক জেলায় কৃষকদের সমর্থনের অধিকারী।

এই দুটি দল মিলে ক্ষমতাসীন কোয়ালিশান গঠিত।

এফ-আর-জি—ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন, ১৯৪৫ সালে গঠিত ; সদস্যসংখ্যা ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার। এটি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দল—গীর্জার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ক্রীশ্চান সোশ্যাল ইউনিয়ন, ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ; সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৭ হাজারের মতো।

এই দুটি দল মিলে বিরোধী ব্লক গঠিত।

গ্রেট বৃটেন—রক্ষণশীল দল (রক্ষণশীল ও ইউনিয়নিস্ট সংস্থার একটি জাতীয় জোট), ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৩০টি স্থানীয় সমিতি (যার প্রতিটি এক একটি নির্বাচনী জেলার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে) নিয়ে দলটি গঠিত। এই দল বৃহৎ শিল্প ও ফিন্যান্স পুঁজি, উধ্বর্তন আমলা ও অভিজাত ভূস্বামী স্বার্থ আগলায়। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। ১৯৭৯ সাল থেকে এরা ক্ষমতায় আছে।

গ্রীস—নিউ ডেমোক্রাসি, ই-আর-ইকে (ন্যাশনাল র‍্যাডিক্যাল ইউনিয়ন) ভিত্তি করে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ; সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার ; বৃহৎ শিল্পপতি ও ফিনান্স বুর্জোয়াদের দল, যাদের সঙ্গে বিদেশী পুঁজি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ক্ষমতায় আসীন রয়েছে।

আয়ার্ল্যাণ্ড—ফিয়ানা ফেইল (সোলজার্স অব ফরচুন), ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ; জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের পার্টি ; রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতার প্রবক্তা। ১৯৭৭ সাল থেকে ক্ষমতায় আসীন।

ফাইন গেইল (ইউনাইটেড আয়ার্ল্যাণ্ড পার্টি)—১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। বৃহৎ ভূস্বামী-বুর্জোয়াদের পার্টি। বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পক্ষপাতী। ক্ষমতায় নেই।

ইতালি—ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি, ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ; সদস্য সংখ্যা ১৮ লক্ষ ; অগ্রগণ্য বুর্জোয়া দল ভাটিক্যানের সঙ্গে যুক্ত ; এর সদস্যদের মধ্যে আছে বৃহৎ মালিক ও ভূস্বামী, মধ্য ও পাতি-বুর্জোয়া এবং শ্রমজীবী জনগণের একাংশ। যুদ্ধোত্তরকালে কোয়ালিশন সরকারগুলোর শীর্ষে ছিল এই দলটি।

নেদারল্যাণ্ড—অ্যান্টি-রেভলিউশনারি পার্টি ; ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ; সদস্য সংখ্যা ৭৪ হাজার ; প্রোটেস্ট্যাণ্ট মাঝারি বুর্জোয়াদের পার্টি।

ক্যাথলিক পিপল্‌স পার্টি, ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত, ১৯৪৫ সালের আগে

রোমান ক্যাথলিক স্টেট পার্টি বলে পরিচিত ছিল। সদস্য সংখ্যা ৬০ হাজার। এটি বৃহৎ শিল্প মালিক, ফিনান্স অলিগারকি এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের দল।

ক্রীশ্চান হিস্টরিক্যাল ইউনিয়ন, ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার; প্রটেস্টান্ট বুর্জোয়া ও ভূস্বামীরদের দল।

পার্লামেন্টে এই তিনটি দল একটি কোয়ালিশান গড়েছে যার নাম ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক অ্যাপীল এবং সরকারে এরা প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

নরওয়ে—হোয়রে, ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার, এই দলের একটি যুব ও মহিলা সংগঠন আছে; এটি বৃহত্তম বুর্জোয়া দল—ফিনান্স পুঁজি, একচেটিয়াগোষ্ঠী, জাহাজমালিক ও পদস্থ অফিসারদের প্রতিনিধিকারী দল।

ক্রীশ্চান পিপল্‌স পার্টি, ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা ৪৫ হাজার। মাঝারি ও পাতি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও কৃষিকরা এই দলের সদস্য।

উভয় দল বিরোধী আসনে আছে।

পর্তুগাল—সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সেন্টার। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতাসীন রয়েছে।

স্পেন—ডেমোক্রাটিক সেন্টার ইউনিয়ন, মধ্য-দক্ষিণপন্থী দলগুলোর নির্বাচনী জোটের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়; সদস্য সংখ্যা ৮৬ হাজার। ১৯৭৭ সাল থেকে এটি সরকার পরিচালনা করছে।

সুইডেন—মডারেট কোয়ালিশান পার্টি; ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত; ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাইট পার্টি বলে অভিহিত হত। সদস্য সংখ্যা দেড় লক্ষ; এটি বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টি। কোয়ালিশান সরকারের অংশীদার।

সুইজারল্যাণ্ড—ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি; ১৯১২ সালে গড়ে ওঠে; বৃহৎ ও মধ্য বুর্জোয়াদের স্বার্থ সিদ্ধ করে; ভাটিক্যালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; সদস্য সংখ্যা ৬০ হাজার। কোয়ালিশান সরকারের অংশীদার।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি, ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানভাষী অঞ্চলগুলোর একটি দক্ষিণপন্থী দল; সদস্য সংখ্যা সাড়ে ৭ হাজার। ক্ষমতায় নেই।

উদারনৈতিক দলগুলি

রাজনৈতিক ধারা হিসেবে উদারনৈতিকতা বুর্জোয়াদের সেই অংশের স্বার্থ প্রকাশ করে যারা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্যের আওতায় বাজার ব্যবস্থা ও অবাধ প্রতিযোগিতার নীতিগুলো বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে এবং বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী সংসদীয় নির্বাচনে বৃটিশ উদারনৈতিকদের সাফল্যের পর উদারনৈতিকতা একটা গণ-আন্দোলন রূপে অন্যান্য দেশে পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানিতে উদারনৈতিক দলগুলো সরকারি কোয়ালিশনে প্রবেশ করে এবং ডেনমার্কে ভেন্‌সটার ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ক্ষমতাসীন ছিল। উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রথম কথাটি হচ্ছে 'ব্যক্তির স্বাধীনতা'।

নানান বিবদমান ধারা এসে উদারনৈতিকতায় যুক্ত হয়েছে। উদারনৈতিক দলগুলোর যুব সংগঠনগুলো খানিকটা একচেটিয়া বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই মনোভাব সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বামপন্থীদের সঙ্গে মিলে যায়। এর ফলে তারা তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের কাছ থেকে কর্মসূচী ধার করে এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের যারা ভোট দিয়েছিল তাদের সমর্থন আদায় করতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ইতালির উদারনৈতিকরা সমস্ত ঘরোয়া ও বৈদেশিক নীতিগত প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে।

প্রধান প্রধান উদারনৈতিক দল—

বেলজিয়াম—ফ্রিডম অ্যাণ্ড প্রগ্রেস পার্টি, ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত; ১৯৬১ সাল পর্যন্ত লিবারেল পার্টি বলে অভিহিত করা হত; সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার; বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ পোষণ করে; কার্যত তিনটি স্বশাসিত দলের সমন্বয়ে এই পার্টি গঠিত—ফ্লেমিশ অঞ্চলের এফ-পি-পি, ওয়ালুন

অঞ্চলের এফ-পি-পি এবং ব্রাসেলসের এফ-পি-পি ; এই ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালে লিবারেল পার্টি তৈরি হয়। সরকারে নেই।

ভকসুনি, ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ; ফ্লেমিশ জাতীয়তাবাদী সংগঠনের উত্তরাধিকারী। সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার—এটি ফ্লেমিশ জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের দল। ক্ষমতায় নেই।

ডেনমার্ক—ভেনস্টার (উদারনৈতিক দল), ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত ; এই পার্টি বৃহৎ ও মাঝারি ভূস্বামী এবং শিল্প বুর্জোয়াদের অংশবিশেষের স্বার্থ রক্ষা করে। ক্ষমতায় নেই।

ফিনল্যাণ্ড—লিবারাল পিপল্‌স পার্টি, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদস্য সংখ্যা ১৮ হাজার—সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক এবং মাঝারি বুর্জোয়াদের একাংশ এই দলভুক্ত। ক্ষমতায় নেই।

সেন্টার পার্টি, ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে (১৯০৬ সাল পর্যন্ত) অ্যাগ্রেরিয়ান ইউনিয়ন নামে অভিহিত হত। এই পার্টির সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজার। ধনী-কৃষক এবং শহুরে বুর্জোয়াদের কয়েকটি অংশ এই দলের সমর্থক। কোয়ালিশান সরকারের অংশীদার।

সুইডিশ পিপল্‌স পার্টি, ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। সদস্য সংখ্যা ৪৭ হাজার —বুর্জোয়া ও সুইডিশ বংশোদ্ভব অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে সদস্য হয়। কোয়ালিশান সরকারের অংশীদার।

এফ আর জি—ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি, বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ১৯৪৮ সালে এই পার্টি গড়ে ওঠে। সদস্য সংখ্যা ৮০ হাজার ; ক্ষুদ্র ও মাঝারি মালিক, অফিসার ও কৃষকদের অংশবিশেষের স্বার্থ পোষণ করে ; সি ডি ইউ/ সি এস এসের সঙ্গে জোট বেঁধে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কোয়ালিশান সরকারে ছিল। সোশ্যাল ডেমেক্রেটিক পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে ১৯৮৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে।

গ্রেট বৃটেন—লিবারেল পার্টি, ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ; ১৮৭৭ সালে এই পার্টি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ; সদস্য সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। পাতি ও মাঝারি বুর্জোয়া, কিছু বুদ্ধিজীবী ও বেতনভোগীর স্বার্থ রক্ষা করে। ক্ষমতায় নেই।

গ্রীস—ডেমোক্রাটিক সেন্টার ইউনিয়ন (ই ডি আই কে) সেন্টার ইউনিয়নের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও সম্পন্ন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিপর্যয়ের ফলে এই দল ভেঙে যায় এবং ই ডি আই কের একদল এম পি ১৯৭৯ সালে ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতায় নেই।

ইতালি—লিবারেল পার্টি অব ইতালি, ১৮৪৮ সালে গঠিত হয়। সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ, বৃহৎ বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের অংশবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষমতায় নেই।

রিপাবলিকান পার্টি অব ইতালি, ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার; মাঝারি ও পাতি-বুর্জোয়াদের সমর্থনের ওপর ভর করে আছে। এই দলটি দেশে ফ্যাসিবিরোধী নীতি অনুসরণ করে এবং বিদেশে অ্যাটলান্টিসিজমের প্রবক্তা। কোয়ালিশান সরকারের অংশীদার।

নেদারল্যাণ্ডস—পিপল্‌স পার্টি ফর ফ্রিডম অ্যাণ্ড ডেমোক্রাসি, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার; বৃহৎ বুর্জোয়া, অফিসার ও বুদ্ধিজীবীদের অংশবিশেষের স্বার্থ রক্ষা করে। কোয়ালিশান সরকারের অংশীদার।

নরওয়ে—ভেনস্টার, ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। মাঝারি ও পাতি-বুর্জোয়াদের উদার মনোভাবাসম্পন্ন অংশকে এবং কিছু বেতনভোগীকে এই দলটি যুক্ত করেছে।

সেন্টার পার্টি, ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা ৭০ হাজার; গ্রামীণ বুর্জোয়াদের পার্টি।

এই দুটি পার্টি ক্ষমতায় নেই।

সুইডেন—পিপল্‌স পার্টি, ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা ৫৭ হাজার; বৃহৎ বুর্জোয়া এবং সর্বোপরি মাঝারি বুর্জোয়া, অফিসার, কৃষক ও শ্রমিকরা এই দলে আছে।

সেন্টার (অ্যাগ্রেরিয়ান) পার্টি, ১৯১০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত; এই দল সম্পন্ন কৃষক, মধ্য-ভূস্বামী এবং কয়েকটি শহুরে অংশের মানুষকে যুক্ত করেছে। এর সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষের ওপর।

উভয় দলই কোয়ালিশান সরকারের সদস্য।

সুইজারল্যাণ্ড—র‍্যাডিক্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি, ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি বৃহৎ ফিনান্স ও শিল্প বুর্জোয়াদের দল। সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার।

সুইশ পিপল্‌স পার্টি, ১৯৭১ সালে পেজান্টাস, আর্টিজান্স এবং মিডিল ক্লাস পার্টি এবং ডেমোক্রাটিক পার্টির মিলনে এই দল গঠিত হয়; এটি মাঝারি ও পাতি-বুর্জোয়া ও সম্পন্ন কৃষকদের দল, সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

উভয় পার্টিই কোয়ালিশান সরকারে আছে।

সুইশ লিবারেল পার্টি, ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত লিবারেল ডেমোক্রাটিক বলে অভিহিত ছিল। দেশের রোমান অংশের বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থ প্রকাশ করে; সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। ক্ষমতায় নেই।

চরম দক্ষিণপন্থী এবং নয়া-ফ্যাসিবাদী সংগঠনসমূহ

চরম দক্ষিণপন্থী ও নয়া-ফ্যাসীবাদী গোষ্ঠীগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ঘৃণ্য, খোলাখুলি সোভিয়েত-বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট বিরোধিতায় মত্ত হয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং বুর্জোয়াদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়।

অস্ট্রিয়া—লিবারেল পার্টি অব অস্ট্রিয়া। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। একদা নিওফ্যাসিস্ট লীগ ও ইণ্ডিপেণ্ডেস বলে যে সংস্থা ছিল তাকে ভিত্তি করেই এই দল গড়ে ওঠে; সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার।

ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত; পশ্চিম জার্মানির অনুরূপ দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছে।

ফিনল্যাণ্ড—কনস্টিটিউশনালিস্ট পিপল্‌স পার্টি অব ফিনল্যাণ্ড। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত; একচেটিয়া পুঁজির অংশ বিশেষের প্রবক্তা; প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী ও সোভিয়েত বিরোধী।

ফ্রান্স—ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত।

নিউ ফোর্সেস পার্টি, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত।

গ্রুপ ফর রিসার্চ অ্যাণ্ড স্টাডি অব ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেশন, ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নয়া-ফ্যাসিবাদী ধ্যান ধারণা ছড়ায়।

কয়েকটি সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, এই তিনটি সংস্থার যথাক্রমে ৭ হাজার, ৩ হাজার এবং ৫ হাজার সদস্য রয়েছে।

এফ আর জি—ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত; সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার। এটি হিটলারের ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। এই পার্টি একেবারে খোলাখুলিভাবে নয়া-ফ্যাসিবাদী এবং এরা ইউরোপীয় সীমান্ত পরিবর্তনের দাবি জানায়।

এন ডি পি-র সঙ্গে দেশে ৩৫০টি প্রতিশোধকামী সংগঠন এবং সহস্রাধিক সমরবাদী লীগ রয়েছে।

গ্রীস—ন্যাশনাল র‍্যালি, ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ইতালি—ইতালিয়ান সোশ্যাল মুভমেন্ট—ন্যাশনাল রাইটিস্ট ফোর্সেস, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত; ১৯৭৩ সালে এরা রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়; সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ২০টি সংগঠন। ইউনিয়ন ও গোষ্ঠী যারা বৈধভাবে বা গোপনে সক্রিয়। ১৯৭৬-এ ঐ পার্টি থেকে রাইটিস্ট ফোর্সেস—ন্যাশনাল ডেমোক্রাটস নামে একটি অংশ ভেঙে বেরিয়ে যায়।

স্পেন—নিউ ফোর্স, অনেকগুলো ফ্রাঙ্কোপন্থী ও নয়া-ফ্রাঙ্কোপন্থী সংগঠন মিলে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

নিম্নলিখিত সারণী পশ্চিম ইউরোপীয় পার্লামেন্টগুলোতে বুর্জোয়া দলগুলোর অবস্থান তুলে ধরে।

দেশ, শেষ নির্বাচনের বছর	দল	এম পি সংখ্যা	প্রাপ্ত আসনের শতাংশ
১	২	৩	৪
অস্ট্রিয়া	অস্ট্রিয়ান পিপল্‌স পার্টি	৭৭	৪২·১
১৯৭৯	লিবারেল পার্টি অব অস্ট্রিয়া	১১	৬

বেলজিয়াম	ক্রীশ্চান-সোশ্যাল পার্টি	৮২	৩৮·৭
১৯৭৮	ডেমোক্রাটিক ফ্রেঞ্চ-স্পিকিং ফ্রন্ট	১১	৫·২
	ওয়ালুন ইউনিয়ন	৪	১·৯
	ফ্রিডম ও প্রগ্রেস পার্টি	৩৭	১৭·৫
	ভকসুনি	১৪	৬·৬
ডেনমার্ক	কনজারভেটিভ পিপল্‌স পার্টি	২২	১২·৩
১৯৭৯	ক্রীশ্চান পিপল্‌স পার্টি	৫	২·৮
	প্রগ্রেস পার্টি	২০	১১·২
	ভেনস্টার	২২	১২·৩
ফিনল্যাণ্ড	ন্যাশনাল কোয়ালিশান পার্টি	৪৮	২৩·৫
১৯৭৯	সেন্টার পার্টি	৩৬	১৮
	ফিনিশ ক্রীশ্চান লীগ	৯	৪·৫
	সুইডিশ পিপল্‌স পার্টি	১০	৫
ফ্রান্স	ইউনিয়ন ফর দ্য রিপাবলিক	১৫৪	৩১·৪
১৯৭৮	ইউনিয়ন ফর ফ্রেঞ্চ ডেমোক্রাসি	১২৪	২৫·৩
এফ আর জি	সি ডি ইউ/সি এস ইউ	২৪৩	৪৮·৬
১৯৭৬	ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি	৩৯	৭·৯
গ্রেট বৃটেন	কনজারভেটিভ পার্টি	৩৩৯	৫৩·৪
১৯৭৯	লিবারেল পার্টি	১১	১·৭
গ্রীস	নিউ ডেমোক্রাসি	১৭২	৫৭·৩
১৯৭৭	ডেমোক্রাটিক সেন্টার ইউনিয়ন	১৫	৫
	ন্যাশনাল র‍্যালি	৫	১·৭
আয়ার্ল্যাণ্ড	ফিয়ানা ফেইল	৮৪	৫৬·৮
১৯৭৭	ফাইন গায়েল	৪৩	২৯·১
ইতালি	ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি	২৬২	৪১·৬
১৯৭৯	রিপাবলিকান পার্টি অব ইতালি	১৬	২·৫
	লিবারেল পার্টি অব ইতালি	৯	১·৪
	আই এস এম- এন আর এফ	৩০	৪·৮

নেদারল্যাণ্ডস	ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক অ্যাপীল	৪৯	৩২·৭
১৯৭৭	পিপল্‌স পার্টি ফর ফ্রীডম অ্যাণ্ড ডেমোক্রাসি	২৮	১৮·৭
নরওয়ে	হোয়রে	৪১	২৬·৮
১৯৭৭	সেন্টার পার্টি	১২	৭·৮
	ক্রীশ্চান পিপল্‌স পার্টি	২২	১৪·৪
পর্তুগাল	সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সেন্টার	১২৮*	৫১·২
১৯৭৯			
স্পেন	ডেমোক্রাটিক সেন্টার ইউনিয়ন	১৬৮	৪৭·১
১৯৭৯			
সুইডেন	মডারেট কোয়ালিশান পার্টি	৭৩	২০·৯
১৯৭৯	সেন্টার পার্টি	৬৪	১৮·৩
	পিপল্‌স পার্টি	৩৮	১০·৯
সুইজারল্যাণ্ড	র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি	৫১	২৫·৫
১৯৭৯	ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি	৪৪	২২
	সুইস পিপল্‌স পার্টি	২৩	১১·৫
	ইণ্ডিপেনডেণ্ট পার্টি	৮	৪
	সুইস লিবারেল পার্টি	৮	৪

* ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্সের প্রাপ্ত মোট আসন। এস-ডি-সি, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ও পপুলার মনার্কিয়া পার্টির সমন্বয়ে এই অ্যালায়েন্স গঠিত।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রিক

নিয়মাবলী

MENCED-2006

গ্রাহক সংক্রান্ত

প্রতি সংখ্যা এক টাকা।
মাষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা।
বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হও
ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সি সংক্রান্ত

৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয়।
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।
পত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়।
ডাক খরচ আমাদের।

যোগা
শান্তি স্বাধীনতা স
৪/৩এ, ও
কল
ফোন :